নবিজির হাদিস ও ইমামগণের মতভেদ

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ

অনুবাদ: ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

নবিজির হাদিস ও ইমামগণের মতভেদ

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ

অনুবাদ

ইজহারুল ইসলাম

Islamic Da`wah and Education Academy



Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors.

প্রকাশনায়: **ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি (iDEA)**

প্রকাশক: ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

যোগাযোগ:

০১৭৭৬৫৬৪৮১৭

০১৯২০৯৬১৬৩৪

ই-মেইল:islamicdawahandedu@gmail.com

সূচীপত্র

- ❖ পঞ্চম সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা ----------৫
- ❖ দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা----------৬
- ❖ শায়খুল হাদিস আলামা যাকারিয়া কান্ধলবী (রহ.) এর অভিমত ------ ১৩
- ❖ শায়খ মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা রহ. এর অভিমত ---------- ১৫
- ❖ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ---------- ১৮
- ❖ শায়েখ আব্দুল আবু গুদ্দাহ ফাত্তাহ রহ. এর মূল্যবান অভিমত -------- ১৯
- ❖ অবতরণিকা ---------- ২১
- ❖ প্রারম্ভিকা: ইমামদের নিকট হাদিসের মর্যাদা ---------- ২৩
- ❖ ইমামগণের মতানৈক্যের কারণসমূহ ---------- ২৬
  - মতানৈক্যের প্রথম কারণ ---------- ২৬
    - ♦ মুরসাল হাদিস ---------- ২৭
    - ♦ বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা (রাবির আদালত) ------ ২৯
    - ♦ আরবি ভাষাগত দিক থেকে হাদিস সংরক্ষণ -------- ৫২
    - ♦ দু'টি ভ্রান্তি অপনোদন ---------- ৫৮
      - প্রথম সন্দেহ ---------- ৫৮
      - দ্বিতীয় সন্দেহ ---------- ৭৭
  - মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ: হাদিসের বুঝ অর্জনে তারতম্য -- ১২০
  - মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ: বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী হাদিসের ক্ষেত্রে ইমামগণের মতবিরোধ ---------- ১৪৫
  - মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ: হাদিস সম্পর্কে অবগতির তারতম্যেও কারণে সৃষ্ট মতবিরোধ---------- ১৬২

- ♦ মতানৈক্যের চতুর্থ কারণের উপর উত্থাপিত তিনটি সন্দেহ ---------- ১৮২
  - ▪ প্রথম সন্দেহ ---------- ১৮৩
  - ▪ দ্বিতীয় সন্দেহ ---------- ১৮৪
- ♦ চতুর্থ কারণের উপর উত্থাপিত তিনটি সন্দেহ নিরসন
  - ▪ প্রথম সন্দেহ ---------- ১৮৮
  - ▪ দ্বিতীয় সন্দেহ ---------- ১৯০
  - ▪ তৃতীয় সন্দেহ ---------- ২০২
- ♦ প্রথম পর্যালোচনা ---------- ২০২
- ♦ দ্বিতীয় পর্যালোচনা ---------- ২০৪
- ♦ তৃতীয় পর্যালোচনা ---------- ২০৮
- ♦ চতুর্থ পর্যালোচনা ---------- ২১৪

❖ সার সংক্ষেপ ---------- ২১৬
- ▪ ভূমিকা ---------- ২১৬
- ▪ মতানৈক্যের প্রথম কারণ ---------- ২১৬
- ▪ মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ ---------- ২১৮
- ▪ মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ ---------- ২১৮
- ▪ মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ ---------- ২১৯

❖ সংযুক্তি ---------- ২২২

❖ তথ্যসূত্র ---------- ২২৮

পঞ্চম সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা

আসারুল হাদীসিশ শরীফ গ্রন্থের এটি পঞ্চম সংস্করণ। এই সংস্করণে গ্রন্থটির কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সেই সাথে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি মহিমার্ণব সত্তা আল্লাহ তায়ালার কাছে কামনা করছি তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি। সিরাতাল মুস্তাকিম এর পথ-নির্দেশ। নিঃসন্দেহে তিনিই কল্যাণ ও হেদায়াতের একমাত্র পথ নির্দেশ কারী।

মুহাম্মাদ আওয়ামাহ
মদিনা মুনাওয়ারা,
পহেলা মুহররম, ১৪২৮ হিঃ

দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আলাহ্‌র জন্য। তাঁর মহান নির্দেশ, "আর সব মোমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না। তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে। এবং স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে সতর্ক করবে। ফলে তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে।"[১]

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সরদার মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি। তিনি এরশাদ করেছেন,

يحمل هذا العلم مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوله، يَنْفُونَ عَنْهُ تحريف الغالين ، و إنتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين

"পূর্ববর্তীদের ন্যায় নিষ্ঠ ও সৎ লোকেরাই ইলমকে ধারণ করবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, পথচ্যুতদের হস্তক্ষেপ ও মূর্খদের অপ-ব্যাখ্যা থেকে তা সংরক্ষণ করবে।"[২]

এটি আসারুল হাসীসিশ শরীফ গ্রন্থের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ। দীর্ঘ দিন হল আগের সংস্করণ ফুরিয়ে গেছে।[৩] নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য পাঠকবৃন্দ থেকে বারবার তাগাদা আসছিল। তাই এবারের সংস্করণ ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা নিশ্চয় বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের নাজুকতা এবং সেই সাথে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত আছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ গ্রন্থের অনুরাগী-অনুযোগী দু'শ্রেণিরই পাঠক-পাঠিকা রয়েছেন ।

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত নং ১২২।

[২] হাদীসটি প্রায় দশজন সাহাবি থেকে বর্ণিত। এটি কবুল (গ্রহণযোগ্য)বা রদ (প্রত্যাখ্যাত) হবার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হাদীসটি সহীহ হবার কথা বলেছেন। আমার ধারণা, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলা দ্বারা তা ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হবার বিষয়টি নির্দেশ করেছেন। তাঁর কাছে পারিভাষিকভাবে সহীহ হওয়া উদ্দেশ্য নয়। আল্লামা আলাবী (রহ.) তাঁর বুগইয়াতুল মুলতামিস গ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। (বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃ. ৩৪)

[৩] এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ মূলত দ্বিতীয় সংস্করণের অনুলিপি। পার্থক্য, পরের সংস্করণে একটি অতিরিক্ত সংযুক্তি যুক্ত হয়েছে।

فلا تسمع الأقوال من كل جانب

فلا بد من مثن عليك و قادح

“যে কারও কথায় কান দিয়ো না। স্বাভাবিক হল, কেউ তোমার প্রশংসা করবে আবার কেউ নিন্দা করবে।”[৪]

বর্তমানে যুবসমাজ এক শ্রেণির ভ্রমগ্রস্ত স্বাধীন আলেম দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। দ্বীনি বিষয়ে এদের স্বাধীনতাচর্চা ও যাচ্ছেতাই হস্তক্ষেপ ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আমাদের অগ্রজ ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ ও সর্বজনগৃহীত মতাদর্শের বিরোধীদের আজকাল মুজাদ্দিদ বা দায়ীয়ে ইসলাম জাতীয় সম্মাননা ও উপাধি দেয়া হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের উপাধি প্রদান এই বিরোধিতাকারীদের উঁচু করে দেখাবার অপপ্রয়াস মাত্র।

এলেম, আদব ও সুস্থ পরিবেশের অভাবে যুবক শ্রেণির মনে যেসব ধ্যান-ধারণা ব্যাধি রূপ নিয়েছে তা যাতে সত্যিকার পরিশুদ্ধ বোধে রূপায়ণ হয়, এ গ্রন্থে আমি সে চেষ্টাই করেছি। অন্যভাবে বলা চলে, এটি আমাদের অগ্রজ-অনুজদের পথ ও পদ্ধতি সংরক্ষণের একটি ছোট প্রয়াস। আমার আত্মিক প্রশান্তির জন্য আমি মনে করি এটুকুই যথেষ্ট।

সংক্ষিপ্ত এগ্রন্থটি উম্মাহর শীর্ষ আলেম ও স্কলারদের সন্তুষ্টি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এঁদের মধ্যে যাঁর সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতা আমার জন্য সীমাহীন আনন্দের বিষয় বলে মনে করি তিনি ভারত উপমহাদেশের আলেমকুল-শিরোমণি শায়খুল হাদিস আলামা যাকারিয়া কান্ধলবী (রহ.)।[৫] শায়খ আনন্দচিত্তে তাঁর এক ছাত্রের মাধ্যমে গ্রন্থটির সূচিপত্র শ্রবণ করেন, সেই মজলিসে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সূচিপত্র শোনা হলে তিনি সন্তুষ্ট হন। তাঁর ছাত্রকে সম্পূর্ণ বই পড়ে শোনাবার জন্য বলেন। এমনকি শায়খ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত সেসময়ও তিনি মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ কিতাব শোনেন। একটি মূল্যবান অভিমত দিয়ে শায়খ আমাকে ধন্য করেছেন। (আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাত নসিব করুন। আমিন।)

[৪] এটি ইহইয়াউল উলুম ও আল-কামুস এর ব্যাখ্যাকার আলামা মুহাম্মাদ মুর্তজা যাবিদি (রহ.) এর কবিতার পঙক্তি ।

[৫] মৃত্যুঃ পহেলা শাবান, ১৮০২ হিজরি। তিনি মদীনা মুনাওয়ার জান্নাতুল বাকীতে শায়িত আছেন।

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এক ইলম মজলিসে আলেমগণের মুরব্বী, ফকিহগণের শিরমুকুট শায়খ আলামা আহমদ যারকা রহ. কিতাবটি পাঠ করে তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইলম ব্যস্ততার মধ্য থেকেও তিনি মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর একটি অমূল্য অভিমত গ্রহণ করতে পেরে আমি ধন্য। পাশাপাশি শায়খ কিতাবটিকে দিরায়াত ও রেওয়াত এর মাঝে 'সেতুবন্ধন' হিসেবে উল্লেখ করে আমার কর্তব্য অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ তা একটি অসামান্য কঠিন কাজ। বিশেষত মানুষ রেওয়াতের ইলম বা হাদিস বর্ণনা সম্পর্কিত জ্ঞানকে সহজ ও ব্যবহারিক মনে করেছে। এবং দিরায়াতের ইলম তথা হাদিসের বোধ অর্জন বা ফিকাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যেমন প্রবাদ রয়েছে,

الناس أعداء لما جهلوا

"মানুষ অজানা বিষয়ের শত্রু"

উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সাহায্য ও তওফিক চাইছি। এই গ্রন্থ লেখার কারণে আমাকে কিছু কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর উপর আমি তুষ্টচিত্তে ধৈর্যধারণ করেছি। আমি এর প্রতিদান আশা করি যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং বিচার ও প্রতিদান দিবসের মালিক, তাঁরই কাছে। একশ্রেণির লোক এই বলে আমাকে দুষেছে যে, এই গ্রন্থনা মুহাদ্দিসগণের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সুস্পষ্ট বিরোধিতা। এধরণের অতথ্য থেকে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। মুহাদ্দিসীনদের বিরোধিতা করে এই কিতাবে কিছু তো উল্লেখিত হয়নি বরং আমার ভাষায় এমন একটি শব্দও পাওয়া যাবে না যাতে এ রকমের বক্তব্যের প্রতি সামান্য সম্বন্ধও প্রকাশ পায়। অবশ্য ফিকাহ ও মুহাদ্দিস ফকিহগণের অবস্থান ও মর্যাদা এবং শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থার বিশুদ্ধ বোধ অর্জনে তাদের যোগ্যতা ও উঁচু অবস্থান উল্লেখ করা যদি এই শ্রেণির কাছে হাদিসের বিরোধিতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে এছাড়া আর কী বলা যায়,

وكم من عائب قولا صحيحا

وآفته من الفهم السقيم

সঠিক কথার দোষান্বেষীর অভাব নেই। আর এ ব্যাধির মূল হল, তাদের বক্র চিন্তা-চৈতন্য ।

আমার মনপ্রসন্নতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, অচিরেই জালিম ও মজলুমের মাঝে ফয়সালার দিন এসে পড়বে। সেদিন জালিমের কাছ থেকে মজলুমের হক কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয়া হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, আমি শরিয়তের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হাদিস সংরক্ষণার্থে এ কাজে নিবিষ্ট হয়েছি। যাতে হাদিস ও নবিজির সুন্নতের নামে দীন নিয়ে তামাশাকারীদের হীনকর্মের প্রতিষেধ করা যায়।

ইসলামি ফিকাহ হল কুরআন ও সুন্নাহর ফলাফল ও সার অংশ। কোন বিষয়ের ফলাফল ও সারাংশের সংরক্ষণকে সেই বিষয়ের বিরোধিতা হিসেবে মানুষ কীভাবে আখ্যা দেয়! ফকিহ কোনো ইমাম বা ফিকাহের উপর আক্রমণ প্রতিহত করা এসব মানুষের কাছে গোঁড়ামি বা অন্ধানুকরণ। তাদের উদ্দেশ্য, মানুষ যেন কিতাব ও ইলম থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বিমুখ হয় এবং তারা নিজেরাই ইলমের ক্ষেত্রে নিজস্ব ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারেন। এমনকি তারা দীন ও ইলমের মধ্যে তাদের অসংলগ্ন ভাষাও প্রয়োগ করে থাকেন অমুক সংস্কারপন্থী, তমুক সনাতনপন্থী ইত্যাদি।

একবার এক শীতের রাতে ইশার নামাজের পর আমার কাছে এক যুবক আসে। সে হালবের এক ওয়ার্কশপে মেকানিক হিসেবে কাজ করত। আমার সাথে সে যখন কথা বলছিল, তখন তার কথা বলার ধরন ছিল তার নেতাদের মতই অপরিশীলিত, অসংলগ্ন। বোঝা গেল, সে বেচারা ইলম নিয়ম-কানুন ও দীনের বোধশূন্য একজন সাধারণ লোক। আমি এতে ধৈর্যধারণ করি। আসলে আল্লাহর স্মরণ ও কর্তব্যজ্ঞান আমার একাজকে সহজ করেছে। তার সাথে অনেকক্ষণ ধরে এভাবে কথা বলতে বলতে রাত বারোটা বেজে গেলে সে কোনো মীমাংসা ছাড়াই সেদিনকার মত উঠে চলে যায়।

সে সঙ্গে করে একটি কাগজ এনেছিল। তাতে লেখা ছিল ইমাম মুসলিম (রহ.) উটের গোশত খাবার পর ওজু করার হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম নববি (রহ.) নিজ মাজহাবের বিপরীত হাদিসের উপর আমল করেছেন। কাগজটিতে আরও উল্লেখ ছিল ইযা সাহহাল ফাহুয়া মাজহাবি (হাদিস সহিহ হলে সেটিই আমার মাজহাব।) এবং আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম ও আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী (রহ.) এর নাম।

সে আলামা ইবনুল হুমাম এর নাম ইবনুল হাম্মাম এবং আলামা আবদুল হাই লাখনবী (রহ) এর নাম আবদুল হাই লাকানবী উচ্চারণ করছিল। সে কেমন অক্ষরহীন ছিল তা এ থেকে সহজেই অনুমেয়।

তার বক্তব্যের সার ছিল, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.) যেহেতু "হাদীস সহিহ হলে সেটিই আমার মাজহাব" এর প্রবক্তা, তাই তাদের উচিত ছিল উটের গোশত খাওয়ার পর ওজু করার বিধান দেয়া। কেননা এখানে উটের গোশত খাওয়ার পর ওজু করার হাদিসটি সহিহ।

আমি আল্লাহর ওয়াস্তে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রশ্ন করব, একজন সচেতন মুসলমান কীভাবে কুরআন এবং নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত থেকে উৎসারিত ফিকাহ সম্পর্কে এ ধরনের ধোঁকায় নিপতিত হয় বা সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারে! জানা প্রয়োজন, এ ধরনের বিভ্রান্ত লোকেরা এসব সন্দেহ সৃষ্টিদেরই প্রবঞ্চনার শিকার। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন, সত্যিকার গোঁড়া ও অন্ধ কারা।

তাদের ধারণা, দিকভ্রান্ত লোকদের ভুলগুলি যারা শুধরে দিতে চায় তারাই নাকি যুবক শ্রেণিকে পথভ্রষ্ট করছে! পারত পক্ষে তারা যুবক শ্রেণিকে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের আসনে বসাবার জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছে। যাতে তারা পবিত্র শরিয়তকে নিজ ইচ্ছানুসারে বিকৃত ও পদদলিত করতে পারে।

আলামা নববি ও আলামা সুবকি (রহ.) তাদের শাফেয়ি মাজহাবের কিছু মাস-আলার সাথে মতদ্বৈততা করেছেন। একইভাবে আল্লামা ইবনে আরাবী এবং আল্লামা কাজী ইয়াজ (রহ.) তাঁদের মালেকি মাজহাবের কিছু মাস-আলায় মতবিরোধ করেছেন। আল্লামা আইনী ও আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) তাঁদের হানাফি মাজহাব এবং ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁদের হাম্বলি মাজহাবের কিছু কিছু মাস-আলার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ভ্রষ্ট লোকেরা এসব মতভিন্নতা দেখে মনে করেন ও সেই সাথে প্রচারও করেন যে, ইমামদের ভুল হয়েছে। একারণে তাদের অনুসরণ বৈধ নয়। সাধারণের উচিত এই ইমামদের বিরোধিতা করা, ঠিক যেভাবে এই আলেমগণ দ্বিমত করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে তাদের একথা সঠিক প্রতীয়মান হলেও, সন্দেহ নেই, তাদের এই মতামত সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কেননা তারা যে তুলনাটি করেছে সেটিই ভুল। আপনিই বলুন, নব আবির্ভূত এ শ্রেণির মাঝে কে এমন রয়েছে যে আলামা নববি, সুবকি, আইনী, ইবনুল হুমাম, ইবনে তাইমিয়া বা ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখ আলেমগণের সাথে তুলনীয় হতে পারে!

সত্যি বলতে তারা দীনের মৌলিক বিষয়গুলিকে হাসি-ঠাট্টার অনুষঙ্গে রূপ দিচ্ছে। অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে পুঁজি করে মানুষের মাঝে বিস্তৃত করছে ভ্রান্তির জাল। এধরণের অভিযোগ তুলে ফকিহ ও

সলফে-সালেহীনদের কর্মপন্থার নিন্দা ও তা প্রত্যাখ্যানের আহ্বান করছে। তাদের অবস্থা হলো, তারা নিছক নিজেদের প্রসিদ্ধি অর্জনে অন্যের সমালোচনা ও নিন্দায় লিপ্ত হয়। যখন কোনো বিষয়ে কিছু বলা বা লেখার অবকাশ থাকে, তখন তারা যেকোনো একটি কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদানের মধ্যেই সীমিত থাকে। অথচ উদ্ধৃতি দেবার কৌশল, বিশুদ্ধভাবে এবারত পাঠ ও এর মর্মোদ্ধারের পন্থা সম্পর্কে এরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাদের মাঝে কেউ কেউ নিজেদের রচনা ও সংকলনগুলিকে জনসম্মুখে প্রচার করেন। এগুলো মুখ্যত গালিগালাজ, নোংরা দোষচর্চা, অমূলক সমালোচনা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে আকীর্ণ। তাদের বাসনা, দুনিয়ার সব লেখক যেন তাদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং তাদের মতই গালিগালাজ ও নোংরা দোষচর্চায় লিপ্ত হন। অহংবোধ ও আত্ম-দম্ভের কারণে অন্য কাউকে ইলম ও পরিশুদ্ধ চিন্তা-চৈতন্যের ধারক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে তারা অতিশয় কুণ্ঠাবোধ করেন।

তাদের এসব কাজকর্মের উপর কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেন, ‘ তোমরা অন্যের জন্য তাকলিদের দ্বার উন্মুক্ত করো আর অন্যদেরকে নিজেদের অনুসারী বানাতে ব্যতিব্যস্ত থাকো। তাদের একজন নুমান আলুসী রহ. এর আল আয়াতুল বায়্যিনাত কিতাবের ভূমিকায় প্রথম আট পৃষ্ঠা অনর্থক ও মনগড়া বক্তব্য লিখেছেন। এরই পরিণতি হিসেবে তার বেশ কিছু অনুসারী-অনুরক্ত যুবক সব ধরনের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে নিছক অন্যকে কষ্ট দেয়াতে লিপ্ত হয়েছে। এরা নিজেদেরকে ভেবে বসেছে মুজতাহিদ বা এরও উর্ধ্বে।

এই কিতাবে না ছিল ইলম কোনো সমালোচনা যার প্রত্যুত্তর দেয়া প্রয়োজন, না তিনি কোনো তাৎপর্যময় কথা লিখেছেন যা বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যতিক্রম ছিল, আল্লামা ইবনুস সালাহ ও আল্লামা তকিউদ্দীন সুবকি (রহ.) এর দু'টি উক্তি। আলহামদুলিল্লাহ আমি এর উত্তর দিয়েছি এবং এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতার স্বরূপ তুলে ধরেছি। তিনি তার এ কিতাবের সনদ হিসেবে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের স্বীকৃতি নেবার চেষ্টা করেছিলেন। ইলমুল উসুলের অজ্ঞতা হেতু তিনি এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন।

আমি তার অন্য একটি কিতাবের ভূমিকায় দেখেছি। তিনি আমার কিছু কথার এমন ব্যাখ্যা করেছেন যার সাথে মূল প্রসঙ্গের কোন সাদৃশ্যও নেই। ভাবলে বিস্মিত হই, এ কি তার অজ্ঞতা নাকি তিনি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন! এমন অজ্ঞতা বা অজ্ঞতার ভান করার সুমিষ্ট ফলাফলও তিক্ত হয়ে থাকে।

তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ওলামায়ে কেরাম আমার কিতাবটি পাঠে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। অথচ, মহান আলাহর অনুগ্রহে এ কিতাব বহু সময় ধরে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও ইলমইলম শিক্ষার্থীদের মাঝে সমাদৃত হয়ে আসছে।

আল্লাহ তায়ালার তওফিকে এটি সেই সত্যের বহিঃপ্রকাশ যাতে আমার বিশ্বাস এবং সেই বাতিলের খণ্ডন যা আমি পরহেজ করি। আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা, যারা এ কিতাব কল্যাণের উদ্দেশ্য পাঠ করবে তিনি যেন তাদের হেদায়েত দিয়ে থাকেন। তবে যারা মনে প্রাণে হিংসা ও বিদ্বেষ রেখে পাঠ করবে, তাদের সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমার কোনো দায়ও নেই।

فَأَمَا الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।[৬]

হে আল্লাহ, আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও মুসলিম উম্মাহকে মাগফিরাত দান করুন। কেয়ামত অবধি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, রাসুলুলাহ হজরত মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবার এবং অনুসারী সাহাবিগণের উপর।

মুহাম্মাদ আওয়ামাহ
মদীনা মুনাওয়ারা
১৬ শাবান, ১৪০৬ হিজরি
২২ শাবান, ১৪১৬ হিজরি

[৬] সূরা রা'দ। আয়াত নং ১৭।

শায়খুল হাদিস আলামা যাকারিয়া কান্ধলবী (রহ.) এর অভিমত

الحمد لله الذي توالت علينا نعماؤه و اتصلت بنا آلاؤه، و الصلوة و السلام علي سيد خلقه محمد الذي تم حسنه و بهاؤه، و عم لنصح الخلق جهده و بلاؤه، وعلي آله و أصحابه الذين إقتبسوا نور حديثه، و نالهم ضيائه، و علي من إتبعهم بإحسان إلي يوم الدين

أما بعد:

আলাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের সৌভাগ্য এ উম্মতের হাফেযদের দান করেছেন। উভয় জাহানের সরদার হজরত মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন উম্মতের মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মাধ্যমে। যারা দুর্বল ও শক্তিশালী হাদিস শনাক্ত করেছেন এবং সহিহ ও হাসান হাদিসের নিরিখে আহরণ করেছেন হুকুম-আহকাম।

তাঁরা হাদিসের বিস্তর ক্ষেত্রে নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে অবগত হবার জন্য হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। সঠিক মর্মোদ্ধার প্রণালি অধ্যয়ন করেছেন। যে হাদিসগুলিকে প্রাধান্যের উপযুক্ত ভেবেছেন সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদিসের শব্দভাণ্ডার ও মর্ম-সাগরের নিতলে ডুব দিয়ে উদ্ধার করে এনেছেন কাঙ্ক্ষিত মর্ম। আহরণ করেছেন উসুল থেকে শাখাগত মাস-আলা। পাশাপাশি এসব কিছুকে সুবিন্যস্ত করেছেন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে, গ্রন্থাদির কলেবরে। হে আলাহ্, আপনি তাঁদের উপর আপনার রহমত ও প্রশান্তির বারি বর্ষণ করুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ স্তর দান করুন।

হাদিসের স্ববিরোধিতা দূরীকরণ, মতানৈক্যের হাদিসগুলির ক্ষেত্রে একটির ওপরে আরেকটিকে প্রাধান্যদান, অস্পষ্ট হাদিসের ব্যাখ্যাপ্রদান এবং দুর্বোধ্য হাদিসের বিশ্লেষণে মুহাদ্দিসগণের রয়েছে অপরিসীম অবদান। অভিন্ন উদ্দেশ্য ও পারস্পরিক হৃদ্যতা বজায় রেখে মাসআলা আহরণ ও প্রাধান্যদানের পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে অনেক বিধানে তাদের মাঝে মতানৈক্য ঘটেছে। এ মতানৈক্য যেমন স্বাভাবিক, ঠিক তেমনই অবশ্যম্ভাবীও। এতে অযৌক্তিক বা নিন্দনীয় কোনো বিষয় নেই। উপরন্তু তা উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম সম্যক অবহিত আছেন।

আরবিতে একটি প্রবাদ রয়েছে, মানুষ অজ্ঞতার শত্রু। এ প্রবাদ অনুযায়ী, দীনের বোধ ও ইলমশূন্য একশ্রেণির মানুষ ফকিহগণের উপর অবান্তর অভিযোগ করে। তাদের বিরুদ্ধে দুর্বিনীত ও

অপরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করে থাকে। সেকারণেই, অগ্রজ-অনুজ আলেমগণ মতবিরোধের কারণসমূহের উপর বেশ কিছু বিশ্লেষণী গ্রন্থ লিখে গেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম আহমাদ আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী (রহ) এর রাফউল মালাম আন আয়িম্মাতিল আ'লাম এবং কাজী আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী (রহ) এর বিদায়াতুল মুজতাহিদ।

এবিষয়ে আমিও আমার যৌবনে একটি বই লিখেছিলাম। বইয়ের নাম ইখতিলাফুল আয়িম্মা। আলহামদুলিলাহ, এ থেকে মানুষ উপকৃত হয়েছে।

ভাতৃপ্রতিম শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ আওয়ামাহ তিন বছর আগে হালবের আর রওযা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপর সারগর্ভ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই পরবর্তীতে তিনি সংযোজন-বিয়োজন করে গ্রন্থে আকার দেন। যার নামকরণ করা হয় আসারুল হাদীসিশ শরীফ ফি ইখতিলাফি আয়িম্মাতিল ফুকাহা। ছানিরোগ ও বার্ধক্য হেতু আমি কিতাবটি নিজে পড়তে পারিনি। তবে আমার এক সঙ্গীর মুখে এর পাঠ শুনেছি। এটি আমার কাছে যথেষ্ট উপকারী মনে হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এর রয়েছে উচ্চাঙ্গিক ইলম আলোচনা ও তত্ত্বের সমৃদ্ধি। এ কিতাব থেকে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি এবং প্রসন্ন বোধ করছি। এটি আলেম ও তালেবে ইলমের পাঠযোগ্য, বক্রতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে সুপথের নির্দেশক। ইমামদের ব্যাপারে অশালীন উক্তিকারী যালেম ও হতভাগ্যদের দল থেকে মুক্তির আলোকবর্তিকা ।

আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে তাঁর মনোনীত ও সন্তুষ্টির পথে চালিত করেন এবং তাঁর প্রেরিত নূর ও হিদায়াত প্রাপ্ত নবির আনীত ধর্মের উপর অটল-অবিচল থাকবার তওফিক মঞ্জুর করেন এবং এর উপরই আমাদের মৃত্যু দান করেন।

যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ কান্ধলবী
মদীনা মুনাওয়ারা
১৫ শাবান, ১৪০১ হিজরি

শায়খ মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা রহ. এর অভিমত

যাবতীয় প্রশংসা মহিমাময় আলাহর জন্য । তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

“আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয় । তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে ।”[৭]

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি । তিনি ইরশাদ করেছেন,

“আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে প্রফুল্ল রাখেন যে আমার নিকট থেকে কিছু শ্রবণ করে । অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘সেসে আমার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যকে পৌঁছে দেয় । অনেক শ্রোতা এমন রয়েছে যারা বার্তা বাহক অপেক্ষা অধিকতর সতর্ক ও সচেতন ।”

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

“অনেক ফকিহ এমন রয়েছে যারা নিজেদের চেয়ে বড় ফকিহদের নিকট ফিকাহকে পৌঁছে দেয় এবং অনেক ফিকাহের বাহক এমন রয়েছে যারা ফকিহ নয় ।”[৮]

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) সম্পর্কে বলেছেন,

“সাহাবীদের মাঝে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক বিচক্ষণ হল মুয়ায ইবনে জাবাল ।”[৯]

তিনি আরো বলেছেন

“তাদের মাঝে সর্বোত্তম বিচারক হলো আলী ।”[১০]

---

[৭] সূরা তাওবা, আয়াত নং ১২২ ।
[৮] তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬৫৬ ।
[৯] তিরমিযী শরীফ, খ.৫, পৃ.৬৬৪ হাদীস নং ৩৭৯০ ।
[১০] সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস নং ১৫১

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে শরিয়তের ইলমের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো কুরআন ও সুন্নাহ হিফয করা। এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এর পূর্ণাঙ্গিক বোধ বা তাফাক্কুহ ফিদ্দ্বীন অর্জন করা। এটি এমন একটি স্তর যেখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে শুরু করে সর্ব যুগের মানুষের মাঝে তারতম্য হয়েছে।

শায়খ আওয়ামাহর এই আসারুল হাদীসিশ শরীফ গ্রন্থ সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। তিনি নিজে যেমন ব্যুৎপন্ন, ঠিক তেমনি এই গ্রন্থও জ্ঞানে-তথ্যে সমৃদ্ধ। অনেক শ্রোতা এমন রয়েছে যারা বার্তা বাহক অপেক্ষা অধিকতর সতর্ক-সচেতন' নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদিসের মর্ম ও উদ্দেশ্য তিনি খুব সহজবোধ্য করে ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক এই গ্রন্থে হাদিসের প্রকৃত বোধ অর্জনের উপর বিভিন্ন যুগের ওলামায়ে কেরামের অমূল্য বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর ফিকহি আলোচনার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক উদাহরণ ও তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সাথে সাথে তুলে ধরেছেন শাখাগত মাস-আলায় তাঁদের মতানৈক্যর কারণসমূহ।

এই গ্রন্থ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আলোচনায় সমৃদ্ধ। যা লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিস্তর অধ্যয়ন ও অসাধারণ উপস্থাপনা শৈলীর পরিচায়ক। সংক্ষিপ্ত হলেও এতে পাঠকবৃন্দ এমন অনেক তথ্য খুঁজে পাবেন যা অনেক বড় বড় কিতাবেও দুর্লভ। এছাড়া তিনি ইলমুদ দিয়ারাও ইলমুল রিওয়া তথা হাদিস ও ফিকাহের মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন।

গ্রন্থটি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হবার আরেকটি কারণ হল, এর লেখক হাদিস ও রিজালশাস্ত্রের উপর গভীর পারদর্শী। ইতোপূর্বে তিনি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এর তাকরিবুত তাহযীব এবং ইমাম যাহাবির আল-কাশেফ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সহ আরও বহুগ্রন্থ রচনা করেছেন।

আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকাকে হাদিসের বোধ তথা ফিকাহের ইলম অর্জনে যারপরনাই উদ্বুদ্ধ করবে। আলাহ তায়ালা লেখককে তাঁর ইলম ও দ্বীনদারিত্বের উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তা থেকে সকলকে উপকৃত হবার তওফিক দিন।

শেষে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্যের ব্যাপারে আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) এর একটি কথা উল্লেখ করা সংগত মনে করছি। এটি উম্মতের জন্য ক্ষতিকর ঐক্যপরিপন্থী মতানৈক্য এবং কল্যাণকর মতানৈক্যের মাঝে পার্থক্য করেছে। পবিত্র কুরআনের واعتصموا بحبل الله...আয়াতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর আহকামুস সুগরা গ্রন্থে লিখেছেন,

“তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়ো না, অর্থাৎ আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ো না। অথবা তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা লালন করো না। অথবা শাখাগত বিষয়ে একে অপরকে ভুল সাব্যস্ত করো না। অর্থাৎ শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে অশুদ্ধ ভেবো না বরং প্রত্যেক মুজতাহিদ (ও তার অনুসারীগণ) তার ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করবে। কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং প্রত্যেকেই দলিলের উপর আমল করছে। আর এখানে যে দলাদলির ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো সেই ফেরকাবাজী যা মুসলমানদের মাঝে ফিতনা ও বিভক্তির কারণ হয়। কিন্তু শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্য মূলত শরিয়তের সৌন্দর্য। কেননা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যদি কোনো ফয়সালাকারী ইজতিহাদ করে এবং সে ইজতিহাদ সঠিক হয়, তবে সে দু’টি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর সে ইজতেহাদ ভুল হয়ে থাকলে সে একটি সওয়াবের অধিকারী হবে।” [১১]

গ্রন্থটিতে লেখক মতানৈক্যপূর্ণ কিছু বিষয়ও তুলে ধরেছেন। যেমন যয়িফ হাদিসের উপর আমল করা বা না করার বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে তিনি সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে যয়িফ হাদিসের উপর আমল করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এনেছেন। তদুপরি ওলামায়ে কেরামের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ব্যাখ্যা সহকারে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতা হল, চার মাজহাবের প্রতিটিতেই কিছু মাস-আলার ক্ষেত্রে এমন কিছু যয়িফ হাদিসের উপর আমল করার রীতি রয়েছে যা ফকিহগণ আমলযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন,

نهي عن بيع الكالي بالكالي

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকিতে ক্রয়কৃত বস্তু বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১২]

পরিশেষে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই মূল্যবান কিতাবের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করেন এবং এর সংকলককে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

মুস্তফা আহমাদ যারকা
১৫ মুহাররম, ১৩১৬ হিজরি

[১১] আহকামুস সুগরা, খ. ১, পৃ. ১৫৩

[১২] হাদীসটি অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি শাইবা (রহ.) তাঁর মুসান্নাফে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। আমি তাহকীকসহ হাদিসটি বিশ্লেষণ করেছি। হাদীস নম্বর ২২৫৬৬।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلوة و أكمل التسليم علي سيدنا و مولانا محمد رسول الله إمام الأئمة المجتهدين و سيد الهادين و المهتدين و علي آله و أصحابه أجمعين:

১৩৯৮ হিজরী সফর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার। শামের 'হালব' শহরের বিখ্যাত ইউনিভারসিটি 'জামেয়াতুর রওজা'য় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আমার একটি লেকচার দেয়ার সুযোগ হয়েছিলো। যার বিষয়বস্তু ছিলো 'হাদীসে নববির উপর ইমামদের ইখতেলাফ।' বক্ষমান পুস্তিকাটির সূচনা হয়েছে এই লেকচার থেকেই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার কিছু বন্ধুজন এই লেকচারটিকেই পুস্তকাকারে উপস্থাপনের সাগ্রহ অনুরোধ জানালেন। আর বললেন, এ থেকে সর্বসাধারণের দ্বীনি প্রয়োজন পূরণ হবে। তারা অধিকাংশ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর এবং উদভ্রান্ত শ্রেণী সঠিক পথের দিশা পাবে। তাদের আগ্রহ এবং আলাহ তায়ালার তওফিক সেই আলোচনাটিকে যুক্তি- প্রমাণ, উদাহরণ ও তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ একটি কিতাব প্রণয়নে সাহায্য করলো। আমি লেকচারের মূল উপজীব্য বিষয়কে অবিকৃত রেখে বিষয়টি যথেষ্ট সাবলীল করার চেষ্টা করেছি।

সালাফের অনুসরণ-অনুকরণ বিষয়ক আমার লেখাগুলো আলেম ও শায়েখদের নিকট পেশ করেছি এবং এ কিতাবটি আমার উসতাযে মুহতারাম ফকীহুল আসর আল্লামা আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন এর নিকট পেশ করেছি। যিনি বাস্তবিকই মুহাক্কিক, মুতাকালিম, সুফি, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। আল-হামদুলিল্লাহ! তিনি এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা ও প্রশংসা করে আমাকে ধন্য করেছেন।

অতঃপর আমি এটি রিয়াদের সর্বজনবিদিত মুহাক্কিক, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও উসূলী আল্লামা শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এর নিকট প্রেরণ করেছি। তিনি তাঁর মূল্যবান অভিমত দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। হে রাব্বুত-তাওফিক! আমাকে তাঁদের মন্তব্যের যোগ্য প্রতিভূ বানিয়ে দিন।

শায়েখ আব্দুল আবু গুদ্দাহ ফাত্তাহ রহ. এর মূল্যবান অভিমত

আলহামদুলিল্লাহ! মুহাম্মাদ আওয়ামাহ রচিত 'আসারুল হাদীসিশ শরীফ ফি ইখতিলাফি আইম্মাতিল ফুকাহা' অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। ১৩৯৮ হি. রমজানুল মুবারকের দ্বিতীয় দিন শনিবার রোদ-ঝলমল এক সকালে ইয়ামানের 'সানয়া'তে অবস্থানকালে এটি পড়ার সুযোগ হয়। আনন্দের বিষয় হলো, তাঁর এ মূল্যবান সংকলনের পুরোটাই এক বৈঠকে শেষ করেছি এবং তা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। অন্তরের নিভৃত কোন থেকে শীতল ও প্রশান্ত প্রার্থনায় ডুবে ছিলাম মুতালা'আর পুরোটা সময়জুড়ে। রব্বুল আলামীন এর সংকলককে আরো বিস্তৃত তওফিকে আবৃত করুন। আমি আন্ত রিকভাবে কামনা করি, এর সদূরপ্রসারী ফল এতটা ব্যাপক হোক যে, এর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহর সরল-সাধারণ মানুষকে সন্দিগ্ধকারীদের মুখে লাগাম লেগে যাবে। এরা বিস্তৃত পথ ছেড়ে কঠিন ও সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করেছে। ফকিহ ইমামগণের ব্যাপারে বিষোদগার করে সাধারণ এবং সর্বজন স্বীকৃত ইমামগণের ইলম মর্যাদাকে মূর্খতার অপবাদ দিয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদের শ্লোগান তুলেছে।

আল্লাহ পাকের অশেষ কৃতজ্ঞতা যে, তিনি বিশ্লেষক ও সাহসী সংকলককে এর তওফীক দান করেছেন। আর তিনিই নেয়ামত ও তওফীকদাতা। আমরা তাঁর নিকট সরল ও সঠিক পথের দিশা চাই।

وصلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و علي آله و أصحابه و أتباعه و الأئمة المجتهدين المعتبرين عند كل عالم و صالح و صديق، آمين

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

একই বছরে (১৩৯৮হিঃ) ২৬ শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার হিন্দুস্থানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়েখ আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমী হালবে আগমন করেন। শায়খের আগমনে আমি খুবই আনন্দিত হই। কারণ তখনও কিতাবের পান্ডুলিপি ছাপার জন্য প্রেসে পাঠানো হয়নি। সুযোগমত আমি তাঁকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ পুস্তকটি শুনালাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও মনযোগের সাথে এটি শ্রবণ করে যারপরনাই সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, "তুমি আমাকে যা কিছু পড়ে শুনিয়েছো, আমি তার প্রত্যেকটি অক্ষরের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।"

সমস্ত প্রশংসা এক আলাহর জন্যই। তাঁর মহত্বের কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন একে মহা বিপদের দিন আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। এর দ্বারা ব্যাপকভাবে মানুষকে উপকৃত করেন। তিনিই একমাত্র তওফিক দাতা।

মুহাম্মাদ আওয়ামাহ

হালব, জমইয়্যাতুত তায়ালিমিশ শরয়ী, ২/১১/১৩৯৮ হিঃ

অবতরণিকা

শরয়ী ব্যাপারে ইখতেলাফে আইম্মার কারণসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা প্রত্যেক মুসলমানের ইলম ও আমলী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে একজন মুমিন শরিয়তের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসয়ালা আহরণে ইমামদের পূর্ণ দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। সে উপলব্ধি করে যে, ইমামগণ মাসআলা উদঘাটনে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আর কর্মজীবন তথা আমলী জিন্দেগীতে এ বিষয়টির আলোচনা-পর্যালোচনা তার অন্তরকে ইমামদের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত ও প্রশান্ত রাখে। কেননা এসব ইমামদের হাতে সে তার মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, আখলাকিয়াত ও সূলুকের লাগাম দিয়েছে এবং তাঁদেরকে সে আলাহ্ ও নিজের মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। একজন মুমিন তার সাধ্যানুযায়ী ইমামদের মতানৈক্যের কারণ সম্পর্কে অবগত হয়েই কেবল এ প্রশান্তি অর্জন করবে।

জেনে রাখা দরকার, ইমামদের মতানৈক্যর সুনির্দিষ্ট উসূল ও নীতিমালা রয়েছে। সত্যান্বেষণ ও নীতি-নিষ্ঠ বিধান অর্জন ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। অতএব, যে বিষয়ে ঐকমত্য পৌঁছা সম্ভব ছিল, সে বিষয়ে তারা ঐকমত্য পৌঁছেছেন। যে বিষয়ে মতানৈক্য থেকে বাঁচার কোন পথ ছিল না, সে বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের কোন ত্রুটি নেই। কারণ, তারা ছিলেন নিরেট সত্যান্বেষী। স্পষ্ট দলিলের অনুসারী। তাদের কেউ গোঁড়ামী, আত্মম্ভরিতা বা অহংকারের বশবর্তী হয়ে মতানৈক্য করেননি। নিজেকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেও কারও ছিলো না। বরং দলিলের দাবি অনুযায়ী তারা বাধ্য হয়ে মতানৈক্য করেছেন।

বর্তমানে বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেড়েছে। উপর্যুক্ত বাস্তবতার বিপরীতে আমরা একটি ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক স্রোতের মুখোমুখি হয়েছি। সমাজের একশ্রেণীর মানুষ ইমামদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করছে। ইমামদের ইলম ও আমলী জিন্দেগীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অভিনব সব কথাবার্তায় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। তারা ইমামদের উপর এমন এক শ্রেণীকে প্রাধান্য দেয়, যারা তাদের সাথে কখনও তুলনীয় হতে পারে না। অথচ ইমামগণ ছিলেন যুগে যুগে বুদ্ধিজীবী, কাজী, ফকিহ ও বিচারকরদের গর্ব। দীন-ইসলামের সংরক্ষক। পাহাড়সম উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এরা নিজেরাও বোঝে না যে তারা কীসের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ফকিহদের মতানৈক্যের বিষয়টি মূলত: ইজতেহাদের একটি অংশ। একারণে মতানৈক্য বিষয়ক আলোচনা শুধু জটিলই নয় বরং শাখা- প্রশাখাযুক্তও। মূল বক্তব্য শুরুর পূর্বে মতবিরোধের একটি

বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করে নেয়া জরুরি। আমি এখানে মূলত: ইমামদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে হাদিসের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করবো। এ বিষয়ে আলাহ্ তায়ালার সাহায্য ও রহমত কামনা করছি।

ইমামদের মতবিরোধ বিষয় আলোচনাটি আমি এভাবে উপস্থাপন করেছি।

ক. প্রারম্ভিকা: ইমামদের নিকট হাদিসের মর্যাদা।

খ. মতানৈক্যের প্রথম কারণ: হাদিস কখন আমলযোগ্য হয়।

সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ: হাদিসের মর্ম উদ্ধারে ভিন্নতা ।

ঘ. মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ: বাহ্যিকভাবে মতানৈক্যপূর্ণ হাদিস সমাধানে পদ্ধতিগত ভিন্নতা।

ঙ. মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ: হাদিস অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা।

এছাড়াও কিছু প্রচলিত ধারণা ও অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে ও সমাধান করতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে। পরিশিষ্ট হিসেবে কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি সারসংক্ষেপও উল্লেখ করেছি।

প্রারম্ভিকা: ইমামদের নিকট হাদিসের মর্যাদা

মূল আলোচনার পূর্বে ইমামদের অন্তরে হাদিসের অবস্থান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা জরুরি। এ থেকে স্পষ্ট হবে, হাদিস গ্রহণ ও তার উপর আমল করার ব্যাপারে তারা কতটা আগ্রহী ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন-

لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث. فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا

"মানুষের মাঝে যতক্ষণ হাদিস অন্বেষী মহৎ ব্যক্তিবর্গের অবস্থান থাকে, ততক্ষণ তারা কল্যাণময় সময় অতিবাহিত করে। যখনই তারা হাদিস ব্যতীত ইলম অন্বেষণ শুরু করে, তখনই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।[১৩]

তিনি আরও বলেন,

إياكم و القول في دين الله بالرأي، وعليكم بإتباع السنة فمن خرج عنها ضل.

আলাহ্‌র দীনের ব্যাপারে মনগড়া কথা থেকে বেঁচে থাকো। তোমাদের জন্য সুন্নাহর অনুসরণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি সুন্নাহ-বিমুখ হলো, সে ভ্রষ্ট হয়ে গেলো।[১৪]

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন-

أي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلي الله عليه وسلم حديثا و قلت بغيره

যদি আমি রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস বর্ণনা করি এবং তার বিপরীত মত প্রকাশ করি কোন জমিন আমাকে স্থান দেবে?[১৫]

---

[১৩] আল-মিযানুল কুবরা, আল্লামা শা'রানী রহ, খ.১, পৃ.১৫

[১৪] আল-মিযানুল কুবরা, খ.১, পৃ.৫০।

[১৫] *মা'না কাওলিল ইমামিল মুত্তালাবি ইযা সাহহাল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবি* এর ভূমিকা। আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী (রহঃ)।

একবারের ঘটনা। ইমাম শাফেয়ি রহ. একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। ইমাম বোখারির রহ. উস্তাদ ইমাম হুমায়দী তাঁকে বললেন, আপনি এই হাদিসটি গ্রহণ করেন? ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁকে বললেন, আপনি আমাকে ক্রুশ ঝুলিয়ে কখনও গির্জা থেকে বের হতে দেখেননি। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস শুনলে তার উপর আমল করে থাকি।[১৬]

ইমাম মালেক রহ. হাদিসের খুবই চমৎকার একটি উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

السنن سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق

"সুন্নাহ হল নূহ আ. এর জাহাজের মত। যে তাতে আরোহণ করলো, সে নাজাত পেলো। যে পিছে পড়লো, সে ডুবে গেলো।"[১৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন,

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

"যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস প্রত্যাখ্যান করে, সে ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়।"[১৮]

তিনি আরও বলেন,"বর্তমান সময়ে হাদিস অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা অন্য সময়ের চেয়ে বেশি। (ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর সময় ছিলো ২৪১ হি:) ইমাম আহমাদ রহ. এর এক ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? তিনি বললেন, বিদয়াতের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং যার কাছে হাদিস থাকবে না, সে বিদয়াতে নিপতিত হবে।"[১৯]

---

[১৬] প্রাগুক্ত। ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে অনেকেই এটা বর্ণনা করেছেন। এমনকি ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী রহ. *ত্বাবাকাতুল কুবরা- তে* (২/১৩৮) রবী আল-মুরাদী এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর জীবনে এই জাতীয় ঘটনা কয়েকবার সঙ্ঘঠিত হয়েছে।

[১৭] *মিফতাহুল জান্নাহ ফিল ইহতিজাজ বিস সুন্নাহ* এর পরিশিষ্ট। হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ.।

[১৮] *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ,* আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ.। পৃ.১৮২।

[১৯] *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ*, আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ.। পৃ.১৮৩।

ইমামদের জীবনচরিত ও ইতিহাস গ্রন্থে এজাতীয় অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে। সামান্য ক'টি এখানে উল্লেখ করা হলো। তাদের এই উক্তি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকের জন্য রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণ আবশ্যক। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহের শিক্ষা অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই একজন মুসলমান সফল ও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে বিমুখ, তার লাঞ্ছনা ও সরল পথ থেকে বিচ্যুতি অবধারিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে একজন সাধারণ মানুষের মনে ফকিহদের ইমাম হওয়ার বিষয়টি বদ্ধমূল হওয়া জরুরি। শরিয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মতবিরোধের কারণ অনুসন্ধান তার জন্য সহজ হবে। কেননা প্রত্যেক ইমামই রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তবে কেউ যদি তাদের ইমাম হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান না করে সে কখনও এই আলোচনার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করবে না। বরং সে বলবে, তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। সে এই বিশ্বাস রাখবে না যে, ইমামগণ দলিল অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করার জন্য সীমাহীন চেষ্টা করেছেন; একজন ডুবন্ত ব্যক্তি মুক্তির জন্য যেমন উপায় অনুসন্ধান করে, তাঁরা এর চেয়েও বেশি চেষ্টা করেছেন। ইমামদের প্রতি আক্রমণ ও তাদেরকে অজ্ঞতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেও সে দ্বিধা করবে না। কারণ সে ইমামগণের প্রতি কোন সুস্থ ধারণা পোষণ করে না।

আমরা এখন ইমামগণের মতানৈক্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইমামগণের মতানৈক্যের কারণসমূহ

প্রথম কারণ: হাদিস কখন আমলযোগ্য হয়।

এ আলোচনা চারটি বিষয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট। দুটি বিষয় হাদিসের সনদ বা বর্ণনা পরম্পরার সঙ্গে এবং দু'টি বিষয় হাদিসের মূল পাঠ বা মতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিষয় চারটি হলো,

১. হাদিস সহিহ হওয়ার শর্তের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য হওয়া।

২. আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য হাদিস সহিহ হওয়া।

৩. হাদিসে বর্ণিত শব্দটি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হওয়া।

৪. আরবি ভাষার বিবেচনায় হাদিসটি সংরক্ষিত হওয়া।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রথমটি তথা হাদিস সহিহ হওয়ার শর্তের ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে,

১. হাদিস সনদ পরম্পরায় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছা।
২. হাদিস বর্ণনাকারী (রাবি) ন্যয়পরায়ণ হওয়া।
৩. বর্ণনাকারীর পূর্ণ সংরক্ষণ-ক্ষমতা বা 'যবত' প্রমাণিত হওয়া।
৪. হাদিসের সনদ বা বর্ণনা পরম্পরা এবং মতন তথা মূল পাঠ 'শায' বা বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হওয়া।
৫. সনদ ও মতন সূক্ষ্ম নিন্দনীয় কারণ বা 'ইল্লতে ক্বাদেহা' থেকে মুক্ত হওয়া।

ইত্তেসাল (হাদিসের সনদের পরম্পরা) প্রমাণিত হওয়ার শর্তের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এটি ব্যাপকভাবে মাসআলাতুল লিকা (হাদিস বর্ণনাকারী উস্তাদ ও তার ছাত্রের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া) নামে পরিচিত। ইমাম বোখারি রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারী উস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে একবার হলেও সাক্ষাৎ আবশ্যক মনে করেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সহিহ হওয়ার শর্ত হিসেবে উস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে

সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাকে যথেষ্ট মনে করেন। ইমাম মুসলিম রহ. এর নিকট হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক নয়। ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর এ মতের স্বপক্ষে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য বা ইজমার দাবিও করেছেন।[২০]

ইমাম বোখারি ও মুসলিম রহ. এর মাঝে উস্তাদ ও ছাত্রের সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে। সুতরাং ইমাম মুসলিম রহ. যে হাদিসকে সহিহ মনে করেন ইমাম বোখারি রহ. সে হাদিসকে সহিহ মনে করেন না। সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব ফকিহ ইমাম মুসলিমের রহ. এ মাজহাব গ্রহণ করেছেন, তারা এজাতীয় হাদিসকে সহিহ সাব্যস্ত করেন। বিধান প্রমাণের ক্ষেত্রে এর দ্বারা দলিল দেন। অথচ একই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম বোখারির রহ. মাজহাব অবলম্বনকারী অন্যান্য মুহাদ্দিস এর বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, হাদিসটি সহিহ নয়। ফলে তারা এ ধরনের হাদিসকে মাস-আলার দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন না। আর এই হাদিসগুলোর উপর ভিত্তি করে যেসব মাসআলা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মুরসাল হাদিস:

সাহাবির মধ্যস্থতা ছাড়া কোন তাবেয়ি সরাসরি রসুল থেকে হাদিস বর্ণনা করলে তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

স্বভাবত: মুরসাল হাদিসের বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন। তাবেয়ি সাহাবির নাম উল্লেখ না করেই সরাসরি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনা সূত্রের এই বিচ্ছিন্নতার কারণে হাদিসটি ত্রুটিযুক্ত হিসেবে পরিত্যাজ্য হবে নাকি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে? বিষয়টি নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে মুরসাল হাদিস যয়িফ হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। দলিল হিসেবে উল্লেখের উপযুক্ত নয়। অপরদিকে অধিকাংশ ফকিহ যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম

[২০] *মুসলিম শরীফের* ভূমিকা (ইমাম নববী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা সম্বলিত)। খ.১, পৃ.১৩০। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) *মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা*- তে ইমাম বোখারীর পক্ষের-বিপক্ষের মতামতগুলি বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যারা ইমাম বোখারী (রহঃ) এর চেয়ে আরও কঠিন শর্তারোপ করেছেন তাদের মতামত আলোচনা করেছেন। *মুসনাদুল ইমাম আবি হানিফা*, পৃষ্ঠা-৫।

আহমাদ ইবনে হাম্বলের রহ. এক বর্ণনা অনুযায়ী মুরসাল হাদিস সহিহ হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। অতএব তাঁদের নিকট মুরসাল হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এবং এর উপর আমলও করা হবে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. উভয় বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করে মাঝামাঝি একটি মত গ্রহণ করেছেন। তিনি সাধারণভাবে একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন না। আবার ব্যাপকভাবে তা প্রত্যাখ্যানও করেন না। তিনি একে হালকা দুর্বল হিসেবে গণ্য করেন। তবে মুরসাল হাদিসের জন্য যদি চারটি শক্তিদায়ক বিষয়ের কোনটি পাওয়া যায়, তবে উক্ত হাদিস তাঁর নিকটও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।[২১]

উপর্যুক্ত মতানৈক্যের কারণে বিভিন্ন মাস-আলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সাথে অন্য তিন ইমামের মতবিরোধ হয়েছে। কারণ, তারা মাস-আলার দলিল হিসেবে মুরসাল হাদিস উল্লেখ করেন। শক্তিদায়ক চারটি বিষয়ের কোন একটি না থাকলে স্বাভাবিকভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব অন্যদের বিপরীত হবে। একইভাবে মুরসাল হাদিসের ক্ষেত্রে তিন ইমামের মাজহাব অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতেরও বিপরীত।

মুরসাল হাদিসের সংখ্যা একেবারে কম নয়। আল্লামা আলা আল-বোখারি রহ. উসুলুল বাযদাবি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

وَ فِيْهِ اَيْ فِيْ رد المرسل- تعطيل كثير من السنن ، فإن المراسيل جمعت فبلغت قريبا من خمسين جزءا

অর্থাৎ মুরসাল হাদিস প্রত্যাখ্যান করলে অনেক সুন্নাহ বাতিল করা আবশ্যক হবে। কেননা মুরসাল হাদিস যদি একত্র করা হয়, তবে তা পঞ্চাশটি বৃহৎ বইয়ের রূপ নিবে।[২২]

আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ. বলেন,

مَنْ ضَعَّفَ الحَدِيثَ بِا لإِرْسَالِ نَبَذَ شَطْرَ السُّنَّةِ المَعْمُولِ بِهَا

[২১] ইমাম শাফেয়ী র. কৃত *'আর রিসালা'*, পৃ.৪৬২। শক্তিদায়ক চারটি বিষয় হল, ১. হাদীসটি অন্য সূত্রে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হওয়া। ২. অন্য সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হওয়া। ৩. কিছু সাহাবী উক্ত মুরসাল হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা। ৪. অধিকাংশ আলেম উক্ত হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা।

[২২] *শরহু উসুলিল বাযদাবী,* খ.৩, পৃ.৫।

অর্থাৎ মুরসাল হাদিসকে যয়িফ সাব্যস্ত করলে প্রচলিত এমন অনেক সুন্নাহ পরিত্যাগ করা হবে যেগুলোর উপর আমল করা হয়ে থাকে।[২৩]

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর চারটি শক্তিদায়ক বিষয়ের আলোকে অনেক মুরসাল হাদিস সহিহ ও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। এগুলো পৃথক করলে মুরসাল হাদিসের সংখ্যা বেশ কমে যাবে।

বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা (রাবির আদালত):

রাবির আদালত তথা ন্যয়পরায়নতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। বর্ণনাকারীর মাঝে ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণের ক্ষেত্রে বেশ মতবিরোধ রয়েছে,

১. বর্ণনাকারী মুসলমান হলে এবং তার সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ত্রুটি না পাওয়া গেলে তাঁকে ন্যায়-পরায়ণ গণ্য করা হবে। কিছু কিছু মুহাদ্দিসের নিকট ন্যায়-পরায়ণতা প্রমাণের জন্য এটুকু যথেষ্ট।

২. কিছু মুহাদ্দিসের নিকট ত্রুটি না পাওয়া ও মুসলমান হওয়া-ই যথেষ্ট নয় বরং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ প্রমাণিত হতে হবে। বর্ণনাকারীর সম্পর্কে স্পষ্ট ত্রুটি না পা গেলে তাকে মাস্তুর বলে।

৩. অনেকের মতে ন্যায়-পরায়ণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

৪. বর্ণনাকারী ন্যায়-পরায়ণ প্রমাণিত হওয়ার জন্য তার সম্পর্কে কতজন ইমামের বক্তব্য জরুরি? এবিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে। কারও মতে একজন ইমামের পক্ষ থেকে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হলেই তা যথেষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেন, ন্যায়-পরায়ণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একাধিক ইমামের বক্তব্য প্রয়োজন।

---

[২৩] *তা'নীবুল খতীব*, পৃ. ১৫৩। *ফিকহু আহলিল ইরাক ও হাদীসুহুম*, পৃ.৩২ অথবা *নাসবুর রায়াহ* এর ভূমিকা, পৃ. ২৭।

এ বিষয়গুলোর সঙ্গে আরেকটি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ও যোগ করা যায়। কোন্ কোন্ বিষয় একজন মুসলমানের ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে? এক্ষেত্রে কিছু অপ্রীতিকর বিষয় রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা সংগত নয়।

অনেক বর্ণনাকারী শুধু একারণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন যে, তিনি ইরাকের অধিবাসী আহলুর রায় বা ফকিহ। অথবা তিনি কুরআন সৃষ্ট হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এবিষয়গুলো অনুধাবন এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। যারা এ বিষয়ের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং উলুমুল হাদিসে পান্ডিত্য অর্জন করেছেন, তারাই কেবল এ থেকে বেঁচে থাকেন। প্রায়ই আমি ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে থাকি। তারা যেন জারাহ তা'দীলের ইতিহাস, সূক্ষ্মতা ও এর মাঝে বহিরাগত বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থগুলোতে ব্যবহৃত শব্দ ও ইঙ্গিতের মর্ম উপলব্ধির পাশাপাশি এগুলোর প্রতি সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। কিছু কিতাব রয়েছে বড় বড় কিতাবের সার-নির্যাস ও সংক্ষিপ্তরূপ। যেমন, আত-তাকরীব। যারা শুধু এগুলোর এর উপরই নির্ভর করে হাদিসকে সহিহ-যয়িফ বলে তাদের অজ্ঞতা সম্পর্কে বলার কিছু নেই।

বর্ণনাকারীদেরকে ন্যায়-পরায়ণ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মাঝে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। কিছু মুহাদ্দিস কোন বর্ণনাকারীকে সহিহ বললেও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে যয়িফ বলেছেন। এধরণের মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ন্যায়-পরায়ণ বা যয়িফ রাবির সংখ্যা মতানৈক্যপূর্ণ রাবির তুলনায় অনেক কম।

পূর্বে মতবিরোধের বিভিন্ন প্রকার ও দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে একটি বিষয় মতানৈক্যের পরিধিকে ব্যাপক বিস্তৃত করে। দেখা যায়, মতবিরোধপূর্ণ একজন রাবি থেকে দশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেসব মুহাদ্দিস তাকে ন্যায়-পরায়ণ সাব্যস্ত করেছেন, তারা দশটি হাদিসই গ্রহণ করেছেন। এভাবে তাদের নিকট এই বর্ণনাকারীর সব হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তারা এর থেকে বিধি-বিধান আহরণ করেন। পক্ষান্তরে যেসব মুহাদ্দিস তাকে যয়িফ সাব্যস্ত করেছেন, তারা এই বর্ণনাকারীর সব হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আর এভাবেই বিভিন্ন মতবিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। প্রত্যেক ইমামই দাবি করেন যে, তিনি হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাদিসের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। হাদিস বা ফিকহি ইজতেহাদে তিনি মুহাদ্দিসদের নীতি ও অনুসৃত পথের উপর রয়েছেন। ফলে আমাদের কারও পক্ষে তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের সুযোগ থাকে না।

একইভাবে সহিহ হাদিসের অন্যান্য শর্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয়েছে। যেমন, রাবির যবত (আয়ত্বশক্তি) প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দেয়া শর্তটি উল্লেখ করা সমীচীন। ইমাম আবু হানিফা রহ. শর্ত দিয়েছেন, বর্ণনাকারী হাদিস শোনার সময় থেকে অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত তা মুখস্থ রাখা জরুরি। এবং মধ্যবর্তী সময়ে সে হাদিসটি কখনও ভুলবে না।[২৪]

এটি একটি কঠিন শর্ত। রাবিদের বর্ণনায় অসামঞ্জস্যতা (ইজতেরাব) ও হাদিসের ব্যাপারে মানুষের যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ দেখে তিনি এ শর্ত যোগ করেছেন। শর্তটির কারণে অনেক হাদিসের ক্ষেত্রে সহিহ ও যয়িফ নির্ণয়ে অন্যদের সাথে ইমাম আবু হানিফার রহ. এর মতবিরোধ হয়েছে।

এই সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা কোন্ কোন্ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হাদিসকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়, সে সম্পর্কে সামান্য ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বলে আশা রাখি। এর মাধ্যমে শায়খ আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফের অসার বক্তব্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সহজ হবে। তিনি তার 'মাসাদিরুত তাশরী ফিমা লা নাসসা ফিহি' নামক কিতাবে লিখেছেন-

فَكُلُّ حَدِيْثٍ: مِنَ الْيُسْرِ مَعْرِفَةُ أَنَّه مُتَوَاتِرٌ أَوْ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ وَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ أَوْ ضَعِيْفٌ

অর্থাৎ হাদিসের স্তর নির্ণয় করা অনেক সহজ। মুতাওয়াতির, গাইরে মুতাওয়াতির, সহিহ, হাসান কিংবা যয়িফ সে যাই হোক।[২৫]

কিতাবটি পাঠক মহলে প্রচারিত না হলে এবং মানুষের হাতে হাতে না পৌঁছলে এ বিষয়ে সতর্ক করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহী-তে আলামা সাইমারি রহ. উল্লেখ করেছেন, 'একদা ঈসা ইবনে হারুন রহ. আব্বাসীয় খলিফা মামুনের নিকট বেশ কিছু হাদিস লেখা একটি কিতাব নিয়ে এলেন। তিনি বললেন,

[২৪] মোল্লা আলী ক্বারী র. কৃত *শরহু মুসনাদি আবি হানীফা* রহ. পৃ.৩। ত্বহাবীর সূত্রে মোল্লা আলী ক্বারী রহ. এটি উল্লেখ করেছেন। *আল-মাদখাল ফি উসুলিল হাদীস*, পৃ.১৫।

[২৫] *মাসাদিরুত তাশরী ফিমা লা নাসসা ফিহি*, পৃ.১৫।

هذه الأحاديث سمعتها معك من المشايخ الذين كان الرشيد يختارهم لك، و قد صارت غاشية مجلسك الذين يخالفون هذه الأحاديث-يريد أصحاب أبي حنيفة-فإن كان ما هؤلاء علي الحق: فقد كان الرشيد فيما يختار لك علي الخطأ، وإن كان الرشيد علي الصواب: فينبغي لك أن تنفي عنك أصحاب الخطأ.

অর্থাৎ (হে খলিফাতুল মুসলিমীন) খলিফা হারুনুর রশিদ আপনার জন্য কিছু মুহাদ্দিস নির্বাচন করেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে আপনি ও আমি এই হাদিসগুলো শুনেছি। অথচ আপনার সভাসদবর্গ এসব হাদিসের বিরোধিতা করে থাকে। (এর দ্বারা তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ:) এর অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন)। এরা যদি সঠিক হয়, তবে খলিফা হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য নির্বাচিত মুহাদ্দিসগণ ভুল সাব্যস্ত হবেন। আর মুহাদ্দিসগণ যদি সত্যের উপর থাকেন, তবে সভাসদবর্গকে দরবার থেকে বের করে দেয়া উচিত।

বাদশাহ মামুন তার কাছ থেকে কিতাবটি নিয়ে বললেন,

لعل للقوم حجة و أنا سائلهم عن ذلك.

"হয়ত তাদের নিকট শক্তিশালী কোন দলিল রয়েছে। এ সম্পর্কে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো"

এরপর তিনি ঈসা ইবনে হারুন রহ. এর দেয়া কিতাবটি একের পর এক তিন ব্যক্তিকে দিলেন। কেউ তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। সংবাদটি ঈসা ইবনে আবান রহ.এর কাছে পৌঁছলো। তিনি পূর্বে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে আসতেন না। এ ঘটনা শুনে তিনি *'আল-হুজ্জাতুস সগীর'* নামে একটি কিতাব লেখেন। এ কিতাবে তিনি তাদের অভিযোগগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি হাদিসের প্রকারভেদ, হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি, বিরোধপূর্ণ হাদিসের কোনটি গ্রহণযোগ্য ও কোনটি পরিত্যাজ্য এবং পরস্পরবিরোধী হাদিসের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রত্যেক হাদিসের জন্য একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ তৈরি করেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ইমাম আবু হানীফার রহ. মাজহাব, তাঁর দলিল, এ সম্পর্কিত হাদিস ও কিয়াস উল্লেখ করেন। কিতাবটি খলিফা মামুনের হাতে পৌঁছলে তিনি তা পড়ে বললেন,

هذا جواب القوم اللازم لهم.

"এটা তাদের পক্ষ থেকে সমুচিত জওয়াব।"

এরপর তিনি নীচের কবিতা আবৃত্তি করেন,

حسدوا الفتي إذا لم ينالوا سعيه فالناس أعداء لها و خصوم

كضرائر الحسناء قلن لزوجها حسدا و بغيا: إنه لذميم

"লোকেরা সেই যুবকের মর্যাদা ও উচ্চাসন লাভ করতে না পেরে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করছে। যেমন নারীরা হিংসা ও বিদ্বেষ বশত তাদের সুন্দরী সতিনের মন্দচারিতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে থাকে।"

হাদিসের ব্যাপারে ফকিহগণের মাঝে মতবিরোধের তৃতীয় বিষয় হল, হাদিসের উপর আমল করার জন্য হাদিসটি সহিহ হওয়া জরুরি কি না?

উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হাদিস সহিহ কিংবা হাসানের স্তরে উন্নীত হলে তা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে দলিল দেয়া বৈধ। এর উপর আমল করাও সিদ্ধ। আর যয়িফ হাদিস ফাযায়েল ও মোস্তাহাব বিষয়ের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য। এটিই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত।

অধিকাংশ ফকিহ যয়িফ হাদিসকে শরয়ী আহকাম তথা হালাল-হারাম ইত্যাদির জন্য প্রমাণ হিসেবে পেশ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তারা যয়িফ হাদিসকে কিয়াসের তুলনায় শক্তিশালী মনে করেন। আর কিয়াস হল, শরিয়তের চার দলিলের একটি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট কিয়াস শরিয়তের অকাট্য দলিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তিন ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. যয়িফ হাদিসের উপর আমলের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[২৬] মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ এ মত গ্রহণ

[২৬] *মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতিল মাসাবিহ*, খ.১, পৃ.১৯। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. *ফাতহুল ক্বাদীরে* লিখেছেন, الإستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع অর্থাৎ যয়ীফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে, তবে জাল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে না। *ফাতহুল ক্বাদীর*, খ.১, পৃ.৪১৭। এটি হানাফী মাযহাবের প্রাচীন উসূলবিদগণের অভিমত। যেমন আল্লামা সারাখসী র. তার *উসূলুস সারাখসী-তে* এটি উল্লেখ করেছেন, খ.২, পৃ.১১৩। শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইমাম নববী র. তাঁর *কিতাবুল আযকার-এ* লিখেছেন,
قال العلماء من المُحَدِّثِيْن و الفُقَهَاءُ وَ غَيْرُهُمْ: يَجُوزُ العَمَلُ فِيْ الفَضَائل و التَّرْغِيْبِ وَ التَّرْهِيْبِ بالحديث الضعيف مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوْعًا، وَ أَمَّا الأَحْكامُ كَا الحلال و الحَرَامِ وَ البَيْعِ وَ النِّكَاحِ و ً الطَّلاق وَ غَيْر ذلك. فلا يعمل فيها إلا

করেছেন। যেমন, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবি হাতেম রহ।[২৭] তবে যয়িফ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে।

১. মারাত্মক পর্যায়ের যয়িফ না হওয়া।

২. সংশিষ্ট মাস-আলায় যয়িফ হাদিস ব্যতীত অন্য কোন হাদিস না থাকা।

আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. যয়িফ হাদিস দলিল হওয়ার মতটি গ্রহণ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. তাঁর বিখ্যাত কিতাব *আল- মুহাল্লা-তে* লিখেছেন,

---

بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في إحتياط في شيء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن ينزه عنه و لكن لا يجب

মুহাদ্দিস, ফকীহ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেছেন, ফযীলত, তারগীব (উৎসাহমূলক) ও তারহীব (ভীতি প্রদর্শক) বিষয়ের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা বৈধ। তবে হাদীসটি জাল হলে তার উপর আমল বৈধ হবে না। অবশ্য বিধি-বিধান যেমন হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ ও তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহীহ অথবা হাসান হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসের উপর আমল করা হবে না। তবে বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা প্রমাণের জন্য দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে। যেমন, কোন বিবাহ কিংবা ক্রয়-বিক্রয়কে মাকরুহ সাব্যস্তকারী কোন যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বা বিবাহ থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। তবে এটি ওয়াজিব নয়। *আল-আযকার*, পৃ.৭-৮।

=

মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত উসুলে ফিকহের কিতাব *নাশরুল বুনুদ আলা মারাকিস সউদ*, ২/৬৩- তে রয়েছে,

فائدة: علم من إحتجاج مالك و من وفقه بالمرسل أن كلا من المنقطع و المعضل حجة عندهم لصدق المرسل بالمعني الأصولي علي كل منهما

ফায়দা: ইমাম মালেক রহ. ও একই মতের অনুসারী অন্যান্য আলেমের মুরসাল হাদীস দ্বারা দলিল প্রদানের দ্বারা বোঝা গেল, মুনকাতে ও মু'জাল উভয় প্রকার হাদীস তাদের নিকট দলিল। কেননা, উভয়টিই মূলের বিবেচনায় মুরসালের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইবনুজ নাজ্জার আল-হাম্বলী রহ. *শরহুল কাউকাবুল মুনীর- এ* (৫৭৩/২) ইমাম আহমাদ রহ. এর নীচের বক্তব্য দ্বারা আলোচনা শেষ করেছেন।

طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه

আমার নীতি হলো, আমি যয়ীফ হাদীসের বিরোধীতা করি না। তবে যদি যয়ীফ হাদীসের বিপরীতে শক্তিশালী দলিল থাকে তাহলে তা গ্রহণ করি।

ইবনে হাযাম রহ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে এজাতীয় বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। এজন্য দেখুন, *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন*, খ.১, পৃ.৩১।

[২৭] ইমাম সাখাভী কৃত *ফাতহুল মুগীস*, খ.১, পৃ.৮০, ২৬৭ ও অন্যান্য উলুমুল হাদীসের কিতাব। *নাসায়ী* শরীফের উপর ইমাম সিন্ধী রহ. এর শরাহ, *হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা সুনানিন নাসায়ী*, খ.১, পৃ.৬। *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, আল্লামা ইবনে আবি হাতিম, খ.৮,পৃ.৩৪৭। ইমাম নববী রহ. *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*-এ (২/৮৬) ইবনে আবি হাতিম রহ. এর সম্পূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি মনে করেছেন, এটি ইবনে আবি হাতিম এর বক্তব্য। অথচ এটি তার পিতা আবু হাতিম রহ. এর বক্তব্য।

و هذا الأثر في دعاء القنوت وإن لم يكن مما يحتج بمثله، فلم نجد فيه عن رسول الله صلي الله عليه و سلم غيره. و قد قال أحمد ابن حنبل رحمه الله :ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. قال علي و هو إبن حزم -: وبهذا نقول

আলোচ্য হাদিসটি দুয়ায়ে কুনুতের দলিল। যদিও এ ধরনের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়। তবে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এ বিষয়ে অন্য কোন হাদিস আমাদের নিকট পৌঁছয়নি, এজন্য আমরা এর মাধ্যমে দলিল দেই। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমাদের নিকট কিয়াসের তুলনায় যয়িফ হাদিস অগ্রগণ্য। আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. বলেন, 'এটি আমাদেরও মত।[২৮]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন শহরে সহিহ ও যয়িফ হাদিসের পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ একজন মুহাদ্দিস এবং আরেকজন যুক্তিনির্ভর আলেম আছেন। কেউ যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে সে কার শরনাপন্ন হবে? তিনি উত্তর দিলেন,

يسأل صاحب الحديث و لا يسأل صاحب الرأي. ضعيف الحديث أقوي من الرأي

সে মুহাদ্দিসের কাছে জিজ্ঞাসা করবে। যে কিয়াসের ভিত্তিতে মাসআলা দেয়, তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ কিয়াসের তুলনায় যয়িফ হাদিস অধিক শক্তিশালী।[২৯]

ইমাম শাফেয়ি রহ. কোন মাস-আলার ক্ষেত্রে সহিহ হাদিস না পেলে মুরসাল হাদিস দিয়ে দলিল দিতেন। অথচ ইমাম শাফেয়ির রহ. নিকট মুরসাল হাদিস যয়িফ হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। আলামা মাওয়ারদি রহ. এর সূত্রে আল্লামা সাখাবি রহ. বিষয়টি *ফাতহুল মুগীছে* উল্লেখ করেছেন।[৩০]

শায়খ আব্দুলাহ সিদ্দিক আল-গুমারী রহ. *আর-রাদ্দুল মুহকামুল মাতিন-এ* লিখেছেন,

و قولهم: الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام: ليس علي إطلاقه كما يفهمه غالب الناس أو كلهم...

---

[২৮] *আল-মুহাল্লা*, খ--৪, পৃষ্ঠা-১৪৮

[২৯] *আল-মুহাল্লা*, আল্লামা ইবনে হাযাম (রহঃ) খ.১, পৃ.৬৮, ইমাম সাখাবী (রহঃ) *ফাতহুল মুগীসে* এধরনের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। *ফাতহুল মুগীছ*, খ.১, পৃ.৮০, *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন*, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ), খ.১, পৃ.৩১

[৩০] *ফাতহুল মুগীছ*, খ.১, পৃ.৮০, ১৪২,২৬৮

"যয়িফ হাদিস আমল যোগ্য নয়", মুহাদ্দিসদেরম এই বক্তব্য বাহ্যিক অর্থে নেয়া ঠিক নয়। সাধারণ অনেকেই এমনটি বুঝে থাকে। আমাদের কুতুবখানায় *আল-মিয়ার* এর একখানা হস্তলিপি আছে। অষ্টম শতাব্দীর কোন এক হাফেযে হাদিস এর সঙ্কলক। কিতাবটি তিনি ফিকহি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে সেসব যয়িফ হাদিস উল্লেখ করেছেন যেগুলো দিয়ে চার ইমাম বা তাঁদের কেউ দলিল দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি হাদিস যয়িফ হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন। হাদিস যয়িফ হওয়ার গ্রহণযোগ্য ত্রুটিস সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। কিতাবটি খুবই মূল্যবান। এটি সংকলকের প্রচুর হিফয এবং হাদিস, ফিকাহ ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের প্রমাণ। আমার মনে হয় এর সংকলক আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন (রহ)।[৩১]

যয়িফ হাদিসের উপর আমলের বিশেষ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন, পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য যদি শুধু যয়িফ হাদিস থাকে তাহলে উক্ত যয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে। এটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

ইমাম বাইহাকি রহ. তার *'আল-মাদখাল ইলা দালা-ইলিন নবুওয়্যাহ'* এর পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন, [এটি *আদ-দালাইল* গ্রন্থের শুরুতে মুদ্রিত হয়েছে]

أَرَدْتُ وَ المِشِيْئةُ لِلَّهِ تَعَالِيَ أنْ أَجْمَعَ بَعْضَ مَا بَلَغَنَا مِنْ مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ صلي الله عليه و سلم وَ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ ...عَلَي نَحْوِ مَا شَرَطْتُ فِي مُصَنَّفَاتِي مِنَ الإكتِفَاءِ بِا لصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ وَ الإِجْتِزَاءُ بِا لمَعْرُوْفِ مِنَ الغَرِيْبِ، إلاَّ فِيما لاَ يَتَّضِحُ المرادُ من الصَّحِيح أوِ المَعْرُوْفِ دُوْنه، فَأُوْرِدُه ، وَالإعْتِمَادُ علي جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ من الصَّحِيْح أَوِ المَعْرُوْف عِنْدَ أَهْلِ المَغَازِي وَ التَّوَارِيخِ

নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যেসব মু'জেযা ও নবুওয়াতের প্রমাণ আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেগুলো একত্র করার ইচ্ছা করেছি। এ বিষয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। এক্ষেত্রে নির্ধারিত কিছু শর্তের আলোকে বর্ণনাগুলো সংকলন করবো। দুর্বল হাদিসের পরিবর্তে শুধু সহিহ হাদিস এবং গরীব হাদিসের পরিবর্তে শুধু মা'রুফ হাদিস উল্লেখ করবো। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি শুধু

[৩১] পৃ.১৯৩। *আল-মি'য়ার* কিতাবটি তাজুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান বিন আবু বকর আল-উরদুবিলি আত-তিবরীযি (৬৭৭-৭৪৬ হি:) রহ. এর। ইমাম সুবকী রহ. *তাবাকাতুশ শাফেইয়্যা-* তে তার জীবনী আলোচনা করেছেন। খ.১০, পৃ.১৩৭। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *আদ-দুরারুল কামিনা-*তেও তাঁর জীবন আলোচনা করেছেন। খ.৩, পৃ.৭২।

সহিহ ও মা'রুফ হাদিস দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ স্পষ্ট না হয় তবে নিম্নস্তরের সেসব হাদিস উল্লেখ করবো যেগুলো ইতিহাস ও মাগাযী বিশারদদের (রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুদ্ধের বিষয়ে অভিজ্ঞ) কাছে সহিহ অথবা মা'রুফ ।[৩২]

ইমাম বাইহাকি রহ. *সুনানে কুবরা-তে* নামাজি ব্যক্তির সামনে সুতরা এর পরিবর্তে দাগ টেনে দেয়ার অধ্যায়ে একজন রাবির নামের বিষয়ে মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন, 'ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁর পূর্বের মাজহাব অনুযায়ী এ হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন । নতুন মাজহাবের ক্ষেত্রে তিনি তাওয়াক্কুফ করেছেন অর্থাৎ মতামত পেশ করা থেকে বিরত থেকেছেন । *বুওয়াইতীর* কিতাবে তিনি লিখেছেন, নামাজি ব্যক্তি হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের সামনে রেখা অঙ্কন করবে না । তবে হাদিসটি যদি প্রমাণিত হয়, তখন এর উপল আমল করবে । সম্ভবত রাবির নামের মতবিরোধেরে বিষয়ে তিনি অবগত হয়েছিলেন । সুতরাং এ ধরনের ফয়সালা দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই ।[৩৩]

মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহে ইমাম বাইহাকি রহ. এর বক্তব্যের উপর নির্ভর করে উক্ত হাদিসকে মুজতারাব হাদিসের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । [*উলুমুল হাদিস*, ১৯তম প্রকার] ।

ইমাম নববি রহ. *আল-মাজমু -তে* লিখেছেন,

وَالتَّرْجِيحُ بِالمرسَلِ جَائز

মুরসাল হাদিস দ্বারা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া বৈধ ।[৩৪]

অথচ সর্বজনবিদিত বিষয় হলো, ইমাম নববি রহ. মুরসাল হাদিসকে যয়িফ মনে করেন ।

ইমাম ইবনে জুযাই আল-কালবী মালেকি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম ছিলেন ।তিনি প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ *আত-তাসহীল* এর ভূমিকায় মুফাসসিরদের বিরোধপূর্ণ বক্তব্যের কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার বারোটি পদ্ধতি আলোচনা করেছেন । তিনি লিখেছেন,

---

[৩২] *আদ-দালাইল*, খ.১, পৃ.৯৬ ।
[৩৩] *সুনানুল কুবরা* । খ.২, পৃ.২৭১ ।
[৩৪] *আল-মাজমু* । খ.১, পৃ.১০০ ।

فَإِذَا وَرَدَ عَنهُ عَلَيْه السلام تَفْسِيْرُ شَيْءٍ مِنَ القُرْآن عَوَّلْنَا عليْه وَ لَا سِيَّمَا إِنْ وَرَدَ فِيْ الحَدِيْثِ الصَّحِيحِ

অর্থাৎ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআনের কোন তাফসীর বর্ণিত হলে আমরা তা গ্রহণ করি। বিশেষভাবে যখন তা সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়।

তিনি 'বিশেষভাবে সহিহ সূত্র' কথাটি উল্লেখ করেছেন। এর স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যয়িফ হাদিস দ্বারাও বিরোধপূর্ণ বক্তব্যকে একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেয়া বৈধ।

আলামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. *তুহফাতুল মাউদুদ*- এ[৩৫] সূরা নিসার ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لاَ تَعُوْلُوْا আয়াতের আউল শব্দের অর্থের ভিন্নতা উল্লেখ করেছেন। আউল এর একটি অর্থ হলো, সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া। ইমাম শাফেয়ি রা. এই অর্থ উল্লেখ করেছেন। আউলের আরেকটি অর্থ হলো, জুলুম-অত্যাচার করা, যা অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ.অধিকাংশ মুফাসসিরের বক্তব্যকে ক'টি কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন। একটি কারণ হল, এঅর্থটি একটি হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। যদিও হাদিসটি *গরীব*, তবে তা প্রাধান্য দেয়ার যোগ্য। হাদিসটি হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَنْ لاَ تَجُوْرُوا। ইবনে হিব্বান রহ. হাদিসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩৬] অথচ আবু হাতেম রাযি র. হাদিসটি মারফু বলাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি হাদিসটিকে হজরত আয়েশার রা. উপর মাউকুফ বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী অধিকাংশ মুহাদ্দিস থেকে মতটি বর্ণিত হয়েছে। অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, হাদিসটি প্রাধান্য দেয়ার যোগ্য।

হানাফি মাজহাবের বিশিষ্ট আলেম, গবেষক আল্লামা ইউসুফ বাননূরী রহ. তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ মা'আরিফুস সুনানে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাঁড়িয়ে পেশাবের কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِبَاطِنِ رُكْبَتِه অর্থাৎ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাঁটুতে ব্যথা ছিল। এজন্য তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। ইমাম বাইহাকি রহ.তার সুনানে এবিষয়ে একটা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি যদিও যয়িফ, তবে তা কারণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।

---

[৩৫] *তুহফাতুল মউদুদ*, পৃ.২৯-৩০।

[৩৬] *আল-ইহসান*, খ.৯ পৃ.৩৩৮। হাদীস নং ৪০২৯।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী ইমামগণের নিকট যয়িফ হাদিসেরও বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু লোক সম্পূর্ণ বিপরীত প্রচারণা চালিয়ে থাকে। তারা সাধারণভাবে যয়িফ হাদিসকে বাতিল সাব্যস্ত করেছে। এবং একে জাল হাদিসের স্তরে নামিয়ে এনেছে। উভয়কে তারা একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত শব্দ প্রমাণিত হওয়া।

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হুবহু রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শব্দ প্রমাণিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এশব্দ দ্বারাই রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংশিষ্ট অর্থটি ব্যক্ত করেছেন। অন্য কোন শব্দে নয়। হাদিসে শব্দের ভিন্নতার কারণে বিধানেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, হাদিসে এমন দুটি শব্দ থাকে, যার একটি দিয়ে কোন বিধান সাব্যস্ত হলে অপরটি ভিন্ন বিধান প্রমাণ করে। এ ধরনের মতবিরোধ এতটাই বিস্তৃত যে, এর পরিধি নির্ধারণ কেবল মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষেই সম্ভব; যারা তাদের পুরো জীবন হাদিস সাধনায় উৎসর্গ করেছেন।

বিষয়টি উসুলবিদ ও মুহাদ্দিসদের নিকট 'রিওয়াত বিল মা'না (অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভিন্ন শব্দে হাদিস বর্ণনা করা) হিসেবে পরিচিত।

রিওয়ায়াত বিল মা'না:

অধিকাংশ আলেম রিওয়ায়াত বিল মা'নাকে বৈধ মনে করেন। তবে এজন্য তারা দু'টি শর্ত দিয়েছেন। ১. বর্ণনাকারী আরবি ভাষায় পারদর্শী হওয়া। ২. অর্থ নির্ধারণে তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। বর্ণনাকারীর মধ্যে শর্ত দু'টি না পাওয়া গেলে অর্থ বিকৃতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একটি শব্দ সে এমন অর্থে ব্যক্ত করবে যা মূল শব্দের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ সে ধারণা করছে উভয় শব্দ একই অর্থ বহন করে।[৩৭]

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. বিশেষ একটি শর্তারোপ করেছেন। হাদিস শাস্ত্রের চর্চা ও অধ্যয়নে অভ্যস্ত ব্যক্তিই এর গুরুত্ব ও মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। শর্তটি হল,

أَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِيْ بِالمَعْنَي فَقِيْهًا

[৩৭] *আল-কিফায়া,* খতীব বাগদাগী রহ, পৃ.১৯৮ ও পূর্ববর্তী ১৬৭পৃ.।

"যে রাবি অর্থের মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করবে, তাকে অবশ্যই ফকিহ হতে হবে।"[৩৮]

একজন ফকিহ রাবি শব্দের ভিন্নতার কারণে অর্থের মধ্যে কী কী পরিবর্তন আসে তা উপলব্ধি করতে পারেন।

এবিষয়ে আমি কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি,

১. ইমাম আবু দাউদ *ইবনে আবি যি'ব* এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে হজরত সালেহ (যিনি তাউয়ামার আযাদকৃত গোলাম)[৩৯] বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ صَلَّي عَلَيْ جَنَازَةٍ فِيْ المسْجِدِ فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় করল, তার কোন গোনাহ হবে না।[৪০]

আবু দাউদের কিছু কপি ও পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহে এমনটি রয়েছে। কিছু কপিতে আছে, فلا شيْءَ لَه অর্থাৎ তার নামাজ বিশুদ্ধ হবে না বা নামাজের সওয়াব পাবে না। খতিব বাগদাদি র. এর কপিতে فَلاَ

---

[৩৮] *ফিকহু আহলিল ইরাক ও হাদীসুহুম*, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ, পৃ.৩৫।

[৩৯] হযরত সালেহ তাউআমা বা তুআমাহ এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি সত্যবাদী রাবী (সাদুক)। তবে শেষ জীবনে কিছুটা বিকৃতির শিকার হন। হযরত ইবনু আবি যি'ব হযরত সালেহ থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এটি বিকৃতির পূর্বের। সুতরাং ইবনু আবি যি'বের বর্ণনাটি সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। এজন্যই আমি সনদের এ অংশটি এখানে উল্লেখ করেছি, যেন এ সূক্ষ্ম বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।
কোন কোন নির্বোধ লোক উক্ত হাদীসের সমালোচনা করে বলেছে, কীভাবে আমি *ফাইযুল ক্বাদীরে* ইমাম মুনাবীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করে একটি জাল হাদীস কিংবা জাল হাদীসের সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীস দ্বারা উদাহরণ পেশ করেছি?
ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়ের সীমা থাকে না যে ইমামদের সমালোচনা করে, সমগ্র উম্মাহকে গোমরাহ বলে থাকে, অথচ তার জ্ঞানের পরিধি একটা কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এব্যক্তি এ ইলমী আলোচনার তাৎপর্য কিভাবে উপলব্ধি করবে?
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. *যাদুল মা'আদ-এ* হাদীসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। *যাআদুল মাআদ*, খ-১ পৃ-৫০১। আল্লামা মুনযীরি র. কৃত *তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ* এর টীকায় আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হাদীস নং ৩৬০৩। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. *তামহীদে* উল্লেখ করেছেন, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ এর স্থলে فلا شيْءَ لَه আমার নিকট অধিক বিশুদ্ধ। *আত-তামহীদ*, খ-২১, পৃ-২২১।

[৪০] *আবু দাউদ শরীফ*, খ.৩ পৃ.৫৩১। হাদীস নং ৩১৯১।

فَلا شَيْءَ لَه এবং شَيْءَ عليْهِ বাক্য দুটি সন্দেহের সাথে বর্ণিত হয়েছে। মূল হাদিসে কোনটি ছিল, এ নিয়ে সন্দেহ করেছেন আবু আলী লু'লুয়ী। সরাসরি ইমাম আবু দাউদ থেকে ইমাম লু'লুয়ী فَلا شَيْءَ لَه বাক্য বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মূল হাদিসে এই বাক্যটি থাকার বিষয়টি অধিক শক্তিশালী। আর ইমাম ইবনে আব্দুল বার ইবনে দাসা রহ. এর সূত্রে ইমাম আবু দাউদের রহ. বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁদের বর্ণনায় فَلا شَيْءَ لَه রয়েছে।

একইভাবে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তাঁর *মুসান্নাফে*[৪১] হজরত মা'মার ও হজরত সুফিয়ান সাউরি থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর *মুসনাদে*,[৪২] ইমাম ত্বহাবী রহ. *শরহু মা'আনিল আসারে*[৪৩] হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। তেমনিভাবে ইমাম আবু দাউদ ত্বয়ালিসি তাঁর *মুসনাদে* হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি হজরত সালেহ থেকে এ অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করেছেন,

أَدْرَكْتُ رِجَالاً مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلي الله عليه و سلم وَأَبَا بَكْرٍ إِذَا جَاؤُوْا فَلَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يُصَلُّوا فِي المسْجِدِ رَجَعُوْا فَلَمْ يُصَلُّوا

আমি সেসব লোক দেখেছি, যারা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হজরত আবু বকর রা. এর যুগ পেয়েছে। যখন তারা জানাজায় উপস্থিত হতেন এবং মসজিদে নামাজ পড়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকত, তখন তারা ফিরে যেতেন। কিন্তু মসজিদে নামাজ আদায় করতেন না।[৪৪]

ইবনে আবি শাইবা রহ. তাঁর *মুসান্নাফে* হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

مَنْ صَلَّي عَلَيْ جَنَازَةٍ فِيْ المسْجِدِ فَلاَ صَلاَةَ لَه قَالَ أَيْ صَالِحٌ: وَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا تَضَايَق بهم المكَانُ رَجعُوْا وَ لَمْ يُصَلُّوا

[৪১] *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক*, খ.৩, পৃ.৫২৭। হাদীস নং ৬৫৭৯।
[৪২] *মুসনাদে আহমাদ*, খ.২, পৃ.৪৪৪, ৪৫৫।

[৪৩] *শরহু মা'আনিল আসার*, খ.১ পৃ.৪৯২।
[৪৪] *মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালিসি*, পৃ.৩০৪। হাদীস নং২৩১০।

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় করলো, তার নামাজ বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম সালেহ বলেন, সাহাবীগণ যখন স্থান সংকীর্ণ দেখতেন তখন তারা ফিরে যেতেন। মসজিদে জানাযা আদায় করতেন না।[৪৫]

ইমাম বাইহাকি তাঁর *সুনানুল কুবরা-তে* হাদিসের দু'টি সূত্র উল্লেখ করেছেন। এক সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক থেকে উক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন। অন্য সূত্রে ইমাম সালেহ থেকে এ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন-

فَرَأَيْتُ الجَنَازَةَ تُوْضَعُ فِيْ المسجِدِ، فَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَوْضعًا إِلاَّ فِيْ المسْجِدِ إِنْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْها

আমি দেখেছি, সাহাবিদের যুগে মসজিদে জানাযা রাখা হতো। হজরত আবু হুরাইরা রা. মসজিদে ছাড়া অন্য কোথাও জায়গা না পেলে জানাযা না পড়েই তিনি ফিরে যেতেন।[৪৬] এ বর্ণনাটি মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের মুদ্রিত নুসখায় নেই।

একইভাবে ইমাম ইবনে মাজা ইবনে আবু যি'ব এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৭] এ বর্ণনায় হাদিসের শেষ অংশে فَلاَ شَيْءَ لَه রয়েছে। খতিব বাগদাদি রহ. বলেছেন, বিশুদ্ধ ও সংরক্ষিত বর্ণনা হল সেটি যাতে فَلاَ شَيْءَ لَه রয়েছে, যেমনটি নাসবুর রায়াহ[৪৮] গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বর্ণনানুযায়ী হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে জানাযা আদায় করলে কোন গোনাহ হবে না। ইমামদের মধ্যে যারা বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন, তারা ফতোয়া দিয়েছেন, মসজিদে জানাযা পড়া বৈধ। মসজিদে জানাযা পড়লে মাকরুহ হবে না। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. ও অন্যান্যদের মাজহাব।

যারা দ্বিতীয় বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন; দ্বিতীয় বর্ণনানুযায়ী হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়লো, তার কোন সওয়াব হবে না, বা তার নামাজ হবে না। তারা মত দিয়েছেন, মসজিদে জানাযা পড়া মাকরুহ। এটি ইমাম আবু হানিফা র. ও অন্যান্যদের মাজহাব।[৪৯]

---

[৪৫] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, খ.৩, পৃ.৩৬৪।
[৪৬] *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৪, পৃ.৫২।
[৪৭] *ইবনে মাজা*, খ.১, পৃ.৪৮৬। হাদীস নং ১৫১৭।
[৪৮] *নাসবুর রায়াহ* খ.২, পৃ.২৭৫।

২. হাদিসে রয়েছে, হজরত আলী রা. যখন রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতেন, তখন রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গলাখাঁকারি দিতেন অথবা স্বশব্দে তাসবিহ পড়তেন। এর দ্বারা বোঝা যেত যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজরত আছেন।

এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ হাদিসের শব্দ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, হাদিসের মূল শব্দ হলো তানাহনাহা (تَنَحْنَحَ) তথা গলাখাঁকারি দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সাব্বাহা (سَبَّحَ) (তাসবিহ পড়েছেন)।

নাসায়ি শরীফ ও *সহিহ* ইবনে খোযাইমা দেখুন। এখানে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেয়া হয়েছে, الرُّخْصَةُ فِيْ التَّنَحْنُحِ.. إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفظَةُ فَقَدْ إِخْتَلَفُوْا فِيْهَا (অর্থাৎ নামাজরত অবস্থায় গলাখাঁকারি দেয়ার অনুমতি সংক্রান্ত বর্ণনা। হাদিসে তানাহনুহ বা গলাখাঁকারি দেয়ার শব্দটি বিশুদ্ধ হলে এটি প্রযোজ্য। তবে মুহাদ্দিসরা এ শব্দ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন।) এজন্য দেখুন, আল্লামা সিন্ধী কৃত *নাসায়ির* টীকা ও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি এর আত-তালখীসুল হাবীর। ইবনে হাজার আসকালানির রহ. এর কাছে নাসায়ী শরীফের যে নুসখাটি ছিল, সম্ভবত তাতে সাব্বাহা শব্দটি এসেছে অর্থাৎ নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসবিহ পড়েছেন।

মূল শব্দে মতবিরোধের কারণে ফিকহি বিধানেও মতানৈক্য হয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের রহ. এর মাজহাবে নামাজরত ব্যক্তি তাসবিহের মাধ্যমে অন্যকে অবগত করাতে পারবে। তবে যদি গলাখাঁকারি দেয়, তাহলে কোন কোন বর্ণনা মতে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তী হাম্বলি আলেমগণ নামাজ বিশুদ্ধ ও নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য থাকার কারণে গলাখাঁকারি দেয়াকে মাকরুহ বলেছেন।[৫০]

---

[৪৯] আমাকে এ উদাহরণটি অবগত করে বাধিত করেছেন, যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস, আমাদের শায়খ ও উস্তাদ আল্লামা হাবীবুর রহমান আ'জমী র.। আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমি যখন পুস্তকটি তার নিকট পাঠ করে শুনিয়েছি তখন তিনি এ উদাহরণের কথা বলেন, যা আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।
এটি প্রথম উদাহরণ। এছাড়াও অন্যান্য যে উদাহরণ উল্লেখ করেছি, তা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রয়োজন অনুপাতে উল্লেখ করেছি। এখানে আমি সমস্ত উদাহরণ বা প্রত্যেকের সমস্ত দলীল উল্লেখ করিনি। প্রত্যেক ইমামের অন্যান্য দলীলও রয়েছে। মায়াযাল্লাহ, এখানে আমি কোন ইমামের মতকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করিনি।

[৫০] *আল-মুগনী*, খ.১, পৃ.৭০৬,৭০৭। শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ.১ পৃ.২০১।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবে গলাখাঁকারি দেয়ার অনুমতি আছে। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী গলাখাঁকারি দিলে যদি দু'টি অক্ষর উচ্চারিত হয়, তবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।[৫১]

হানাফি মাজহাবে তাসবিহ পড়ার অনুমতি রয়েছে। তবে ওজর ছাড়া যদি গলাখাঁকারি দিলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। দু'টি বিষয় ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য,

১. সুন্দর আওয়াজে কিরাত পাঠ করা,

২.এটা অবগত করানো যে, সে নামাজে রয়েছে।[৫২]

৩. ইমাম বোখারি রহ.[৫৩] ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ইবনে আবি যি'ব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত যুহরি থেকে, তিনি হজরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে, তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَوةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَ الوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا

যখন তোমরা ইকামাত শুনবে, তখন নামাজের উদ্দেশ্যে বের হবে। তোমরা ধীর-স্থির ও শান্তভাবে যাবে, তাড়াহুড়া করবে না। নামাজের যে অংশ পাবে সেটা পড়ে নিবে। আর যে অংশ ছুটে যাবে, তা পুরা করবে।

হাদিসটি ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তাঁর *মুসান্নাফে*[৫৪] এবং তাঁর থেকে ইমাম আহমাদ মা'মারের সূত্রে তাঁর *মুসনাদে*[৫৫] উল্লেখ করেছেন। ইমাম হুমাইদি তাঁর *মুসনাদে*[৫৬] ইবনে উয়াইনার রহ সূত্রে, তারা উভয়ে (মা'মার ও ইবনে উয়াইনা) হজরত যুহরি থেকে, তিনি হজরত সাইদ বিন মুসায়্যাব থেকে, তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদিসে বর্ণিত শব্দটি হলো,

---

[৫১] *আল-মাজমু*, খ.৪, পৃ.২১, ১০।
[৫২] *হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন*, খ.১, পৃ.৪১৬। এছাড়া ও দেখুন, আল্লামা ইবনে আমীর আল-হাজ এর *হালবাতুল মুজাল্লি*।
[৫৩] *বোখারী শরীফ*, খ.২। পৃ.২৫৭।
[৫৪] *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক*, খ.২, পৃ.২৮৭। হাদীস নং ৩৩৯৯।
[৫৫] *মুসনাদে আহমাদ*, খ.২, পৃ.২৭০।
[৫৬] *মুসনাদে হুমাইদী*, খ.২, পৃ.৪১৮। হাদীস নং ৯৩৫।

وَ مَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

অর্থাৎ যে অংশ ছুটে গেছে তা কাজা করবে।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে যে সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, একই সূত্রে মুসনাদে আহমাদেও হজরত আনাস রা. থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত আনাসের হাদিসে রয়েছে,

وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَه

অর্থাৎ যে অংশ ছুটে গেছে, তা কাজা করে নিবে।[৫৭]

একইভাবে হাদিসটি সহিহ আবু আওয়ানা-তেও বর্ণিত হয়েছে।[৫৮]

উভয় বর্ণনার মাঝে একটি শব্দ নিয়ে সামান্য একটু তারতম্যের কারণে ফিকহি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, আতিম্মু (নামাজ পূর্ণ করো) এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে, ফাকজু (নামাজ কাজা করো)।

ফিকহি মতানৈক্যের বিবরণ হল, এক ব্যক্তি নামাজে মাসবুক হলো। সে চতুর্থ রাকাতে ইমামের সাথে শরীক হলে ছুটে যাওয়া তিন রাকাত কীভাবে আদায় করবে?

প্রথম বর্ণনায় فَاَتِمُّوا (নামাজ পুরা করো) শব্দ রয়েছে। এ বর্ণনা অনুযায়ী মুসল্লী যদি ইমামের সাথে চতুর্থ রাকাত পায় তবে একে প্রথম রাকাত গণ্য করবে। তার দৃষ্টিতে এটি প্রথম রাকাত, যদিও ইমামের কাছে এটি চতুর্থ রাকাত। ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুক উঠে দাঁড়াবে। এবং তাঁর দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। কেননা সে পূর্বের নামাজ পূর্ণ করছে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। শুরুতে সানা পড়বে না। বরং একাকী নামাজে সে দ্বিতীয় রাকাত যেভাবে আদায় করে সেভাবে আদায় করবে। এভাবে সে যখন দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে, তাশাহহুদের জন্য বসবে। প্রথম বৈঠক শেষে অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করবে। এ দু'রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। ইমাম শাফেয়ি র. সহ এক দল আলেমের মাজহাব এটি।

---

[৫৭] *মুসনাদে আহমাদ,* খ.৩ পৃ.২৪৩, ২৫২।
[৫৮] *সহীহ আবু আওয়ানাহ,* খ.২, পৃ.১০৯।

দ্বিতীয় বর্ণনায় ছুটে যাওয়া নামাজ কাজা করতে বলা হয়ে হয়েছে। এ বর্ণনা অনুযায়ী মুসল্লী ইমামের সাথে পাওয়া চতুর্থ রাকাতকে নিজের চতুর্থ রাকাত মনে করবে। ইমাম ও মুসল্লী উভয়ের কাছেই এটি চতুর্থ রাকাত। ইমাম সালাম ফিরালে সে উঠে এক রাকাত আদায় করবে। এটি তার প্রথম রাকাত। কেননা সে তার ছুটে যাওয়া নামাজ কাজা করছে। একাকী নামাজে প্রথম রাকাতে আদায়ের মতো সে সানা, সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পাঠ করবে। এরপর তাশাহহুদের জন্য বসবে। বৈঠক শেষে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। শেষ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে। এটি ইমাম আবু হানিফা র. সহ একদল আলেমের মাজহাব। এ পদ্ধতি অনুযায়ী নামাজ আদায় করলে উভয় হাদিসের উপরই আমল হয়ে যায়। অর্থাৎ কিরাতের বিবেচনায় কাজা এবং বৈঠকের বিবেচনায় এটি নামাজ পূর্ণকরণ।[৫৯]

এজাতীয় অসংখ্য বিধি-বিধান রয়েছে। যেখানে শুধু দু'টি শব্দের ভিন্নতার কারণে বিধানে ব্যাপক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সাধারণ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস শব্দের ভিন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। বর্ণনাকারী ফকিহ এ ব্যাপারে যত্নশীল হয়ে থাকেন। দু'টি শব্দের ভিন্নতার কারণে বিধানগত পার্থক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ফলে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হুবহু শব্দ তিনি উল্লেখ করবেন। রিওয়ায়াত বিল মা'না বৈধ মনে করে যথেচ্ছা এটা প্রয়োগ করবেন না। এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেউ যদি সেগুলো একত্র করতে চায়, তবে তার পক্ষে সুনির্দিষ্ট পরিসরে তা একত্র করা সম্ভব নয়। আমি এর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

আমি এখানে আল-কিফায়া[৬০] থেকে খতিব বাগদাদি রহ. এর দীর্ঘ একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। মূল বক্তব্যটি ইমাম রামাহুরমুযি রহ. তাঁর আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬১]

খতিব বাগদাদি রহ. বলেছেন, রাবির জন্য হাদিসকে তার মূল শব্দেই বর্ণনা করা উচিত। কেননা এটি অধিক নিরাপদ...।

অনেক বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনার সময় শব্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেবল অর্থের মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করে। তাঁদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণের সময় অধিক সতর্ক হতে হবে। সে এমন অর্থে হাদিস বর্ণনা করবে না, যার কারণে মূল বিধানে পরিবর্তন হয়।

---

[৫৯] উপর্যুক্ত হাদীসে শব্দের ভিন্নতার কারণে অন্যান্য হুকুমেও যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তার আরও বিধি-বিধান জানতে দেখুন, *আল-বাহরুর রায়েক*, খ.১, পৃ.৪০০-৪০৩। *হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন*, খ.১, পৃ.৫৯৬।

[৬০] *আল-কিফায়া*, পৃ.১৬৭-১৬৮।

[৬১] *আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল*, পৃ.৩৮৯-৩৯০।

তিনি মুসা বিন সাহল বিন কাসিরের সূত্রে হজরত ইবনে উলাইয়্যা থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইবনে উলাইয়্যা রহ. হজরত আব্দুল আযিয বিন সুহাইব থেকে, তিনি হজরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদেরকে জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর তিনি ইমাম শু'বা রহ. এর সূত্রে ইবনে উলাইয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَن النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم نَهَي عَنِ التَّزَعْفُرِ

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর খতিব বাগদাদি রহ. নিজ সূত্রে ইবনে উলাইয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমার সূত্রে শু'বা একটি হাদিস বর্ণনা করেছে, হাদিসটি আমি আব্দুল আযিয বিন সুহাইবের সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছি। হাদিসের বক্তব্য ছিলো, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদেরকে জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। অথচ শু'বা হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর খতিব বাগদাদি রহ. বলেছেন, এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমাম শু'বা রহ. হাদিসটিকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করায় ইমাম ইসমাইল বিন উলাইয়্যা তার সমালোচনা করেছেন। কেননা জাফরান থেকে নিষেধের বিষয়টি ইমাম শু'বা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ব্যাপক রেখেছেন। অথচ হাদিসে শুধু পুরুষদেরকে জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম শু'বা শুধু অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে উলাইয়্যাহ হাদিস থেকে যে বিধানটি উপলব্ধি করেছেন, তিনি তা উপলব্ধি করেননি। একারণেই অর্থানুযায়ী বর্ণনা করার চেয়ে মূল শব্দে হাদিস বর্ণনা করা অধিক নিরাপদ।

আমি বলবো, ইলমে হাদিসে ইমাম শু'বা ছিলেন অতুলনীয়। যেমনটি ইমাম রামাহুরমুযি র. বলেছেন,

شُعْبَةُ شُعْبَةٌ

হাদিস শাস্ত্রে শু'বার তুলনা তিনি নিজেই।

এরপরও ইমাম শু'বা ফেকাহ শাস্ত্রে ইমাম ইসমাইল বিন উলাইয়্যাকে তাঁর চেয়ে মর্যাদার অধিকারী স্বীকার করতেন। তাঁকে رَيْحَانَةُ الفُقَهَاء (ফকিহদের সুগন্ধিময় ফুল) ও سَيِّدُ المحَدِّثِيْنَ (মুহাদ্দিসদের সরদার) উপাধিতে ভূষিত করতেন ।

ইমাম শু'বা সম্পর্কে হাফেজ ইবনে আব্দুল হাদি *তানকিহে* বলেছেন,

ইমাম শু'বা ফেকাহশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন না।[৬২]

এমনকি ফেকাহশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর সমালোচনা করেছেন। তার বর্ণিত একটা হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, "এ হাদিসটি একই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসের বিপরীত"। আর একারণে ইমাম শু'বা তার সমালোচনা করেছেন। ইমাম শুবার অনুসরণে অন্যান্যরাও তার সমালোচনা করেছে। বিস্তারিত জানার জন্য উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দেখুন।

এ আলোচনার পর খতিব বাগদাদি নিজ সনদে মুহাম্মাদ বিন মুনকাদিরের একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

الفَقِيْهُ الذِيْ يُحَدِّثُ النَّاسُ : إِنَّمَا يَدْخُلُ بَيْنَ الله وَ بَيْنَ عِبَادِه، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَدْخُلُ

কোন ফকিহ যখন মানুষের কাছে হাদিস বর্ণনা করে, তখন সে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হয়। সুতরাং তার চিন্তা করা উচিত সে কী নিয়ে মধ্যস্থতা করছে।

এই বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইমাম ইবরাহিম নাখয়ি র. এর উক্তি হলো,

وَإِنَّكَ لَتَجِدُ الشَّيْخَ يُحَدِّثُ بِالحَدِيْثِ فَيُحَرِّفُ حَلاَلَه عَنْ حَرَامِه وَ حَرَامَه عَنْ حَلاَلِه، وَهُوَ لَا يُشْعِرُ

এমন অনেক মুহাদ্দিসও আছে, যারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। অথচ সে বুঝতেই পারে না।

[৬২] *নাসবুর রায়াহ,* খ.৪, পৃ.১৭৪।

এজন্য ইমামগণ ফকিহদের বর্ণিত হাদিসকে মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদিসের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। ইমাম রামাহুরমুযি রহ. তাঁর আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল' নামক কিতাবে দীর্ঘ একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন। তিনি আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন,

القَوْلُ فِيْ فَضْلِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَ الدِّرَايَةِ

অর্থাৎ যারা রিওয়াত ও দিরায়াত তথা হাদিস ও ফেকাহ উভয়টা অর্জন করেছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা।

এ অনুচ্ছেদে তিনি সর্বপ্রথম নীচের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন,

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ওকি ইবনুল জাররাহ রহ. একদা তাঁর ছাত্রদেরকে বলেন,

الأَعْمَشُ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، أَوْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِي عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عبدِ الله؟ فَقَالُوْا لَه: الاَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَقْرَبُ. فَقَالَ وَكِيْعٌ: الأَعْمَشُ شَيْخٌ، وَ أَبُوْ وَائِلٍ شَيْخٌ. وَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عبدِ الله: فَقِيهٌ عَنْ فَقِيْهٍ، عَنْ فَقِيْهٍ، عَنْ فَقِيْهٍ

তোমাদের নিকট দু'টি সনদের কোনটি অধিক উত্তম।
১. আ'মাশ আবু ওয়াইল থেকে এবং সে হজরত আব্দুলাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে।
২.সুফিয়ান সাউরি মানসুর থেকে, তিনি ইবরাহিম থেকে, তিনি আলকমা থেকে এবং তিনি হজরত আব্দুলাহ বিন মাসউদ রা. থেকে?

তারা উত্তর দিলো, যে সনদে আ'মাশ আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করে সেটি উত্তম। এতে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মধ্যস্ততাকারী রাবির সংখ্যাও কম। ইমাম ওকী' বললেন, আ'মাশ হলো মুহাদ্দিস। আবু ওয়াইলও মুহাদ্দিস। কিন্তু দ্বিতীয় সনদে সুফিয়ান সাওরী ফকিহ। হজরত মানসুর হলেন ফকিহ। হজরত ইবরাহিমও ফকিহ। হজরত আলকমাও ফকিহ। অর্থাৎ একজন

ফকিহ থেকে অপর তিনজন ফকিহের পরম্পরায় সনদটি বর্ণিত হয়েছে। (সুতরাং এটি উত্তম হবে।)[৬৩]

খতিব বাগদাদি রহ. *আল-কিফায়া*-এর শেষাংশে একটি হাদিসকে অন্য হাদিসের উপর প্রাধান্য দেযার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন

وَيُرَجَّحُ بِأَنْ يَكُوْنَ رُوَاتُه فُقَهَاءَ، لأَنَّ عِنَايَةَ الفَقِيْهِ بِمَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الأَحْكَامِ أَشَدُّ مِنْ عِنَايَةِ غَيْرِه بِذَلِكَ

হাদিসের বর্ণনাকারী ফকিহ হলে সে হাদিস প্রাধান্য পাবে। কেননা একজন ফকিহ হাদিসে বর্ণিত বিধি-বিধানের প্রতি অন্যদের তুলনায় বেশি সতর্ক থাকেন।[৬৪]

খতিব রহ. ইমাম ওকি রহ. এর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ঘটনার শেষে ইমাম ওকী রহ. এ বক্তব্যও তুলে ধরেছেন,

وَحَدِيْثٌ تَدَاوَلَه الْفُقَهَاءُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَدَاوَلَه الشُّيُوْخُ

ফকিহদের বর্ণিত হাদিস মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদিস থেকে উত্তম।"

এরপর তিনি ইবরাহিম বিন সাইদ আল-জাওহারির সূত্রে হজরত ওকি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

حَدِيْثُ الْفُقَهَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَدِيْثِ الشُّيُوخِ

ফকিহদের বর্ণিত হাদিস আমার নিকট মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদিস থেকে অধিক প্রিয়।

পূর্ববর্তী বক্তব্যের ন্যায় ইমাম ওকী'র এ বক্তব্যটিও একটি ঘটনা সংশিষ্ট। দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ। ইমাম ইবনে আবি হাতিম তাঁর *'আল-জারহু ওয়াত তা'দিল'*-এ[৬৫] ঘটনাটি এনেছেন। এখানে ইমাম ওকি এভাবে উত্তর দিয়েছেন,

---

[৬৩] *আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল*, পৃ.২৩৮। বিস্তারিত ঘটনা ইমাম হাকেম কৃত, *মা'রেফাতু উলুমিল হাদীসে* রয়েছে, পৃ.১১। *আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা*, ইমাম বাইহাকী, পৃ.৯৫-৯৬ এবং এর টীকা।

[৬৪] *আল-কিফায়া*, পৃ.৪৩৬।

كَانَ حَدِيْثُ الْفُقَهَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ حَدِيْثِ الْمَشْيَخَةِ

"মুহাদ্দিসদের কাছে ফকিহদের বর্ণিত হাদিস মুহাদ্দিসদের হাদিসের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়"

এ বর্ণনায় ইমাম ওকি অন্যান্য মুহাদ্দিসের দিকে সম্পৃক্ত করে বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এটি অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকটও প্রিয় ছিল। প্রথম ঘটনায় তিনি প্রিয় হওয়ার বিষয়টি শুধু নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

ইবনে হিব্বান রহ. এবিষয়ের যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি করে একে হাদিস গ্রহণ ও প্রাধান্যদানের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সহিহ ইবনে হিব্বানের ভূমিকায় তা লিখেছেনও। যার সারসংক্ষেপ হলো,

"বর্ণনায় শব্দের আধিক্য আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ফেকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বর্ণনাকারীর আধিক্য গ্রহণযোগ্য। কেননা মুহাদ্দিসরা রাবিদের নাম ও সনদের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মতনের ব্যাপারে তারা এতটা গুরুত্ব দেন না। এজন্য ফেকাহ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ মুহাদ্দিস যদি কোন মারফূ হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তিনি তার কিতাব থেকে হাদিস বর্ণনা করলেই কেবল আমরা তা গ্রহণ করি। কোন মুহাদ্দিস হাফেজ ও ধী-শক্তিসম্পন্ন হলেও আমি তার বর্ণনার অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করি না। কেননা, তারা সর্বদা সনদকে শক্তিশালী করার প্রতি খেয়াল করেন। ফেকাহের প্রতি গুরুত্ব দেন না। এটি হাদিস বর্ণনায় অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা।"[৬৬]

---

[৬৫] *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, খ.২, পৃ.২৫।

[৬৬] আল-ইহসান, খ.১, পৃ.১৫৯।

আরবি ভাষাগত দিক থেকে হাদিস সংরক্ষণ

এবিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের শব্দটি কীভাবে বলেছেন। মারফু (পেশসহ), মানসুব (জবরসহ) নাকি মাজরুর (যেরসহ)।[৬৭] সকলেই অবগত যে সূক্ষ্মতার বিবেচনায় আরবি ভাষা অতুলনীয়। ব্যাকরণ বা শব্দগত সামান্য পরিবর্তনে মূলভাবের পরিবর্তন হয়। ফলে বিধি-বিধানেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তখনই প্রকট হয় যখন দুই বা ততোধিক রাবির বর্ণনায় মতানৈক্য দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি শব্দের বিভিন্ন সম্ভাবনার মাঝে কোন একটাকে সুনির্দিষ্ট করা গেলে মতবিরোধের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন একটিকে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব না হলে ফিকহি মতানৈক্যও চলতে থাকে।

---

[৬৭] বিষয়টি উলামায়ে কেরামের বর্ণনা ও রাবীদের বক্তব্যের ভিন্নতার ব্যাপারে তাদের সতর্কীকরণ বক্তব্য থেকে অর্জন করতে হয়। সুতরাং এটি শিখার পথ হলো, উলামায়ে কেরামের মুখে শ্রবণ কিংবা তাদের লিখিত স্পষ্ট বক্তব্য। প্রেসের দেয়া যের-যবর দ্বারা এটি অর্জন করা যায় না। এটি সর্বজনবিদিত একটি বিষয়। কোন তালেবে ইলমকে এটি সতর্ক করার প্রয়োজন নেই।

বিষয়টি এজন্য উল্লেখ করলাম, হেমসের বিখ্যাত শায়খ, ফকীহ, মুফাসসির আল্লামা আব্দুল আজীজ উয়ূনুস সুউদ রহ. ১৩৯৮ হি: শাওয়াল মাসে আমার কাছে একটি দু:খজনক ও হাস্যকর ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, যোহরের আযানের আগে আমার কাছে একজন লোক এলো। আমি তাকে পূর্বে চিনতাম না। পরে জানতে পারলাম, তিনি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী। তিনি যোহরের আযানের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুয়াযযিন যখন আযানে (أَللهُ أَكْبَرَ أللهُ أكبر) আল্লাহু আকবারা আল্লাহু আকবার বললো, (অর্থাৎ আকবার এর র এর উপর যবর দিয়ে বললো) এই লোকটি খুবই রাগান্বিত হয়ে বললো, এটি ভুল। এটি বেদয়াত। আমাদের শায়খ তাকে বললেন, এতে কী ভুল হয়েছে, বিদয়াতের কী হয়েছে? শায়খ আলবানী বললেন, এটি সহীহ মুসলিমের বিপরীত। আমাদের শায়খ তাকে প্রশ্ন করলেন, সহীহ মুসলিমে কী আছে? তিনি বললেন, সহীহ মুসলিমে (أَللهُ أَكْبَرُ أللهُ أكبر) আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবার, অর্থাৎ পেশসহ আছে। শায়খ তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, تلقيتم صحيح مسلم عن شيوخكم، عن شيوخهم إلي الإمام مسلم أنه روي الحديث بضم الراء، أو هو ضبط المطبعة ؟ অর্থাৎ "আপনি কি মুসলিম শরীফ আপনার উস্তাদ, তারা তাদের উস্তাদ এভাবে পরম্পরাসূত্রে ইমাম মুসলিম রহ. থেকে আকবার শব্দটি পেশযুক্ত অবস্থায় পড়েছেন? নাকি এটি প্রেসের দেয়া পেশ?" আমাদের শায়খ বলেন, এরপর লোকটি চুপ হয়ে গেল। আমিও চুপ করলাম। এরপর তিনি নামায আদায় করে চলে গেলেন।

এই ঘটনা থেকে জ্ঞানীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। সত্য কথা হলো এই লোকটির মাত্র একজন শায়খ রয়েছে, যিনি আলেপ্পোর একজন আলেম। সে তার ইজাযা বা অনুমতি গ্রহণ করেছে। তার নিকট থেকে সরাসরি ইলম অর্জন, সংশ্রব বা দীর্ঘদিন অবস্থান করে অধ্যয়ন করেনি। কাযী ইয়ায রহ. এর *আল-ইলমা-তে* (পৃ.২৮) রয়েছে, আব্বাসী খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে বললেন, আপনি ইবনে আবু দাউদের সাথে কথা বলুন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, আমি ঐ ব্যক্তির সাথে কিভাবে কথা বলবো, যাকে কখনও কোন আলেমের দরজায় দেখিনি। দেখুন, *আদাবুল ইখতেলাফ*, পৃ.১৬২ ও তার পরবর্তী আলোচনা।

সংশিষ্ট বিষয়ে ইমাম ইবনে কুতাইবা রহ. এর অতুলনীয় একটি আলোচনা রয়েছে। বিশেষভাবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু উদাহরণসহ আলোচনাটি তুলে ধরছি,

আল্লামা ইবনে কুতাইবা র. তাঁর *'তা'বিলু মুশকিলিল কুরআন'*-এর শুরুতে লিখেছেন,

"আল্লাহ তায়ালা আরবদেরকে ই'রাবের এমন একটি নেয়ামত দান করেছেন, যা তাদের ভাষা-সৌন্দর্য এবং শব্দ-বিন্যাসের জন্য অলঙ্কার স্বরূপ। কখনও একই জাতীয় দু'টি বাক্য বা ভিন্ন দু'টি অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এগুলো কাজে লাগে। যেমন, কর্তা ও কর্মপদ উভয়ের দিকে যখন ক্রিয়াপদের সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা থাকে, তখন ই'রাবই কেবল উভয়টির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যদি বক্তা তানবিনসহ এভাবে বলে, هَذَا قَاتِلٌ أَخِيْ, তখন এ শব্দের তানবিন প্রমাণ করে যে, লোকটি তার ভাইকে এখনও হত্যা করেনি। কিন্তু যদি তানবিন ছাড়া ইযাফাতের সাথে এভাবে বলে, هَذَا قَاتِلُ أَخِيْ তখন তানবিন না থাকাটা প্রমাণ করে যে, এ লোকটি তার ভাইকে হত্যা করে ফেলেছে। কুরআনের এ আয়াতটির ক্ষেত্রে-

فَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ

কেউ إِنَّا (ইন্না) এর স্থলে আন্না পড়লে অর্থ সম্পূর্ণ পালটে যাবে। তখন মূল ভাবও বিকৃত হবে। কউল এর পরে কেউ কেউ নসব দিয়ে থাকে যেমন যন এর পরে নসব দেয়া হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে, "আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ-অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন" তাদের এ বক্তব্যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেরেশান ও চিন্তিত। ইচ্ছাকৃত এ ধরনের পরিবর্তন কুফুরী। এ ধরনের কিরাত লাহনে জলী হওয়ার কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। মুক্তাদির জন্যও এধরনের ভুলের ক্ষেত্রে চুপ থাকা বৈধ নয়।

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ اليَوْمِ যারা হাদিসটিকে যজম হিসেবে বর্ণনা করেছে, তাদের এ বর্ণনার অর্থ হবে, কুরাইশী ব্যক্তি মুরতাদ কিংবা অন্যকে হত্যা করলেও তাকে হত্যা করা হবে না। যারা এটিকে রফা হিসেবে বর্ণনা করেছে, তাদের বর্ণনা অনুযায়ী অর্থ হবে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশীদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে মুরতাদ হয়ে হত্যার যোগ্য হবে না। এখানে অর্থের পরিবর্তন হয়েছে শুধু ই'রাবের পরিবর্তনের কারণে।

কখনও কখনও একই শব্দে হরকত তথা যের, জবর ও পেশের পরিবর্তনের কারণে অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন আরবরা বলে থাকে, رَجُلٌ لُعَنَةٌ । আইনের উপর সাকিনসহ বললে উদ্দেশ্য হয়, অভিশপ্ত লোক। অর্থাৎ লোকেরা তাকে অভিশাপ দেয়। এখন লোকটি যদি অন্যদেরকে অভিশাপ দেয় তখন আইনের উপর জবর দিয়ে رَجُلٌ لُعَنَةٌ বলা হয়।

মানুষ যদি কাউকে গালি দেয়, যাকে গালি দেয়, তাক সুব্বাতুন বলা হয়। আর ঐ ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে গালি দেয়, তখন তাকে সুবাবাতুন বলা হয়। একইভাবে যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়, তাকে হুজআতুন এবং কেউ যদি অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা করে তবে তাকে হুজাআতুন বলে। যাকে নিয়ে উপহাস করা হয়, তাকে সুখরাতুন বলে। যে অন্যকে নিয়ে উপহাস করে তাকে সুখারাতুন বলে। যাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা হয়, তাকে জুহকাতুন বলে। যে অন্যকে নিয়ে হাঁসে তাকে জুহাকাতুন বলা হয়। যাকে ধোঁকা দেয়া হয়, তাকে খুদআতুন এবং যে অন্যকে ধোঁকা দেয়, তাকে খুদাআতুন বলে।[৬৮]

ফেকাহ শাস্ত্রে মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কিছু বাস্তব সম্মত উদাহরণ নীচে উল্লেখ করা হলো,

কেউ শরয়ী পদ্ধতিতে একটি ছাগল জবাই করল। এবং ছাগলের পেট থেকে একটি বাচ্চা পাওয়া গেল। এ বাচ্চা জবাই ছাড়া খাওয়া বৈধ হবে নাকি তা জবাই করতে হবে?

এ বিষয়ে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিস রয়েছে, ذَكَاةُ الجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّه । এ হাদিসের ই'রাবের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। মূল মতানৈক্য হাদিসের দ্বিতীয় ذَكَاة শব্দ নিয়ে। এটা কি মারফু (পেশযুক্ত) নাকি মানসুব (জবরযুক্ত) পড়া হবে?

আলামা ইবনুল আসির তাঁর *'আন-নিহায়া'*-তে লিখেছেন, হাদিসটি রফা ও নসব উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। যারা একে রফাসহ পড়েছেন, তারা একে পূর্বের মুবতাদা এর খবর সাব্যস্ত করেছেন। তখন অর্থ হবে, বাচ্চার জবাই, তার মায়ের জবাই। অর্থাৎ মাকে জবাই করলে বাচ্চার জবাই এর জন্য যথেষ্ট হবে। নতুন করে জবাইয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

যারা হাদিসটিকে নসবসহ পড়েছেন, তারা বলেন, উহ্য ইবারত এরূপ, ذَكَاةُ الجَنِيْنِ كَذَكَاةِ أُمِّه হরফে জার হযফ করে মাজরুরকে মানসুব বি-নযইল খাফেজ এর ভিত্তিতে নসব দেয়া হয়েছে। অথবা উহ্য

[৬৮] উস্তাদ আব্দুল ওয়াহাবের এ বিষয়ে বৃহৎ কলেবরের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এর নাম রেখেছেন, *আসারুল লুগাহ ফি ইখতিলাফিল মুজতাহিদীন*।

ইবারত এরূপ, يُذَكَّيْ تَذْكِيَةً مِثْلَ ذَكَاةِ أُمِّه । এখানে মাসদার ও তার সিফতকে হযফ করে মুযাফ ইলাইহিকে তার কায়েম-মাকাম বানান হয়েছে। যারা নসব পড়েছেন তাদের নিকট বাচ্চা যদি জীবিত বের হয়, তবে তা জবাই করা আবশ্যক। কেউ কেউ উভয় যাকাত শব্দকে নসব পড়েছেন। তখন উহ্য ইবারত হবে, ذَكُّوْا الجَنِيْنَ ذَكَاةَ أُمِّه ।" [৬৯]

সুতরাং শেষ দুই বর্ণনা অনুযায়ী বাচ্চা হালাল হওয়ার জন্য তা জবাই করা আবশ্যক। প্রথম বর্ণনাটি দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। প্রথমত: মায়ের জবাই বাচ্চার জন্য যথেষ্ট হবে। বাচ্চাকে জবাই করার প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয়ত: মায়ের জবাই এর মতো বাচ্চাকে জবাই করা আবশ্যক হবে। এ অর্থটি তাশবিহে বালিগের এর পদ্ধতিতে সাব্যস্ত হবে। (তাশবিহে বালিগের ক্ষেত্রে হরফুত তাশবিহ এবং ওজহে শিবা উহ্য রাখা হয়)[৭০]

প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত তথা উভয় শব্দে পেশ এর বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ি গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানীফাসহ এক দল আলেম। ইবনে হাযাম যাহেরীও এমত গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকেই তার মাযহাবকে অন্যান্য দলিল দ্বারাও শক্তিশালী করেছেন।

কাজি ইয়াজ রহ. তার অতুলনীয় কিতাব 'আল-ইলমায়' শব্দের হরকত, সাকিন ও প্রকৃত রূপ সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করে লিখেছেন,

"ই'রাবের ভিন্নতার কারণে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। ১. যেমন রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস ذَكَاةُ الجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّه এর মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। হানাফীগণ দ্বিতীয় যাকাত শব্দে নসব দেয়াকে প্রাধান্য দিয়ে হুকুম দিয়েছেন যে, বাচ্চাকে নতুন করে জবাই করা আবশ্যক। হানাফি আলেমগ ছাড়া মালেকি ও শাফেয়ি আলেমগণ রফাকে প্রাধান্য দিয়ে বাচ্চার জবাইকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করেছেন এবং মায়ের জবাইকে বাচ্চা হালাল হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন।

২. রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস لاَ نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ এ হাদিসে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম সাদাকাতুন শব্দটি মুবতাদার খবর হিসেবে মারফু (পেশসহ) পড়েছেন। যার অর্থ

[৬৯] *আন-নিহায়া*, খ.২, পৃ.১৬৪।
[৭০] *আন-নুকাতুত ত্বরীফা, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী র.* পৃ.৬২।

হবে, নবিগণ পরিত্যক্ত সম্পদে মিরাস সাব্যস্ত হয় না, বরং তা সদকা। পক্ষান্তরে শিয়াদের ফিরকায়ে ইমামিয়া এটাকে তামীয হিসেবে মানসুব পড়ে থাকে। তখন অর্থ হবে, ঐ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নবিদের মিরাস সাব্যস্ত হবে না, যা তারা সদকা করেছেন (বরং যে সম্পদ তাদের মালিকানায় থাকবে তাতে মিরাস সাব্যস্ত হবে)। এ অর্থ গ্রহণ করলে নবি ও অন্যান্যদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না এবং নবিগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও প্রমাণিত হয় না। অবশ্য ইমাম নুহাস হাল হওয়ার ভিত্তিতে একে নসব দিয়েছেন।

৩. একইভাবে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি, هُوَ لَكَ عبد بن زمعَة। কিছু আলেম হরফে নেদা উহ্য মেনে عبد কে রফা দিয়েছেন এবং بن কে এর তাবে হিসেবে রফা ও নসব উভয়টা বৈধ বলেছেন। যেমন মুনাদা মুফরাদের সিফাতের ক্ষেত্রে জুম্মা ও ফাতাহ দুই ই'রাবই দেয়া যায়। হানাফীগণ عبد কে মুবতাদা সাব্যস্ত করে একে তানবিন দিয়েছেন, অর্থাৎ هُوَ الوَلَدُ لَكَ عَبْدٌ। এবং إبن زمعة কে মুনাদা মুযাফ হিসেবে নসব দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থ হবে, হে ইবনে যামআ, ছেলেটি তোমার গোলাম। আরবি ভাষায় এ জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এ বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فِيْ كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِيْ أَرْبَعِيْنَ بِنتُ لَبُوْنٍ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَه أَجْرُهَا وَ مَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذوْهَا وَ شَطْرَ مَالِه عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رِبَّنَا عَزَّ وَ جَلَّ، وَلَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْها شَيْءٌ

"চল্লিশটি পালিত উট থাকলে একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। উটের হিসাবে কোন পার্থক্য করা হবে না। কেউ যদি সওয়াবের আশায় নিজে যাকাত আদায় করে, তবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় করবে না, আমরা তার থেকে যাকাত উসুল করবো। সাথে সাথে শাস্তি হিসেবে তার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে নিব। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আবশ্যক বিধান। মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের জন্য এর কোন অংশ নেই।"[৭১]

[৭১] *আবু দাউদ*, খ.২, পৃ.২৩৩। হাদীস নং ১৫৭৫। *নাসায়ী শরীফ*, খ.৫, পৃ.১৫। হাদীস নং ২৪৪৪।

উক্ত হাদিসে شَطْرَ مَالِهِ শব্দ নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। শাতরুন শব্দটির ত্ব এর উপর সাকিন, শিন ও র এর উপর জবর দিয়ে পড়লে এটি মুযাফ। এবং পরবর্তী শব্দ তার মুযাফ ইলাইহি হবে। অথবা শিনের উপর পেশ, ত্ব তাশদীদ যুক্ত যের অর্থাৎ شُطِّرَ। তখন এটি মাজি মাজহুল এবং পরবর্তী অংশ তার নায়েবে ফায়েল হবে। ই'রাবের এ পার্থক্যের কারণে হাদিসের অর্থেও ভিন্নতা সৃষ্টি হবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে যে যাকাত দেবে না, তার থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং শাস্তি স্বরূপ অর্থেক সম্পত্তি নিয়ে নেয়া হবে। এটি প্রসিদ্ধ মত। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর উপর আমল করেন না।

এ হাদিস থেকে শাস্তিস্বরূপ অর্থের উপর জরিমানা করার বৈধতা সাব্যস্ত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এ হাদিসের উপর কিছুটা আমল করেছেন বলে বর্ণিত আছে। আলাহ্ তায়ালা ভাল জানেন।[৭২]

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা তথা মাজি মাজহুলের ক্ষেত্রে অর্থ হবে, তার সম্পদ দু'অংশ ভাগ করা হবে। যাকাত উসুলকারী তার ইচ্ছামত দু'অংশের মাঝে সর্বোত্তম অংশ গ্রহণ করবে। এই ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম ইবরাহিম হারবি। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল র. এর অন্যতম ছাত্র। তাঁর ইলম, যুহদ ও তাকওয়ার উপমা দেয়া হতো। তিনি প্রথম ব্যাখ্যা তথা ইযাফাতের পদ্ধতিকে বর্ণনাকারীর ভুল সাব্যস্ত করেছেন।

[৭২] *আল-হিসবাতু ফিল ইসলাম*, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র.। পৃ.৩১। *শরহুল কামুস*, আল্লামা মোর্তজা যাবিদি। মাদ্দা-শিন, ত্ব, র। *আত-তালখীসুল হাবীর*, খ.২, পৃ.১৬০। *ফাতহুল বারী*, খ.১৭, পৃ.১২৩।

দু'টি ভ্রান্তি অপনোদ

ইমামদের মতবিরোধের দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে দু'টি ভ্রান্তি নিরসন করা আবশ্যক মনে করছি। কেননা ভ্রান্তি দু'টি অনেকের মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসেছে।

১. ইমামদের প্রসিদ্ধ উক্তি, إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ (হাদিস সহিহ হলে সেটাই আমার মাজহাব)

২. কোন হাদিসের উপর আমল করার জন্য তা সহিহ হওয়াই যথেষ্ট।

প্রথম সন্দেহ:

ফেতনাবাজ শ্রেণি প্রথম উক্তি দ্বারা মারাত্মক ভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে। তারা প্রচার করে, ইমাম শাফেয়ি রহ.বলেছেন, হাদিস সহিহ হলে সেটিই আমার মাজহাব। বোখারি-মুসলিমের হাদিস বা অন্য কোন সহিহ হাদিস পেলে তারা বলে, এই হাদিসের উপর আমল করলে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রমাণিত একটি হাদিসের উপর আমল করা হবে। সেই সাথে প্রসিদ্ধ এক ইমামের মাজহাবের উপরও আমল হবে। তাদের এ বক্তব্য অনুযায়ী কারও পক্ষে এটা বলা সম্ভব হবে না যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সংকলিত কিতাবই হলো তাঁর মাজহাব।

উত্তর : উল্লেখিত উক্তি কেবল ইমাম শাফেয়ি রহ. ও অন্যান্য ইমাম থেকে বর্ণিত নয়; বরং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... এর মর্ম উপলব্ধিকারী এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রত্যেক মুসলমানের বক্তব্য এটি। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ইমাম শাফেয়ির রহ. উল্লেখিত উক্তিটি তার তাফসিরে সালাতুল উসতা হল আসরের নামাজ, এ আলোচনার শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বক্তব্যের পরে তিনি মন্তব্য হিসেবে লিখেছেন,

هَذَ ا مِنْ سِيَادَتِه وَ أَمَانَتِه، وَ هَذَا نَفَسُ إِخْوَانِه مِنَ الأَئِمَّة رَحِمَهُمُ الله وَ رَضِيَ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ

এটি তার বিশেষ আমানতদারি। ইলম ও দিনি বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এটা তাঁর ও সম-পর্যায়ের অন্যান্য ইমামের পথ ও পদ্ধতি। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হন।

হাফেজ আবু যুরআ ইরাকী তাঁর "আল-আজইবাতুল মুরজিয়্যা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

لاَ يَسُوْغُ عِنْدِيْ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهلِ الفَهْمِ وَ مَعْرِفَةِ صَحِيْحِ الحَدِيْثِ مِنْ سَقِيْمِه، وَ التَّمَكُّنِ مِنْ عِلْمَيِ الأُصُوْلِ وَ العَرَبِيَّةِ ، وَ مَعْرِفَةِ خِلاَفِ السَّلَفِ وَ مَأْخَذِهِم ، إِذَا وَجَدَ حَدِيْثًا صَحِيْحًا عَلَي خِلاَفِ قَوْلِ مُقَلِّدِه: أَنْ يَتْرُكَ الحَدِيْثَ وَ يَعْمَل بِقَوْلِ إِمَامِه

অর্থাৎ কেউ যদি তার অনুসরণীয় ইমামের বিপরীত কোন সহিহ হাদিস পায় তবে সে ইমামের বক্তব্য ছেড়ে সহিহ হাদিসের আমল করবে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, ১. এ ব্যক্তি সহিহ হাদিসকে গাইরে সহিহ থেকে পৃথক করার যোগ্যতা রাখবে। ২. আরবি ভাষা ও ইলমে উসুলের উপর গভীর জ্ঞান রাখবে। ৩. পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য ও তার উৎস সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হবে। এ বিষয়গুলোর উপর পারদর্শী ব্যক্তিই কেবল ইমামের বক্তব্য ছেড়ে হাদিসের উপর আমল করতে পারবে।[৭৩]

ইমামদের এজাতীয় উক্তির উদ্দেশ্য হলো, সংশিষ্ট হাদিসটি যখন ইমামের নিকট আমল যোগ্য হবে, তখন সেটা তার মাজহাব হবে। হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি উলামায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করবো। তারা এ বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট করেছেন এবং এটি কার জন্য প্রযোজ্য তাও উল্লেখ করেছেন।

হানাফি আলেমদের মধ্য থেকে আলামা ইবনুশ শিহনা আল-কাবীর হালাবী শায়খ ইবনুল হুমামের উস্তাদ ছিলেন। তিনি হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন,

إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ وَكَانَ عَلَيْ خِلاَفِ المذْهَبِ، عُمِلَ بِالحَدِيْثِ وَ يَكُوْنُ ذَلِكَ مَذْهَبَه، وَلاَ يَكُوْنُ مُقَلِّدُه عَنْ كَوْنِه حَنَفِيًّا بِالعَمَلِ بِه، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ-عَنِ الإِمَام أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّه قَال: إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَ قَدْ حَكَي ذَلِكَ إِبْنُ عَبْدِ البَر عَنْ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَغَيْرِه مِنَ الأَئِمَّةِ

[৭৩] *আল-আজইবাতুল মুরজিয়্যা*, পৃ.৬৮

“হাদিস সহিহ হলে তা মাজহাবের বিপরীত হলেও হাদিসের উপর আমল করা হবে। আর এটি হবে তার মাজহাব। মাজহাবের অনুসারী ব্যক্তি উক্ত হাদিসের উপর আমলের কারণে হানাফি মাজহাব থেকে বের হয়ে যাবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন, যখন হাদিস সহিহ হবে, সেটি আমার মাজহাব হবে। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য ইমাম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।”

আল্লামা ইবনে আবেদিন র. ইবনে শিহনার এ বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন,

وَنَقَلَهُ أَيْضًا الإِمَامُ الشَّعْرَانِي عَنِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ. وَلاَ يَخْفَي أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أهلًا للنَّظْرِ فِي النُّصُوْصِ ، وَ مَعْرِفَةِ مُحْكَمِهَا مِنْ مَنْسُوْخِها، فَإِذا نَظَرَ أَهْلُ المذْهَبِ فِيْ الدَّلِيْلِ وَ عَمِلُوا بِه صحَّ نِسْبَتُه إِلَي المذْهَبِ، لِكَوْنِه صَادِرًا بِإِذْنِ صَاحِبِ المذْهَبِ، إِذْ لاَ شَكَّ لَوْ عَلِمَ بِضُعْفِ دَلِيلِه رَجَعَ عَنْهُ وَاتَّبَعَ الدَّلِيلَ الأَقْوَيْ

“ইমাম শা’রানী রহ. উল্লেখিত উক্তিটি চার ইমাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর স্বত:সিদ্ধ বিষয় হল, উক্ত বক্তব্যটি একমাত্র তার জন্যই প্রযোজ্য, যে নস নিয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্য; মুহকাম হুকুমকে মানসুখ থেকে পার্থক্য করতে পারে। এখন মাজহাবের অনুসারী ব্যক্তি যদি দলিল নিয়ে যথেষ্ট গবেষণার পর তার উপর আমল করে, তবে সে উক্ত মাজহাবেরই অনুসারী থাকবে। কেননা তার এ কাজটি মাজহাব প্রবক্তার অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে। কেননা মাজহাব প্রবক্তা যদি তার দলিলের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হতেন তবে নি:সন্দেহে তিনি তা থেকে ফিরে শক্তিশালী দলিলের অনুসরণ করতেন।”[৭৪]

আল্লামা ইবনে আবেদিন র. আরও বলেছেন,

مَا صَحَّ فيْه الخبرُ بِلاَ مُعَارِضٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ لِلمُجْتَهِدِ وَ إِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِيْ الخُطْبَةِ عَنِ الحَافِظِ إِبْنِ عَبدِ البَرِ وَ العَارِفُ الشَّعْرَانِيْ عَنْ كُلٍّ مِنَ الأَئِمّةِ الأَرْبَعَةِ أَنَّه قَالَ: إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.

“কোন প্রকার বিরোধ ছাড়া যদি কোন হাদিস সহিহ হয়, তবে সেটি মুজতাহিদ ইমামের মাজহাব হিসেবে গণ্য হবে। যদিও তিনি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য না দিয়ে থাকেন। কেননা পূর্বে আমরা

[৭৪] *হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন*, খ.১, পৃ.৬৮

ভূমিকায় হাফেজ ইবনে আব্দুল বার ও ইমাম শা'রানী থেকে চার ইমামের প্রত্যেকের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তারা বলেছেন, হাদিস সহিহ হলে সেটিই আমার মাজহাব।"

আল্লামা ইবনে আবেদিন তাঁর *শরহু উকুদি রসমিল মুফতি-তে* ইবনে শিহনা র. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এবং এর উপর পূর্বের শর্তটি আরোপ করেছেন। এই শর্তের সাথে তিনি আরেকটি শর্তও যোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

وَأَقُوْلُ أَيْضًا : يَنْبَغِي تَقْيِيْدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا وَافَقَ قَوْلاً فِيْ المذْهَبِ، إِذْ لَمْ يَأْذَنُوْا فِيْ الإِجْتِهَادِ فِيْمَا خَرَجَ عَنِ المذْهَبِ بِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنا، لِأَنَّ إِجْتِهَادَهُمْ أَقْوَيْ مِنْ إِجْتِهَادِه، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ رَأَوْا دَلِيْلاً أَرْجَحَ مِنْ مَا رآه حَيَّ لَمْ يَعْمَلُوا بِه

"আমি বলি, ইমামদের বক্তব্যকে এই শর্তে আবদ্ধ করা উচিত যে, উক্ত রেওয়াতটি আমাদের মাজহাবের কোন বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে। কেননা আমাদের ইমামগণ যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সে বিষয়ে গবেষণা করে মাজহাব থেকে বের হওয়ার অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। কেননা ইমামদের ইজতিহাদ তার ইজতিহাদ থেকে শক্তিশালী। স্পষ্টত: ইমামগণ তার দলিলের চেয়ে উত্তম কোন দলিল পেয়েছেন, তাই তারা উক্ত রেওয়াতের উপর আমল করেননি।"[৭৫]

আমি এখানে দু'টি বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই,

১. একশ্রেণীর ধোঁকাবাজ ও ফেতনা সৃষ্টিকারী লোক 'হাশিয়াতু ইবনে আবেদিন' থেকে আলামা ইবনুশ শিহনা এর উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে থাকে। তারা মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে যে, ইবনে আবেদিন রহ. উক্ত বক্তব্যের উপর চুপ থেকেছেন। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, এটিই হানাফি মাজহাবের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য। বিশেষভাবে এটি ইবনে আবেদিন রহ. এরও মতামত। যিনি হানাফি মাজহাবের খাতেমাতুল মুহাক্কিকীন নামে খ্যাত।

তারা আলামা শা'রানীর কিতাব *আল-মিযানুল কুবরা* থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রেও একই কাজ করেছে। ইমাম শা'রানীর বক্তব্যকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের মতলব হাসিলের চেষ্টা করেছে। মানুষকে তারা এই বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, আল্লামা শা'রানীর মতো একজন বিশিষ্ট আলেম

[৭৫] *শরহু উকুদি রসমিল মুফতী*, খ.১, পৃ.২৪। *মাজমুউ রসাইলি ইবনে আবেদীন* দ্রষ্টব্য। উক্ত বক্তব্যের পর আল্লামা ইবনে আবেদীন র. বলেছেন, প্রয়োজন কিংবা অন্য কারণে কখনও কখনও আমাদের ইমামগণের ঐকমত্যপূর্ণ বিষয় ছেড়ে অন্য মাযহাব অবলম্বন করা হয়। যেমন, কুরআন শিখান বা অন্য কোন ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা।

ও সুফি, যার কথা মাজহাবে আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য, তিনি ইমামদের অনুসরণের ব্যাপারে এ কথা বলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইমাম শা'রানী উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যাপারে এদের কথা সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ। একটি সত্য বিষয়কে তারা বাতিলের আবরণে আবৃত করেছে।

২. আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. আল্লামা ইবনে শিহনা রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, وَلاَ يَخْفَي أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أهلًا অর্থাৎ ইমামদের বক্তব্য কেবল যোগ্য ক্ষেত্রেই লোকদের প্রযোজ্য। এই শর্তটি সীমাহীন গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। কেননা لاَ يَخْفَي শব্দটি বর্তমান আমাদের পরিভাষায় সুস্পষ্ট ও স্বত:স্ফূর্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. উক্ত শর্তযুক্তির বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এটি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উদাসীনতা বা ইতস্তত ভাব থাকা সমীচীন নয়।

বাদহি বা স্বত:স্ফূর্ত বিষয়ের উদাহরণ হলো, কেউ যখন বলে, সূর্য উদীয়মান, তখন এর দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায় এটি দিন, রাত নয়। তেমনিভাবে ইমাম যখন বলেন, হাদিস সহিহ হলে সেটাই আমার মাজহাব, একথা থেকে স্বত:স্ফূর্তভাবে বোঝা যায় যে, এটি মুজতাহিদদের জন্য প্রযোজ্য। যারা শরিয়তের বিষয়ে ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখে; নাসেখ ও মানসুখের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং মূর্খ, অর্ধশিক্ষিত ও ধোঁকায় নিপতিতদের জন্য কখনও এ অনুমতি নেই যে, তারা এই অন্যায় দুঃসাহস দেখাবে। ধোঁকায় নিপতিত ফেতনাবাজ এই শ্রেণী স্বত:সিদ্ধ এবিষয় থেকে উদাসীন রয়েছে।

শায়খ আব্দুল গাফফার উয়ুনুস সুদ হিমসি রহ. (জন্ম-সফর, ১২৯০ হি. মৃত্যু-২৭ রবিউস সানি, ১৩৪৯ হি.) একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুফাসসির। তিনি *দাফউল আওহাম-এ* আলামা ইবনে শিহনা এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং আল্লামা ইবনে আবেদিন র. এর উপর যে শর্তারোপ করেছেন, তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

لأنا نري في زماننا كثيرا ممن ينسب إلي العلم مغترا في نفسه ، يظن أنه فوق الثريا و هو في حضيض الأسفل، فربما يطالع كتابا من الكتب الستة-مثلا-فيري فيه حديثا مخالفا لمذهب أبي حنيفة فيقول: إضربوا مذهب أبي حنيفة علي عرض الحائط ، و خذوا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوي منه سندا، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به ، و هو لا يعلم بذلك , فلو فوض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقا: لضلوا في كثير من المسائل، وأضلوا من أتاهم من سائل

এটি অতি উত্তম শর্ত। কেননা বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। সে মনে করে যে, সে (ইলমের দিক থেকে) ছুরাইয়্যা তারকার উপরে রয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল, তার অবস্থান পাতালের তলদেশে। এরা সেহাহ্ সেত্তা থেকে কোন একটি হাদিসের কিতাব পড়ে। কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফার রহ. মাজহাবের বিপরীত কোন হাদিস পায়, তবে তারা বলে, 'আবু হানিফার মাজহাব দেয়ালে ছুঁড়ে মার, আর রসুলের হাদিস গ্রহণ করো। অথচ হাদিসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার অন্য কোন হাদিস থাকতে পারে। অথবা সুনিশ্চিত কোন কারণ রয়েছে, যার জন্য হাদিসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনটিই জানে না। এ শ্রেণির লোকদের হাতে যদি সাধারণভাবে হাদিস অনুসরণের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের কাছে যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পথচ্যুত করবে"[৭৬]

আমাদের সমাজে কিছু দায়ী রয়েছেন, যারা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করবেন, আপনারা এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন, যে রসুলের সুন্নাহের উপর আমল করার নির্দেশ দিচ্ছে। এবং সুন্নাহের আলোকে মানুষকে ফতোয়া দিচ্ছে? আমরা বলব, সে এ কাজের যোগ্য নয়। কেবল ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্যই সে সুন্নাহের উপর আমল করছে। এজন্যই আমরা তার ভ্রান্তির ফয়সালা দিয়েছি।

আমাদের পূর্বে এসব লোকের ভ্রষ্ট হওয়ার ফয়সালা দিয়েছেন, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব মিসরী। তিনি ইমাম মালেক (রহ:) ও ইমাম লায়স বিন সায়াদ (রহ:) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেছেন,

الحديث مضلة إلا للعلماء

"উলামায়ে কেরাম ছাড়া অন্যদের জন্য হাদিস ভ্রান্তির কারণ"[৭৭]

---

[৭৬] *দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম,* পৃষ্ঠা-১৫ । শায়খ আব্দুল গাফফার (রহঃ) "দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম" নামক একটি কিতাব রচনা করেন। এ কিতাব রচনার মূল কারণ ছিল, শামের তরাবুলুস শহরের এক লোক হোম্স শহরে আসে এবং শায়খকে বলে যে, আমাদের ওখানে একজন লোক রয়েছে, যার বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না সে কাফের। তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে তার কথার যুক্তি দেখাল যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না। আর যার নামায সহীহ হল না, সে কেমন যেন নামায পড়ল না। আর যে নামায পড়ল না, সে কাফের" তখন শায়খ আব্দুল গাফফার (রহঃ) এক বৈঠকে, দু'ঘন্টার মাঝে উক্ত কিতাব রচনা করে তরাবুলুস শহরের ঐ লোককে দিয়ে দেন।"

[৭৭] *তারতীবুল মাদারেক,* খ.১, পৃ. ৯৬

ইমাম আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী (রহ:) লিখেছেন,

قال الإمام إبن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (قال إبن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء) يريد: أن غيرهم قد يحمل شيئا علي ظاهره و له تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفي عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء، مما لا يقوم به إلا من استبحر و تفقه

"আল্লামা ইবনে উয়াইনা (রহ:) বলেছেন, ফকিহগণ ছাড়া অন্যদের জন্য হাদিস হল ভ্রান্তির কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অন্যরা হয়তো হাদিসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করবে। অথচ অন্য কোন হাদিস দ্বারা এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যদের নিকট হাদিসের দলিল অস্পষ্ট থাকতে পারে। অথবা সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কারণ থাকায় হাদিসটা আমলযোগ্য নয়। এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের আলেম ও ফকিহ ছাড়া অন্যরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়"[৭৮]

শাফেয়ি মাজহাবের উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে ইমাম নববি রহ. তাঁর *তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত-এ* উক্ত বক্তব্যের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"ইমাম শাফেয়ি র. সীমাহীন সতর্কতাবশত এ ওসিয়ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট সহিহ হাদিসের বিপরীত হলে হাদিসের উপর আমল করতে বলেছেন। এটি তাঁর থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মাজহাবের উলামায়ে কেরাম তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করেছেন। অনেক মাস-আলায় এর উপর আমলও করেছেন। যেমন, ফজরের আজানে তাসয়িব করা, অসুস্থতা বা এজাতীয় ওজরের কারণে হজে হালাল হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি রহ. উক্ত বক্তব্যের উপর আমল করার জন্য

[৭৮] *আল-জামে*, পৃষ্ঠা-১১৮

যে যোগ্যতার প্রয়োজন, বর্তমান সময়ে[৭৯] তা খুবই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে রয়েছে। বিষয়টি আমি *শরহুল মুহাজ্জাব* এর ভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছি।"[৮০]

ইমাম নববি রহ. *শরহুল মুহাজ্জাবের* ভূমিকায় যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো,

هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال : هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره ، وإنما هذا فيمن له رتبة الإجتهاد في المذهب ، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه ، ومأأشبهها ، وهذا شرط صعب قل من يتصف به ، وإنما اشترطوا ماذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك ، قال الشيخ أبو عمرو - هو الإمام ابن الصلاح - : ليس العمل بظاهر ماقاله الشافعي بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্যের অর্থ এই নয়, যে কেউ সহিহ হাদিস দেখলেই বলবে, এটি ইমাম শাফেয়ির রহ. মাজহাব এবং বাহ্যিক হাদিসের উপর আমল করবে। বরং এটি তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে সংশিষ্ট মাজহাবের মুজতাহিদ। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে, শাফেয়ি রহ. এই হাদিস সম্পর্কে অবগত হননি অথবা ইমাম শাফেয়ি রহ. হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন ইমাম শাফেয়ির রহ. সব কিতাব অধ্যয়ন করা হবে। এবং তাঁর কাছ থেকে যারা ইলম শিখেছেন, তাদের সব কিতাব অধ্যয়ন করা হবে। এটি

[৭৯] ইমাম নববী র. এর সময় ছিল ৬৩১-৬৭৬ হি.। এটি আমাদের সময় নয়। অনেক মোটামাথা লোক এ ধারণা করতে পারে যে, হয়ত ইমাম নববী র. এর সময় কোন অযোগ্য লোক ইজতেহাদের দাবী করেছিল, এজন্য তিনি তাদেরকে এ কথা বলেছেন। এটি উলামাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি বলব, সে সময়ের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের প্রথম সারিতে ছিলেন আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী রহ., ইমাম ইবনুস সালাহ রহ., দুই কুরতুবী (মুহাদ্দিস ও মুফাসসির), দুই ইবনুল মুনায়্যির, আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্তান, ইমাম যিয়া আল-মাকদিসি, মুয়াফফেক ইবনে কুদামা এবং এই শতকের শেষদিকে ইবনে দাকীক আল-ইদ রহ. (৬২৫-৭০২ হি.)। এধরণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের সম্মুখে এ ধরনের ফেতনা ও দ্বীন নিয়ে তামাশার মতো কোন বিষয়ের আবির্ভাব হলে অবশ্যই তারা তার প্রতিকার করতেন। এর আড়াই শ' বছর পরে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতীর রহ. সাথে তার সমকালীন উলামায়ে কেরামের কী ঘটেছে সে সম্পর্কে সকলেই অবগত। অথচ তিনি যে দাবী করেছিলেন সেটি একেবারে অবাস্তর ছিল না। কিন্তু যদি বর্তমান সময়ের মতো কোন ঘটনা ঘটে, যা আমার সাথে ঘটেছে? ঘটনাটি আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

[৮০] তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ.১, পৃ.৫১

একটি কঠিন শর্ত। অল্পসংখ্যক লোকই তা অর্জন করতে পারবে। ফকিহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো একারণে আরোপ করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. অনেক সহিহ হাদিসের উপর আমল করেননি। একটি হাদিস ত্রুটিযুক্ত, রহিত, সুনির্দিষ্ট অথবা হাদিসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় তিনি হাদিসের উপর আমল করেননি। অথচ তিনি এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং ইমাম শাফেয়ির রহ. সুনির্দিষ্ট দলিলের আলোকে অনেক সহিহ হাদিসের উপর আমল করেননি। হাফেজ আবু আমর ইবনুস সালাহ রহ বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. যা বলেছেন, তার উপর আমল করা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকিহের এ যোগ্যতা নেই যে, সে এককভাবে সহিহ হাদিসের উপর আমলের পদ্ধতি চালু করবে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. অনেক হাদিস সহিহ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণে ইচ্ছাকৃত তার উপর আমল করেননি। পরবর্তীতে যারা এগুলোর উপর আমল করেছে, তারা ভুল করেছে। যেমন আবুল ওয়ালিদ মুসা ইবনে আবিল জারুদ। তিনি ইমাম শাফেয়ির রহ. এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَ الْمَحْجُوْم। (যে শিঙা লাগায় এবং যাকে শিঙা লাগান হয় উভয়েরই রোজা ভেঙ্গে যাবে) এই হাদিসটি সহিহ। সুতরাং এটি ইমাম শাফেয়ি এর মাজহাব হিসেবে গণ্য হবে। উলামায়ে কেরাম ইমাম আবুল জারুদের এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা ইমাম শাফেয়ি রহ. হাদিসটি সহিহ হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আমল করেননি। হাদিসটির বিধান তার নিকট রহিত। ইমাম শাফেয়ি রহ. এটি রহিত হওয়ার কারণ ও প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।[৮১] [ইমাম নববি রহ. এর বক্তব্য ও ইমাম ইবনুস সালাহ এর উদ্ধৃতি শেষ হলো।] [৮২]

এখানে আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ. এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। ইমাম কাউসারি রহ. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, নীচের তিন ক্ষেত্রে ইমামের বক্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত।

১. আমাদের কাছে যখন স্পষ্ট হবে যে, ইমাম মাসআলাটি ইজতিহাদ ছাড়া অন্যের অনুসরণে বলেছেন।

২. যখন ইমামের বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্যটি সঠিক ও প্রামাণিক সাব্যস্ত হবে।

৩. ইমাম অন্য কারও বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। অথচ তার বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ভুল।

---

[৮১] আল-উম, খ.৮, পৃ.৫২৯, ইখতেলাফুল হাদীস অংশ দ্রষ্টব্য। আল-মাজমু,খ.৬, পৃ.৪০২

[৮২] আল-আজইবাতুল মুরজিয়্যা আনিল আসইলাতিল মক্কিয়া, হাফেয ওলীউদ্দীন আবু যুরআ ইরাকী রহ.। পৃ.৬৫।

এসব ক্ষেত্রে দলিল বিরোধী কোন বক্তব্য ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না। কেননা ইজতিহাদ তো সেক্ষেত্রেই বৈধ, যেখানে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই।

ইমাম ইবনুল জারুদের চেয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন ইমাম ইবনে হিব্বান। তিনি *সহিহ ইবনে হিব্বানে* লিখেছেন,

"এ কিতাবে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছি অথবা সুন্নাহ থেকে যে মাসআলা গ্রহণ করেছি এর সবই ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য। ইমাম শাফেয়ি রহ. তার লিখিত কিতাব থেকে ফিরে এসেছেন। যদিও সেগুলো তার প্রসিদ্ধ বক্তব্য। কেননা, আমি ইবনে খোযাইমাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম মুযানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেয়িকে বলতে শুনেছি 'তোমাদের নিকট যখন রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহিহ হাদিস পৌঁছবে, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং আমার কথা পরিত্যাগ করো।"[৮৩]

আমি জানি না, ইবনে হিব্বান কীভাবে এই দু:সাহস দেখালেন। তিনি কীভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর কিতাবসমূহকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে বলেছেন? সবাইকে তাঁর কিতাবে লিখিত মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলাকে শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হিসেবে গ্রহণের আহ্বান করেছেন! অথচ তাঁর এ দু:সাহসের ভিত্তি হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ একটি বক্তব্য।

আমরা ইবনে হিব্বান রহ. এর এ বক্তব্য সম্পর্কে বলব, বক্তব্যটি অন্যান্য ইমামদের থেকেও বর্ণিত আছে। সুতরাং আপনার এ মূলনীতি তাদের দিকেও সম্পৃক্ত করেন না কেন?

ইমাম যাহেদ আল-কাউসারি রহ. বলেন,

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, কেউ সহিহ হাদিস পেলে তা গ্রহণ করবে এবং ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পূর্বের সব বক্তব্য ছুঁড়ে ফেলবে। বরং এর অর্থ হলো, ইমামের শর্তানুযায়ী হাদিস সহিহ হলে এবং হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট হলে সেটা গ্রহণ করা হবে। নতুবা ইমামের মাজহাবের স্বকীয়তা অবশিষ্ট থাকবে না।[৮৪]

[৮৩] আল-ইহসান, খ.৩, পৃ.৪৩৫

[৮৪] ইমাম যাহাবী কৃত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর জীবনীর উপর তা'লীক। পৃ.৬৩।

উলামায়ে কেরাম ইমাম আবু মুহাম্মাদ জুয়াইনি রহ. এর উপর অভিযোগ করেছেন। কেননা তিনি ইমাম শাফেয়ির রহ. উক্ত বক্তবের উপর ভিত্তি করে একটি আশ্চর্যজনক নিয়ত করেন। তিনি ইচ্ছা করেছিলেন, তার দৃষ্টিতে সহিহ হাদিসকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব বলে উল্লেখ করবেন। অথচ অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসরা অবগত আছেন যে, তিনি যয়িফ হাদীসকেও সহিহ বলতেন এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে আহরিত মাসআলাকে ইমাম শাফেয়ির রহ. মাসআলা হিসেবে উল্লেখ করতেন। উলামায়ে কেরাম তাকে এ থেকে সাবধানও করেছেন।

ইমাম তকিউদ্দীন সুবকি রহ. এর একটি বিখ্যাত কিতাব আছে। কিতাবের নাম "মা'না ক্বাওলিল ইমামিল মুত্তালাবি, ইযা সাহহাল হাদিসু ফাহুয়া মাজহাবি।" তিনি এর শুরুতে ইমাম ইবনুস সালাহ ও ইমাম নববির রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। পূর্বে আমি তাঁদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। ইমাম সুবকি রহ. তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে লিখেছেন, "বিষয়টির জটিলতা বিশ্লেণষণ করেছি যেন কেউ এর দ্বারা ধোঁকায় পতিত না হয়।"[৮৫]

ইমাম সুবকি রহ. আরও লিখেছেন, "ইবনে আবুল জারুদের বক্তব্যের ত্রুটির কারণে তার সমালোচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর কথার সৌন্দর্য এবং তা অনুসরণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কারও দ্বিমত নেই। ইবনে আবুল জারুদের সঙ্গে আবুল ওয়ালিদ নিসাপুরি হাসসান বিন মুহাম্মাদ (মৃত-৩৪৯ হি:) একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তিনি সাইদ বিন আস রা. এর বংশধর ছিলেন। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। ইমাম শাফেয়ির রহ. উক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর শপথ করে বলতেন, যে শিঙা লাগায় এবং যাকে শিঙা লাগান হয় উভয়ের রোজা ভেঙ্গে যাবে। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। আমাদের মাজহাবের উলামায়ে কেরাম ইবনে আবুল জারুদের মতো তাকেও ভুল সাব্যস্ত করেছেন। কেননা ইমাম শাফেয়ি রহ. হাদিসটি সহিহ হওয়া সত্ত্বেও হাদিসের বিধান রহিত হওয়ার কারণে তার উপর আমলের ফতোয়া দেননি। পূর্বে আমরা বিষয়টা উল্লেখ করেছি। এগুলো এমন মাসআলা যেক্ষেত্রে কোন কোন মুজতাহিদ ভুল করে বসেন। তবে দলিলের ব্যাপকতার কারণে তাদেরকে ভুল সাব্যস্ত করা কঠিন।

আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালেক কারাজি রহ. অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের নামাজে কুনুত পড়তেন না। তিনি বলতেন, আমার নিকট

[৮৫] মা'না ক্বাওলিল ইমামিল মুত্তালাবি ইযা সাহহাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবি, পৃ.১০২।

বিশুদ্ধে সূত্রে রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস পৌঁছেছে যে, তিনি ফজরে কুনুত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম সুবকি রহ. বলেন, আমি কিছুদিন ফজরের নামাজে কুনুত পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। পরে জেনেছি, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফজরের নামাজে কুনুতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসটি রি'ল ও যাকওয়ানের উপর বদ-দোয়া ছিল। এটি ফজর ছাড়াও অন্যান্য নামাজে পড়া হতো। তবে ফজরের নামাজে রুকুর পরে সাধারণভাবে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুনুত ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে একটা হাদিস রয়েছে। হাদিসটি ইসা ইবনে মাহানের সূত্রে বর্ণিত। হাদিসটি সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। বিস্তারিত উল্লেখ করার জায়গা এটি নয়। সুতরাং আমি পুনরায় কুনুত পড়া শুরু করেছি। এসব ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ির রহ. বক্তব্যে কোন ত্রুটি নেই। বরং আমাদের কারও কারও বুঝতে ভুল হয়।"[৮৬]

এই বক্তব্যে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান আছে। ইবনে আবিল জারুদ ইমাম শাফেয়ি এর ছাত্র ছিলেন। ইলমের ক্ষেত্রে তার সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সকলেই অবগত। তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আলেম হলেন আবুল ওয়ালেদ নিসাপুরি। তিনি শুধু মুহাদ্দিস ছিলেন না, বড় মাপের ফকীহও ছিলেন। অথচ তিনি ইমাম শাফেয়ির রহ. দিকে এমন মাসআলাকে সম্পৃক্ত করেছেন, যার বিধান রহিত। একারণে ইমাম শাফেয়ি রহ. ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিয়েছেন। বিখ্যাত ইমামদের যদি এই অবস্থা হয়, তবে বর্তমান সময়ের তথাকথিত জ্ঞানীদের সম্পর্কে কী বলা হবে? তাদের জন্য কি এটা বৈধ হবে যে, তারা ইমাম শাফেয়ির রহ. উক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে নিজেদের বুঝকে ইমাম শাফেয়ির রহ. মাজহাব বলে চালিয়ে দেবে? অথচ তারা ইমাম শাফেয়ির রহ. একটি বক্তব্যও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়!

ইমাম আবুল হাসান কারাজি সম্পর্কে ইমাম সুবকি রহ. বলেছেন, তিনি বিশিষ্ট ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তার ছাত্র ইমাম সামআনী রহ. তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি মুত্তাকি, খোদাভীরু, আলেম, ফকিহ, মুফতি, মুহাদ্দিস, কবি ও সাহিত্যিক।[৮৭] তবুও তিনি হাদিস সহিহ হওয়ার কারণে ইমামের বক্তব্য পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ইমাম কারাজির উপর অভিযোগ করেছেন। যেমন ইমাম সুবকি *ত্বাবাকাতুশ শাফেইয়্যা*-তে তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তাঁর সামনে দু'টি পথ ছিলো। উভয়টি ছিল খুবই কঠিন। প্রথমত: কুনুত নিষিদ্ধ হওয়ার

[৮৬] প্রাগুক্ত।

[৮৭] ত্বাবাকাতুশ শাফিয়্যা, খ.৬. পৃ.১৩৮

হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ কুনুত না পড়াকে ইমাম শাফেয়ির রহ. মাজহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।'

একইভাবে ইমাম সুবকি রহ. প্রথম দিকে ইমাম শাফেয়ির রহ. মাজহাব অনুযায়ী ফজরের নামাজে কুনুত পড়তেন। অতঃপর যখন ইমাম আবুল হাসান কারাজি রহ. এর ঘটনা অবগত হন। তখন কুনুত পড়া ছেড়ে দেন। কিন্তু পুনরায় তিনি কুনুত পড়ার মত গ্রহণ করেন। ইমাম সুবকি রহ. এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছিলেন, যাকে মুজতাহিদে মুতলাক অথবা মুজতাহিদ ফিল মাজহাবের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাঁর সমকালীন ইমাম যাহাবি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য রাখা সত্ত্বেও ইমাম সুবকি রহ. কে হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে সে যুগের ইমাম ও শায়খ বলে সম্বোধন করেছেন। ইমাম সুবকি রহ যখন দামেস্কের উমাইয়্যা মসজিদের খতিবের পদ অলংকৃত করেন, তখন ইমাম যাহাবি রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন,

لِيَهن المنبر الأُمَوِي لما علاه الحاكم البحر التقي

شيوخ العصر أحفظهم جَمِيْعًا وَ أَخْطَبُهُم وَ أَقْضاهُم علي

উমাইয়্যা মিম্বারের জন্য মোবারকবাদ। কারণ এর উপর এমন একজন আসীন হয়েছেন যার নাম তকিউদ্দীন। তিনি ইলমের সমুদ্র। হাদিস মুখস্থের ক্ষেত্রে সমকালীন শায়খদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। তাদের মাঝে সর্বোত্তম বক্তা, সর্বোত্তম ফয়সালা কারী।

ইমাম সুবকি রহ. এর মতো এমন ইলমী ব্যক্তিত্ব যদি দ্বিধায় পড়ে থাকেন, তবে কি সাধারণ কারও জন্য বৈধ হবে যে, সে ইমাম শাফেয়ির রহ. উক্ত বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে তার উপর আমলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে? বরং এর মাধ্যমে সে নিজেকে এবং অন্যান্যদেরকে পেরেশানী ও সংশয়ে ফেলবে। অথচ মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেবে যে, সে একজন গ্রহণযোগ্য ইমামের বক্তব্যের উপর আমল করছে।

ইমাম সুবকি রহ. উক্ত কিতাবে ইমাম আবু শামা মাকদিসি থেকে সংশিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘ একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বক্তব্যের সূচনা করেছেন এভাবে, "ইমাম আবু শামা রহ. ইমাম ইবনুস সালাহ এর ছাত্র ও ইমাম নববি রহ. এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি হাদিস অনুসরণের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বলেন,

وَلاَ يَتَأَتِي النهوض بهذا إلاَّ مِنْ عَالِمٍ مُعْلُوْمِ الإِجْتِهَادِ، وَهُوَ الذِيْ حَاطَبَهُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله بِقَوْلِهِ: إِذا وَجَدْتُمْ حَدِيْثَ رَسُوْلِ الله صَلي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ علي خِلاَفِ قَوْلِي فَخُذُوْا بِه وَ دَعوا ما قُلْتُ، وَ لَيْسَ هَذَا لِكُلِّ أَحَدٍ.

ইমাম শাফেয়ির রহ. কেবল মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, 'আমার বক্তব্যের বিপরীতে রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস পেলে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস গ্রহণ করো এবং আমার কথা পরিত্যাগ করো। সুতরাং এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং প্রসিদ্ধ মুজতাহিদগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।"[৮৮]

ইমাম বোখারি রহ. *সহিহ বোখারিতে* হজরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন হাত উত্তোলন করতেন।

বোখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারিতে* রয়েছে, আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. উক্ত হাদিসের উপর আমল করেননি। কিন্তু বিশ্বস্ত রাবির অতিরিক্ত বক্তব্য গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর মূলনীতি অনুযায়ী এটা গ্রহণ করা জরুরি ছিল। ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. বলেন, এটি সুন্নত; যদিও ইমাম শাফেয়ি রহ.তা উল্লেখ করেননি। কেননা, এ হাদিসের সনদ সহিহ, আর তিনি বলেছেন, তোমরা হাদিসের উপর আমল করো এবং আমার কথা পরিত্যাগ করো।

ইমাম ইবনে দাকীক আল-ঈদ রহ.বলেছেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী এটি মোস্তাহাব হওয়া উচিত। কেননা, তিনি রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলন সুন্নত বলেন। তবে إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ (হাদিস সহিহ হলে সেটাই আমার মাজহাব) শুধু এই বক্তব্যের কারণে এটাকে ইমাম শাফেয়ি এর মাজহাব হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

মৌলিক কথা হলো, ইমাম শাফেয়ির রহ. উক্ত বক্তব্যের উপর তখনই আমল করা হবে, যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, তিনি উক্ত হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু তিনি যদি হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকেন, অথবা কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহলে উক্ত বক্তব্যের উপর আমল বিশুদ্ধ নয়। আলোচ্য মাস-আলায় বিষয়টি সম্ভাবনাময়। [ফাতহুল বারির বক্তব্য শেষ হলো]

[৮৮] মা'না ক্বাওলিল ইমামিল মুত্তালাবি ইযা সাহহাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবি, পৃ.১০৬।

উপর্যুক্ত ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুত্তাকিদের গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. উক্ত বক্তব্য দ্বারা কোন স্তরের উলামায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করেছেন। তার উদ্দেশ্য কখনও সেসব লোক ছিলো না যারা ইলম বঞ্চিত ও উলামায়ে কেরামের সমালোচনায় লিপ্ত; এরপরও নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে আত্মতুষ্ট। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই নয়।

মালেকি মাজহাবের আলেমদের মধ্য থেকে প্রখ্যাত উসুলবিদ ইমাম শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস কারাফি রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর *শরহুত তানকিহে* লিখেছেন,

"শাফেয়ী মাজহাবের অনেক ফকিহ উক্ত বক্তব্যের উপর নির্ভর করে যে কোন হাদিসকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এ ধরনের কথা বলা নিতান্ত ভুল। কেননা সহিহ হাদিসের জন্য তার বিপরীতমুখী দলিল থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি। আর হাদিসটি তার বিপরীত দলিল থেকে মুক্ত কি না, সেটা নির্ভর করে এমন মুজতাহিদের উপর যিনি শরিয়তের দলিল নিয়ে গবেষণা ও ইজতেহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রাখেন। তিনিই কেবল বলতে পারবেন যে, এ হাদিসের বিপরীত কোন দলিল নেই। এক্ষেত্রে মুজতাহিদে মুতলাক ব্যতীত অন্যের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং শাফেয়ি মাজহাবের এসব আলেমের সর্বপ্রথম অন্বেষণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তথা ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। এরপর তাদের ফতোয়া প্রকাশ করা উচিত।"[৮৯]

আমরা যদি হাদিস সহিহ হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের দিকে কোন মাসআলাকে সম্পৃক্ত করতে চাই, তবে পূর্ণ অন্বেষণ ব্যতীত তা বৈধ হবে না। সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া জরুরি যে, এই হাদিসের বিপরীত কোন দলিল নেই। বিপরীতমুখী দলিল না থাকার সুনিশ্চিত জ্ঞান তখনই অর্জিত হবে, যখন পূর্ণ শরিয়ত নিয়ে গবেষণা ও অন্বেষণ করা হবে। শুধু দু'একটি হাদিস নিয়ে গবেষণা করাটাই যথেষ্ট নয়। আর এটি শুধু মুজতাহিদের পক্ষে সম্ভব। অন্য কারও জন্য নয়।

মালেকি মাজহাবের ইমাম কারাফি রহ. উক্ত বক্তব্য থেকে অপর মালেকি আলেম আবু বকর মালেকি রহ. এর একটি বক্তব্য মনে পড়লো। বিখ্যাত ইমাম আসাদ বিন ফুরাত রহ. মদিনায় ইমাম মালেকের রহ. ছাত্র ছিলেন এবং বাগদাদে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এরও ছাত্র ছিলেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আবু বকর মালেকি রহ. বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

[৮৯] শরহুত তানকীহ , পৃ.৪৫০।

"আসাদ রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বাগদাদ ও মদিনা বাসীর বক্তব্যের মাঝে তুলনা করতেন। যার বক্তব্য তার কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতো, সেটা গ্রহণ করতেন। এটা তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের জন্য শোভা পায়। কেননা তিনি (১) গভীর ইলম অর্জন করেছেন। (২) তা নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও ইজতিহাদ করেছেন। (৩) অনেক মুহাদ্দিস ও ফকিহের সান্নিধ্যে থেকে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।"[৯০]

উল্লেখিত যে তিনটি কারণে তিনি যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, তা নিয়ে একটু চিন্তা করুন অর্থাৎ অগাধ জ্ঞানার্জন, তা নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা এবং অধিক সংখ্যক উস্তাদের সংশ্রব।

যদি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও বিভিন্ন শর্তারোপ না করা হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি হাদিস সহিহ হলেই কোন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করে বলবে, এটা অমুক ইমামের মাজহাব। অন্য একটি হাদিস সহিহ হলে অপর কোন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করবে। উল্লেখিত হাদিসের বিপরীতে কোন হাদিস সহিহ হলে উক্ত ইমামদ্বয়ের কোন একজনের দিকে বিপরীতমুখী বক্তব্য সম্পৃক্ত করবে। এভাবে বৈপরীত্য ও সংশয়ের কোন সীমা থাকবে না। এই একটি কথার উপর আমল করতে গিয়ে দীনের মধ্যে মহা ফিতনার উদ্ভব হবে। এই বিভ্রান্তি ও সংশয় আরও বেড়ে যাবে যখন কেউ কোন সহিহ হাদিস পেলে ঐ বিষয়ের উপর ইজমার দাবি করবে। কেননা, إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ (হাদিস সহিহ হলে সেটাই আমার মাজহাব) এটি তো সকল আলেমের বক্তব্য, সেই সাথে প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানেরও বক্তব্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ কামনা করি।

স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে যে, এধরণের বক্তব্য দ্বারা ইমামগণ এবং তার অনুসারীদের মূল উদ্দেশ্য কী?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, বিশিষ্ট উসুলবিদ ও ফকিহ আলামা হাবীব আহমাদ কিরানবি রহ.। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ই'লাউস সুনান* এর দ্বিতীয় ভূমিকা *ইনহাউস সাকান* নামে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি এটি *ক্বাওয়াইদুন ফি উলুমিল হাদিস* নামে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি বলেন,

"ইমামদের এসব বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি মহান সত্য তুলে ধরা। তা হলো, শরিয়তে একমাত্র রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হলো দলিল ও হুজ্জত। সুতরাং তোমরা আমার কথাকে একক কোন দলিল মনে করো না। আমি প্রত্যেক ঐ কথা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি, যা রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথার বিপরীত বলেছি।

[৯০] রিয়াজুন নুফুস, খ.১, পৃ.১৮১।

এই বাস্তবতা প্রকাশের দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, প্রত্যেক সহিহ হাদিস ইমাম শাফেয়ির রহ. এর বক্তব্য হিসেবে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিন। এবং এজাতীয় বক্তব্য দ্বারা ধোঁকায় পড়বেন না।"[৯১]

সুতরাং প্রথম সন্দেহ অপনোদনে আল্লামা ইবনে আবেদিন, আলামা ইবনুস সালাহ, তাঁর ছাত্র আবু শামা, আবু শা'মার ছাত্র ইমাম নববি এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কারাফি ও ইমাম সুবকি রহ. এর বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ইজতেহাদের পুর্ণ যোগ্যতা অর্জন ছাড়া কোন মাস-আলার হুকুম ইমাম শাফেয়ি বা অন্য কোন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, সহিহ হাদিস পেলেই তা কোন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। কখনও এটা বলা উচিত হবে না যে, হাদিসটি ইমাম শাফেয়ি রহ. বা অন্য কোন ইমামের মাজহাব; উক্ত হাদিসের উপর আমল করলে সে একজন গ্রহণযোগ্য ইমামের বক্তব্যের উপরও আমল করবে।

এবিষয়টিও স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী কিছু উলামায়ে কেরাম উক্ত বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থের উপর আমলের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কেরাম তাদেরকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। কারণ তাদের দেয়া মাসআলাগুলো বৈপরীত্য ও সংশয়ের শিকার হয়েছে। সুতরাং বুদ্ধিমান লোকদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। জেনে রাখা দরকার, সাধারণ ও অবুঝ লোকদের কাছে সুন্নাহের অনুসরণের শ্লোগান দিয়ে আল্লাহর সম্মানিত এ দীনকে তামাশার বস্তু বানানোর বিষয়টি কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তবে আমরা ইমাম শাফেয়ির রহ. বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থের বাস্তবতা অস্বীকার করছি না। এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ইমাম শাফেয়ি রহ. নিজের বক্তব্য সহিহ হাদিস পাওয়ার উপর নির্ভরশীল করেছেন। যেমন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিস مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي অর্থাৎ আপনি যেখানে আমাকে বাধা দেবেন সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব (যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন ওজরের কারণে হজের সফর অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়, তবে ইহরাম বাঁধার সময় এ জাতীয় শর্ত করা যাবে)। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এটি সেসব স্থানের একটি যেখানে ইমাম শাফেয়ি রহ. নিজের বক্তব্য

[৯১] পৃ.৫৭-৫৮, পৃথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ.৬৪।

সহিহ হাদিসের অনুগামী বানিয়েছেন। আমি এজাতীয় হাদিসগুলো পৃথক কিতাবে সংকলন করেছি। এবং হাদিসগুলোর উপর বিশদ আলোচনা করেছি।"[৯২]

প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি রয়েছে। সুতরাং কারও জন্য নিজের অবস্থানের চেয়ে উচ্চসীমায় প্রবেশ করে সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়। উক্ত আলোচনার পর আমি বলবো, আমাদের জন্য কি সমীচীন নয় যে, আমরা অন্যের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো? তারা ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় আমাদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে থেকেও এ ধরনের ভুলের শিকার হয়েছেন। অতএব, প্রত্যেকেই পূর্ব থেকে যে ইমামের অনুসরণ করছে, তাঁর অনুসরণে মগ্ন থাকা উচিত নয় কি?

এই কিতাবের প্রথম সংস্করণের এই বাক্যের উপর অনেকে অভিযোগ করেছে যে, এর দ্বারা তো তাকলিদ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ উলামায়ে কেরামের নিকট মুকালিদ ব্যক্তি মূর্খসদৃশ। আবার উক্ত লেখক দু'পৃষ্ঠা না যেতেই স্ববিরোধীতা করে লিখেছেন, "যাদের মধ্যে ইজতেহাদের শর্তগুলো পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না, তাদের উদাহরণ হলো বর্তমান সময়ের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম।" সুতরাং সে স্বীকার করল যে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ আলেম মুকাল্লিদ। এক্ষেত্রে সে ইজতেহাদের শর্ত পূর্ণভাবে না পাওয়ার কারণে আলেমদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করছে। এধরণের স্ববিরোধীতা কেবল মূর্খ ব্যক্তিই করে থাকে। (এ ধরনের স্ববিরোধীতার কী প্রতিকার আছে? সে উলামায়ে কেরামকে আলেমও বলছে আবার ইজতেহাদের শর্ত পূর্ণভাবে না পাওয়ায় মূর্খও বলছে!)

তার এ স্ববিরোধীতার দৃষ্টান্ত এরূপ, কেউ কোটি টাকার সোনার মালিকের আলোচনা করতে গিয়ে বলল, অমুকের নিকট এ পরিমাণ স্বর্ণ নেই। যখন তার নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে তার নিকট কী পরিমাণ আছে? সে বলল, সে এতটা দরিদ্র যে একদিন ভালভাবে তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না। আপনি যখন তার দু'টো কথার মধ্যে তুলনা করবেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলবেন যে, যার কাছে একদিনের খাবার নেই, তার সম্পর্কে কি একথা বলা যায় না যে, সে কোটি টাকার সোনার মালিক নয়?

এই নির্বোধ লোকটি এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করে মুকাল্লিদকে মূর্খ বলছে আবার আলেমের মাঝে ইজতেহাদের পূর্ণ শর্ত না পাওয়ার কারণে তাকেও মূর্খ বলছে। সত্য কথা হলো, যে পূর্ণতার নিকটবর্তী সে যেমন এখনও পূর্ণতায় পৌঁছয়নি, তেমনিভাবে যে আলিফ-বাও জানে না সেও পূর্ণতায়

[৯২] ফাতহুল বারী, খ.৪, পৃ.৩৮০।

পৌঁছয়নি। সুতরাং পূর্ণতা অর্জন না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। এ দুয়ের মাঝে এমন কী পার্থক্য রয়েছে?

এ লোকটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ঘটনা থেকে অন্ধ রয়েছে। ঘটনাটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. *আল-মুসাওয়াদা-তে* এবং তাঁর ছাত্র আলামা ইবনুল কাইয়্যিম *ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন-এ* উল্লেখ করেছেন, "একদা একব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ:) কে জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি এক লাখ হাদিস মুখস্থ করে, তবে সে কি ফকিহ হতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি দুই লাখ হাদিস মুখস্থ করে? ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, না। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো, যদি সে তিন লাখ হাদিস মুখস্থ করে? তিনি বললেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, কেউ যদি চার লাখ হাদিস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফকিহ হতে পারবে? এবার তিনি হাত নাড়ালেন। অর্থাৎ এখন হয়তো সে ফকিহ হতে পারবে।

এরপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ইবনে শাকেলার রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমি জামে মানসুরে ফতোয়া দেয়ার জন্য মজলিশ করতাম। এক বৈঠকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, "তুমি নিজেই তো এ পরিমাণ হাদিস মুখস্থ করোনি। অথচ তুমি ফতোয়া দিচ্ছো? আমি তাকে বললাম, আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ করুন! যদিও আমি নিজে এ পরিমাণ হাদিস মুখস্থ করিনি, কিন্তু যে এ পরিমাণ হাদিস মুখস্থ করেছে, তার কথা অনুযায়ী ফতোয়া দিচ্ছি। তিনি এ পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি হাদিস মুখস্থ করেছেন।" অর্থাৎ তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কথা অনুযায়ী ফতোয়া দিচ্ছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. সাড়ে সাত লাখ হাদিস বাছাই করে মুসনাদে আহমাদ রচনা করেছেন।[৯৩]

এ দু'টি ঘটনা উল্লেখের পর, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন,

"মুফতি যখন তার ইমামের বক্তব্য অনুযায়ী ফতোয়া দেবে, তখন সে ইলমের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিলো। প্রকৃতপক্ষে সে ইমামের বক্তব্য অন্যের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। সুতরাং সে ইলমের পরিধি থেকে বের হবে না।"

[৯৩] আল–মুসাওয়াদা, পৃ. ৫১৬, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ.১, পৃ.৪৫

“আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. তামহীদে উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি রহ. একদা তাঁর ছাত্র ইউনুস বিন ইয়াযিদ আইলিকে বললেন, আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু আহারের দ্বারা ওজু ভঙ্গের মাস-আলায় তুমি আমার অনুসরণ করো এবং ওজু করো। ইউনুস বিন ইয়াযীদ রহ. বললেন, না। আমি সাইদ বিন মুসায়্যাবকে ছেড়ে আপনার অনুসরণ করব না। তখন ইবনে শিহাব যুহরি রহ. চুপ রইলেন।”[৯৪]

এটিই মূলত: তাকলিদ বা কোন ইমামের অনুসরণ। এর দ্বারা একজন আলেম ইলমের সীমা থেকে এবং ইলম অনুযায়ী আমল থেকে বের হয়ে মূর্খতার স্তরে নেমে যান না। এটি যদি ভুল ও ভ্রষ্টতা হতো, তবে ইবনে শিহাব যুহরি রহ. চুপ থাকতেন না। সুতরাং আসল মূর্খ কে?

প্রকৃত মূর্খ তো সে-ই যে একটি প্রসিদ্ধ পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। আমীকে (মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি) সে জাহেল বা মূর্খের সমার্থক মনে করেছে। আমরা আলাহর নিকট নিরাপত্তা ও মুক্তি কামনা করি।

أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ عِلْمًا و عَمَلا و خُلُقًا

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে, ইলম, আমল ও আখলাকে যেন মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত না হই।

দ্বিতীয় সন্দেহ

দ্বিতীয় সন্দেহটি হলো, অনেকের ধারণা হাদিসের উপর আমলের জন্য হাদিস সহিহ হওয়া যথেষ্ট। যারা এ বক্তব্যের প্রবক্তা তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণ আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে যখন কোন হাদিস সহিহ হবে, সেটি আমলের জন্য যথেষ্ট হবে। কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে রসুলের সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহিহ হাদিস পাওয়া সত্ত্বেও তার উপর আমল করতে বিলম্ব করবে। যেমন পূর্বে ইমাম শাফেয়ির রহ. বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ইমাম হুমাইদীকে রহ. বলেছেন, আমি কি গির্জা থেকে বের হয়েছি যে, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস অনুসরণ করবো না?

[৯৪] আত-তামহীদ, খ.৩, পৃ.২৩৬-২৩৭।

দ্বিতীয় কথা হলো, মাখলুকের মাঝে যারা নিষ্পাপ নয়, তাদের অনুসরণও আবশ্যক নয়। ইলমের দিক থেকে যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন না কেন নিষ্পাপ না হলে তাঁর অনুসরণ জরুরি নয়।

উত্তরে আমরা বলব, এখানে মৌলিক বিষয় দু'টি।

১. হাদিস সহিহ হলে তা আমলের জন্য যথেষ্ট।

২. আমাদেরকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্য কারও অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়নি।

প্রথম বাক্যের উত্তরটি إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ (হাদিস সহিহ হলে সেটাই আমার মাজহাব) এর উত্তর থেকে স্পষ্ট। সুতরাং হাদিস সহিহ হলে তা আমলের জন্য যথেষ্ট, এ কথার অর্থ হলো হাদিস আমলের যোগ্য হতে হবে। হাদিস আমলযোগ্য হওয়ার জন্য সনদ ও মতনগত বিশুদ্ধতার পাশাপাশি আরও অনেক শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যেমন, হাদিসটি উসূল ও হাদিসের মৌলিক শর্তের ভিত্তিতে আমল যোগ্য হওয়া। তাকরীবুত তাহযীব থেকে রাবির জীবনী দেখে নিলেই হাদিস আমলযোগ্য হয়ে যায় না। যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। অথচ হাদিসের সাথে সংশিষ্ট সকল মৌলিক ও শাখাগত ইলম অর্জন ছিল এ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের কাছে যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা এ ধরনের ভ্রান্তি ফেকাহকে ধ্বংসের পূর্বে মূল সুন্নাহকেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতো।

ইবনে আবি খাইসামা *শরহু ইলালিত তিরমিযি-তে* [৯৫] এবং আলামা আবু নুয়াইম *হিলইয়াতুল আউলিয়া-তে*[৯৬] হজরত ঈসা বিন ইউনুসের সূত্রে হজরত আ'মাশ থেকে, তিনি হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

إني لأسمع الحديث فأنظر الى ما يؤخذ به فأخذ به وأدع سائره

আমি হাদিস শ্রবণ করি, অত:পর দেখি এর মাঝে কোনটা গ্রহণ করা যায়। গ্রহণযোগ্য হলে তার উপর আমল করি এবং অবশিষ্টগুলো পরিত্যাগ করি।

[৯৫] শরহু ইলালিত তিরমিযি, খ.১, পৃ.৪১৩।
[৯৬] হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ.৪, পৃ.২২৫।

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. নিজ সনদে বিখ্যাত মুজতাহিদ ইবনে আবি লাইলা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع

"হাদিসের উপর কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ হবে না যতক্ষণ না সে হাদিসের কিছু অংশ গ্রহণ করবে এবং কিছু পরিত্যাগ করবে।"[৯৭]

আল্লামা আবু নুয়াইম রহ. আমীরুল মু'মিলেন ফিল হাদিস ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদির রহ. জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم بمخارج العلم

"কেউ হাদিসের ইমাম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে হাদিসের মাঝে কোনটি সহিহ এবং সহিহ নয়, সেটা নির্ণয় করতে পারবে এবং দলিলের ক্ষেত্রে কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি পরিত্যাজ্য তা নির্ধারণ করতে পারবে। সেই সাথে ইলমের উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করবে।"[৯৮]

ইবনে হিব্বান রহ. নিজ সনদে আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

لقيت ثلاث مائة عالم وستين عالما ، ولولا مالك والليث لضللت في العلم

"আমি তিনশ' ষাট জন আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছি। কিন্তু যদি ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম লাইস রহ. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হতো তবে আমি গোমরাহ হয়ে যেতাম।"[৯৯]

ইবনে হিব্বান রহ. তার থেকে আরও বর্ণনা করেছেন,

[৯৭] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওফাযলিহি, খ.২, পৃ.১৩০।
[৯৮] হিলয়াতুল আওলিয়া, খ.৯, পৃ.৩
[৯৯] আল-মাজরুহীন, খ.১, পৃ.৪২।

اقتدينا في العلم بأربعة : اثنان بمصر واثنان بالمدينة : الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث بمصر ; ومالك والماجشون بالمدينة ، ولولا هؤلاء لكنا ضالين.

"আমি ইলম অর্জনে চারজনের অনুসরণ করেছি। দু'জন মিশরের এবং দু'জন মদিনার। ইমাম লাইস বিন সা'দ এবং আমর বিন হারেস ছিলেন মিশরীয়। ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম মাজিশুন ছিলেন মদিনার অধিবাসী। তারা যদি না থাকতেন, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।"

ইমাম ইবনে আবি হাতেম এবং ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. তাঁর থেকে এজাতীয় বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। আল্লামা কাউসারি রহ. ভ্রষ্টতার কারণ বিশ্লেষণ করে উক্ত বক্তব্যের উপর *আল-ইনতেকা-এ* টীকা সংযোজন করেছেন। ইবনে আসাকির রহ. নিজ সনদে ইবনে ওহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালেক বিন আনাস এবং লাইস বিন সা'য়াদ যদি না থাকতেন, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমি ধারণা করতাম রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোর উপর আমল করা হবে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। ইমাম কাউসারি রহ. বলেন, ফিকাহ থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক রাবির ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে, যারা কোন হাদিসটি আমলযোগ্য এবং কোনটি আমলযোগ্য নয়, তা পার্থক্য করতে পারত না।" [১০০]

কাজি ইয়াজ রহ. ইবনে ওহাব রহ. এর বক্তব্যটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

قال ابن وهب: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني. فكنت أعرض ذلك على مالك والليث، فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا.

"ইমাম ইবনে ওহাব রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে ইমাম মালেক ও লাইস বিন সা'য়াদের মাধ্যমে রক্ষা না করতেন, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কীভাবে? তিনি বলেন, আমি অনেক হাদিস বর্ণনা করতাম। ফলে আমি পেরেশান হয়ে যেতাম।[১০১] তখন আমি

[১০০] ইমাম হাযেমী রহ. কৃত শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা এর উপর ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী রহ. এর টীকা সংযোজন। পৃ.৩৬।

[১০১] ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী রহ. তাঁর ত্ববকাতে ইমাম আহমাদ বিন সালেহ আল-মিসরী থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওহার রহ. এক লাখ বিশ হাজার হাদীস সংকলন করেন। ত্ববাকাত, খ.২, পৃ.১২৮।

হাদিসগুলো ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস বিন সায়াদের কাছে পেশ করতাম। তখন তারা আমাকে বলতেন, এটি গ্রহণ করো এবং এটি ছেঁড়ে দাও।"[১০২]

একারণে সুফিয়ান সাউরি রহ. এই চিন্তাগত পেরেশানির আশঙ্কা এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, تفسير الحديث خير من سماعه "হাদীসের ব্যাখ্যা শিখা অধিক হাদিস শোনা থেকে উত্তম।"[১০৩]

ইমাম আবু আলী নিসাপুরি রহ. বলেন,

الفهم عندنا أجل من الحفظ

অর্থাৎ আমাদের নিকট হাদিস মুখস্থের চেয়ে হাদিসের বুঝ অর্জন অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[১০৪]

আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-তে[১০৫] রয়েছে, এক ব্যক্তি ইবনে উকদা রহ. কে একটা হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, এজাতীয় হাদিস কম বর্ণনা করো। কেননা এগুলোর বর্ণনা তার জন্যই কেবল শোভনীয় যে এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। ইহইয়া বিন সুলাইমান আব্দুল্লাহ বিন ওহাব থেকে, তিনি হজরত ইমাম মালেক রহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালেক রহ. কে বলতে শুনেছি, অনেক হাদিস ভ্রষ্টতার কারণ হয়। আমি এমন কিছু হাদিস বর্ণনা করেছি যার প্রত্যেকটি বর্ণনার পরিবর্তে দু'টি বেত্রাঘাত খেতে বেশি পছন্দ করি।" [১০৬]

ইমাম মালেকের উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় শায়খ আল্লামা ইসমাইল আল-আনসারি বলেছেন, হাদিস ভ্রষ্টতার কারণ তার জন্যই হয়, যে হাদিসের অপব্যবহার করে এবং অনুপযুক্ত স্থানে তা প্রয়োগ করে। নতুবা নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহের মাঝে তো শুধু হেদায়েতই রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وَاتَّبِعُوه لَعَلكم تَهْتَدُون অর্থাৎ তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, অবশ্যই হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। কেউ যদি কোন জিনিস উপযুক্ত স্থানে রাখার পরিবর্তে অন্য জায়গায় রাখে, তবে সে

[১০২] তারতীবুল মাদারেক, খ.২, পৃ.৪২৭।
[১০৩] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, খ.২, পৃ.১৭৫।
[১০৪] তাযকেরাতুল হুফফায, পৃ.৭৭৬।
[১০৫] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ খ.২, পৃ.৮০।
[১০৬] ইমাম হাকেম এটি ইমাম মালেক থেকে মা'রেফাতু উলুমিল হাদীসে বর্ণনা করেছেন। পৃ.৬১। এরপর তিনি লিখেছেন, ইমাম মালেক রহ. খুব অল্প হাদীস বর্ণনা এবং হাদীসের বর্ণনার ব্যাপারে যথেষ্ট রক্ষণশীল থাকা সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনা থেকে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করছেন। তবে অন্যদের অবস্থা কী হবে, যারা অবলীলায় হাদীস বর্ণনা করে থাকে।

পথভ্রষ্ট হবে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতকে হিকমা বলেছেন। আর হিকমা বলা হয় কোন জিনিস তার উপযুক্ত স্থানে রাখা।

আল-জামে লি আখলাকির রাবি ও আদাবিস সামে-তে রয়েছে, ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

قيل لمالك ابن انس إن عند بن عيينة عن الزهري اشياء ليست عندك فقال مالك وأنا كل ما سمعته من الحديث احدث به الناس أنا إذا اريد ان اضلهم

"ইমাম মালেক রহ. কে বলা হলো, ইমাম ইবনে উয়াইনা রহ. এর কাছে ইমাম যুহরীর রহ. অনেক হাদিস রয়েছে, যা আপনার কাছে নেই। ইমাম মালেক রহ. বললেন, আমি যেসব হাদিস শুনেছি, তার সব যদি মানুষের নিকট বর্ণনা করি, তবে আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবো।[১০৭]

এ কারণে আল্লামা ইবনে ওহাব রহ. বলেছেন,

الحَدِيْثُ مَضلَّةٌ إِلا لِلْعُلَمَاءِ

অর্থাৎ আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদিস ভ্রষ্টতার কারণ।

এখানে আলেম দ্বারা ফকিহ উদ্দেশ্য। এবিষয়ে ইমাম ইবনে উয়াইনা রহ. এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং সন্দেহ থাকে না যে, হাদিসের প্রকৃত বুঝ অর্জন করেছে ফকিহগণ। তাঁদের অনুসরণ ও সংশ্রব মানুষকে বক্রতা ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন বিখ্যাত দুই ইমাম, ইবনে উয়াইনা ও ইবনে ওহাব রহ। অন্যান্য ইমামগণ তাদের এ বক্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। যেমন ইবনে উয়াইনা রহ. থেকে ইবনে আবি যায়েদ কাইরাওয়ানি, ইমাম খলিল আল-জুন্দি, ইবনে হাজার হায়তামি রহ. বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে ওহাবের বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবি যায়েদ, ইমাম বাইহাকি, ইবনে আব্দুল বার, কাজি ইয়াজ, ইবনে আসাকির ও ইবনে রজব হাম্বলি রহ. সহ প্রমুখ আলেম।

[১০৭] 'আল-জামে লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামে, খ.২, পৃ.১০৯।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার *আত-তামহীদে*[১০৮] আবু জা'ফর আইলির সূত্রে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে আবু জাফর আইলি বলেছেন, আমি ইবনে ওহাব রহ. কে অসংখ্যবার একথা বলতে শুনেছি। একারণে আমি যে উৎসগুলো থেকে উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি, সেখানে ইবনে ওহাব রহ. এর বক্তব্যটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ উদাসীন মহল এ থেকে বড়ই আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন রয়েছে।

ইমাম তিরমিযি রহ. *সুনানে তিরমিযিতে* রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা যয়নব রা. এর গোসলের বর্ণনা সম্বলিত উম্মে আতিয়্যা রা. এর হাদিস উল্লেখ করেছেন। এবং এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করে শেষে লিখেছেন, وَكَذِلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيْثِ অর্থাৎ ফুকাহায়ে কেরাম এমনটি বলেছেন, তারা হাদিসের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।[১০৯]

খতিব বাগদাদি রহ. *আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-এ* লিখেছেন,

وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها , وإنما يتفقه باستنباط معانيه , وإنعام التفكير فيه

"জেনে রেখো, হাদিসের কিতাবের আধিক্য এবং অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনা দ্বারা কেউ ফকিহ হয়ে যায় না। বরং হাদিসের অর্থ আহরণ এবং তা নিয়ে গভীর গবেষণা দ্বারাই ফকিহ হওয়া যায়।"

অতঃপর তিনি ইমাম মালেক থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন, তিনি তার দুই ভাগ্নে আবু বকর ইবনে আবি উয়াইস এবং ইসমাইল ইবনে আবি উয়াইসকে ওসিয়ত করেছেন।

أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه ؟ " قالا : نعم , قال : " إن أحببتما أن تنتفعا به , وينفع الله بكما , فأقلا منه , وتفقها"

তিনি তাদেরকে বললেন,"তোমাদের দু'জনকে দেখছি, তোমরা হাদিস সংকলন, তা শ্রবণ এবং অন্বেষণ অধিক পছন্দ করো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা যদি পছন্দ করো যে, তোমরা

[১০৮] আত-তামহীদ, খ.১, পৃ.২৬।
[১০৯] তিরমিযী শরীফ, খ.৩, পৃ.৩৭২। হাদীস নং ৯৯০।

তা থেকে উপকৃত হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বারা অন্যের উপকার করবেন, তবে কম হাদিস বর্ণনা করো এবং হাদিসের বুঝ তথা ফিকাহ বেশি অর্জন করো ।"[১১০]

আবু নুয়াইম ফজল বিন দুকাইন রহ. ইমাম বোখারি রহ. এর বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন। খতিব বাগদাদি নিজ সনদে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম যুফার রহ. এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তিনি চাদর মুড়ে বসে ছিলেন। আমাকে ডেকে বললেন,

يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك " فأريه ما قد سمعت فيقول : " هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به , وهذا ناسخ وهذا منسوخ"

"হে ট্যারা, এ দিকে এসো। তোমার হাদিসগুলো আমি বাছাই করে দেবো। আমি পূর্বে শোনা হাদিসগুলো তার নিকট পেশ করলাম। তিনি বললেন, এটা গ্রহণীয়, এটা বর্জনীয়। এটা নাসেখ, এটা মানসুখ ।"[১১১]

এজন্য ইমাম মালেক রহ. হাদিস গ্রহণের পূর্বে যাচাই করতেন। তিনি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে রাবি সিকা ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার পাশাপাশি দেখতেন সে ফকিহ কি না। এবং বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে তার বুঝ আছে কি না।

কাজি ইয়াজ রহ. *তারতিবুল মাদারেকে* উল্লেখ করেছেন, ইবনে ওহাব রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. আত্তাফ বিন খালেদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস। ইমাম মালেক রহ. বললেন, তোমরা কি তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমরা ফকিহ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করি না ।"[১১২]

এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের আদর্শ হলেন, তাঁর উস্তাদ ইমাম রবীয়াতুর রায় রহ.। খতিব বাগদাদি রহ. *আল-কিফায়াতে* নিজ সনদে ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম রবীয়া রহ. ইবনে শিহাব যুহরীকে বলেছেন, তুমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করে থাকো, সুতরাং সতর্কতার সাথে তা মুখস্থ করবে।[১১৩] ইমাম মালেক রহ.তাঁর অপর উস্তাদ আমিরুল মু'মুমিনিন

[১১০] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ, খ.২ পৃ.৮১-৮২। আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, পৃ.২৪২, ৫৫৯।
[১১১] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ, খ.১ পৃ.৮৩।
[১১২] তারতীবুল মাদারেক, খ.১, পৃ.১২৪-১৫।
[১১৩] আল-কিফায়া, পৃ.১৬৯।

ফিল হাদিস ইমাম আবুয যিনাদ আব্দুলাহ বিন যাকওয়ান রহ. এরও অনুসরণ করেছেন। আবুয যিনাদ রহ. থেকে ইবনে আব্দুল বার রহ. নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন,

وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن

"আলাহর শপথ, আমরা ফকিহ ও সিকা রাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করতাম এবং সেগুলো পবিত্র কুরআনের আয়াতের মতো শিখতাম।"[১১৪]

পূর্ববর্তী ইমামদ্বয়ের পূর্বে কুফার বিশিষ্ট ইমাম ও শায়খ ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। খতিব বাগদাদি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা মুগীরা যাব্বি তাঁর মজলিশে আসতে বিলম্ব করলো। ইবরাহিম নাখয়ি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুগীরা, তুমি দেরি করলে কেন? তিনি বললেন, আমাদের কাছে একজন মুহাদ্দিস এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা হাদিস লিখছিলাম। তখন ইবরাহিম নাখয়ি রহ. বললেন, আমরা তো কেবল তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করতাম যার ব্যাপারে নিশ্চিত হতাম যে, সে হালাল ও হারামের মাঝে উত্তমরূপে পার্থক্য করতে পারে। তুমি এমন মুহাদ্দিস দেখবে যে সে হাদিস বর্ণনা করছে কিন্তু হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলছে। অথচ সে জানে না যে সে কী করছে।

খতিব বাগদাদি রহ. *আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-এ* ইমাম শাফেয়ির রহ. বিশেষ ছাত্র ও ইলমের উত্তরাধিকার ইমাম মুযানির রহ. দীর্ঘ একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বক্তব্যের শেষে ইমাম মুযানি রহ. বলেছেন,

فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها ، واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله

"তোমাদের উপর আলাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন। তোমরা তোমাদের সঙ্কলিত হাদিসের প্রতি সতর্ক থেকো। ফকিহগণের কাছ থেকে ইলম অন্বেষণ করো। ইনশাআল্লাহ তোমরাও ফকিহ হয়ে যাবে।[১১৫]

বোখারি শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম কাসতালানী রহ.তাঁর *লাতাইফুল ইশারাতে* লিখেছেন,

[১১৪] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়াফাযলিহি, খ.২, পৃ.৯৮।
[১১৫] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ, খ.২, পৃ.১৫-১৯।

ويرحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس ، فقد روي عنه فيما ذكره الهذلي أنه سأل نافعا الإمام المقري عن البسملة فقال: السنة الجهر بها فسلم إليه مالك وقال كل علم يسأل عن أهله

আলাহ তায়ালা ইমামু দারিল হিজরা ইমাম মালেক রহ.এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর থেকে ইমাম হুযালি বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার ইমাম মুকরিকে বিসমিলাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ উচ্চ আওয়াজে পড়া সুন্নত। ইমাম মলেক রহ. তাঁর কাছে সালাম পাঠালেন এবং বললেন, প্রত্যেক ইলম তার উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়।[১১৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পাশাপাশি ফকিহদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়েছে। পূর্ববর্তী ইমামদের বক্তব্য থেকে কখনও প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, শুধু হাদিস সহিহ হলেই তা আমলের জন্য যথেষ্ট। বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি। এতে তাদের দাবির ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে শুরু করে পূর্ববর্তী কেউ-ই শুধু হাদিস বর্ণনা আমলের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং তারা দেখনতেন, হাদিসের উপর আমল করা হয়েছে কি না? পূর্বে আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ফিকাহের থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক রাবির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। তারা কোন হাদিস আমলযোগ্য এবং কোনটি আমলযোগ্য নয়, তা পার্থক্য করতে পারত না।"[১১৭]

এটি বিস্তর একটি বিষয়। ইমাম ইবনে আবি যায়েদ কাইরাওয়ানী রহ. (৩৮৪ হি:) এর বক্তব্য কিতাবুল জামে থেকে উল্লেখ করবো। সেই সাথে কাজি ইয়াজ রহ. এর বক্তব্যও তারতিবুল মাদারেক থেকে উদ্ধৃত করবো। এখানে তারা সালাফে সালেহিনের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। সালাফে-সালেহিন কেবল সেসব হাদিসের উপর আমল করতেন, যার উপর পূর্বে কেউ করেছে। কিন্তু যেসব হাদিসের উপর কেউ আমল করেনি, হাদিসগুলো বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হলেও তারা তার উপর আমল করতেন না।

[১১৬] লাতাইফুল ইশারাত, খ.১, পৃ.৮০, ৯৮।

[১১৭] ইমাম হাযেমী রহ. কৃত শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা এর উপর ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী রহ. এর টীকা সংযোজন। পৃ.৩৬।

ইমাম ইবনে আবি যায়েদ রহ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা, আদর্শ ও রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذهبه

"রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস গ্রহণ করতে হবে। যুক্তি দ্বারা হাদিসের বিরোধিতা করা যাবে না। কিয়াস দ্বারা হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম যার উপর আমল করেছেন, আমরাও তার উপর আমল করি। তারা যার উপর আমল করেননি, আমরাও তার উপর আমল করি না। তারা যা থেকে বিরত থেকেছেন, তা থেকে বিরত থাকা আমাদেরও কর্তব্য। তারা যেসব বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তার আনুগত্য করি। তারা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মাসআলা গ্রহণ করেছেন, আমরা তার অনুসরণ করি। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন কিংবা যার ব্যাখ্যায় মতানৈক্য হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা পূর্ববর্তীদের জামাত থেকে বের হই না।

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বক্তব্য। এটি ফিকাহ ও হাদিসের ইমামগণের অভিমত। এগুলো ইমাম মালেকেরও বক্তব্য। কিছু বিষয় সরাসরি তাঁর থেকে বর্ণিত এবং কিছু বিষয় তাঁর গৃহীত মাজহাব থেকে আহরিত।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, একটি হাদিসের উপর ফকিহদের মতানুযায়ী আমল করা নিজস্ব মতানুযায়ী আমলের চেয়ে শক্তিশালী। তিনি আরও বলেন, আমি যেসব হাদিসের উপর আমল করি, তার ব্যাপারে একথা বলা কঠিন যে, আমার কাছে এর বিপরীত অমুক অমুক বর্ণনা করেছে। কেননা তাবেয়িদের অনেকের কাছে বিভিন্ন সূত্রে হাদিস বর্ণিত হলেও তারা বলতেন, "আমি হাদিসটি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। কিন্তু এর বিপরীত আমল চলে আসছে।"

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযাম রহ. তাঁর ভাইকে কখনও কখনও বলতেন, তুমি এ হাদিস অনুযায়ী কেন ফয়সালা করলে না? তিনি উত্তর দিতেন, আমি মানুষকে এর উপর আমল করতে দেখিনি।

ইবরাহিম নাখয়ি রহ. বলেন, আমি যদি সাহাবাগণকে কব্জী পর্যন্ত ওজু করতে দেখতাম, তবে আমিও তাই করতাম; যদিও আমি কনুই পর্যন্ত ওযুর আয়াত পাঠ করি। কেননা তাদের ব্যাপারে সুন্নত পরিত্যাগের অভিযোগ করা সম্ভব নয়। তারা ইলমের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী। সুতরাং নিজ ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহপোষণকারী ছাড়া কেউ তাদের ব্যাপারে এ অভিযোগ করার দু:সাহস দেখাবে না।

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, মদিনাবাসীর মাঝে প্রচলিত সুন্নত, হাদিসে বর্ণিত সুন্নত থেকে উত্তম। ইমাম ইবনে উয়াইনা বলেন, ফকিহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদিস ভ্রষ্টতার কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অন্যরা হাদিসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করে। অথচ অন্য হাদিসের আলোকে এ হাদিসের বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। অথবা, হাদিসের বিপরীতে সূক্ষ্ম দলিল রয়েছে যা তার কাছে অস্পষ্ট। হাদিসটি অন্য কোন দলিলের আলোকে পরিত্যাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ সব বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ফকিহ ছাড়া অন্যরা অবগত নয়।

ইমাম ইবনে ওহাব রহ. বলেন, যে মুহাদ্দিসের কোন ফকিহ ইমাম নেই, সে ভ্রষ্ট। আলাহ্ পাক যদি আমাদেরকে ইমাম লাইস ইবনে সা'য়াদ ও ইমাম মালেকের দ্বারা মুক্তি না দিতেন, তবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।[১১৮]

ইমাম ইবুন আবি যায়েদ বলেন, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, মদিনায় এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না, যিনি কখনও দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আশহাব বলেন, ইমাম মালেক রহ. এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, কোন মুহাদ্দিস এমন হাদিস বর্ণনা করতেন না, যার উপর আমল করা হয় না।[১১৯]

কাজি ইয়াজ রহ. *তারতিবুল মাদারেক-এ* লিখেছেন,

باب ما جاء عن السلف والعلماء في الرجوع إلى عمل أهل المدينة في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم وإن خالف الأكثر روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: احرج بالله على رجل روى حديثاً العمل على خلافه.قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث، قال مالك:

[১১৮] কিতাবুল জামে, পৃ.১১৭।
[১১৯] কিতাবুল জামে'. পৃ.১৪৬।

وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره، قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول بلى.فيقول أخوه فما لك لا تقضي به؟ فيقول فأين الناس عنه، يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث، قال ابن المعذل سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون لمَ رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه.

পরিচ্ছেদ: অধিকাংশের আমল বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও মদিনা বাসীর আমল গহণ ও তা হুজ্জত হওয়া প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের বক্তব্য ।

বর্ণিত আছে, হজরত উমর রা. মিম্বারে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করবো, যে এমন হাদিস বর্ণনা কওে যার উপর সাহাবাদের আমল নেই ।

ইমাম ইবনে কাসেম ও ইবনে ওহাব রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. এর কাছে প্রচলিত আমল বর্ণিত হাদিস থেকে অধিক শক্তিশালী । ইমাম মালেক রহ. বলেন, অনেক তাবেয়ি এমন ছিলেন যারা হাদিস বর্ণনা করতেন, এরপর তাদের কাছে এর বিপরীত হাদিস উল্লেখ করা হলে তারা বলতেন, আমি হাদিসটি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি । কিন্তু এর বিপরীত আমল চলে আসছে ।

ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনে হাযাম রহ. কে দেখেছি, তিনি একজন বিশিষ্ট কাজি ছিলেন । তাঁর ভাই আব্দুল্লা ছিলেন সত্যবাদী ও বড় মাপের মুহাদ্দিস । মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রহ. যখন এমন কোন ফয়সালা করতেন, যার বিপরীতে হাদিস রয়েছে, তখন আব্দুল্লাহ রহ. তাকে ভর্ৎসনা করে বলতেন, এ ব্যাপারে তো এই হাদিসটি বর্ণিত আছে? তিনি বলতেন, হ্যাঁ । আব্দুল্লাহ রহ. জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে এ অনুযায়ী বিচার করলেন না কেন? তিনি বলতেন, এ ব্যাপারে মদিনাবাসীর আমল কি? অর্থাৎ মদিনার আলেমগণ কোনটির উপর আমলের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন । তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো, মদিনার আলেমগণের মাঝে প্রচলিত ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের উপর আমল করা হাদিসের উপর আমলের চেয়ে শক্তিশালী ।

ইমাম ইবনুল মুয়াজ্জাল বলেন, এক ব্যক্তি ইবনুল মাজিশুনকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা হাদিস বর্ণনা করে তা পরিত্যাগ করো কেন? তিনি উত্তর দিলেন, যেন লোকদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেই যে, হাদিসটি সম্পর্কে আমাদের অবগতি থাকা সত্ত্বেও আমরা তার উপর আমল করিনি।

ইমাম ইবনে মাহদি রহ. বলেন, মদিনাবাসীর মাঝে পূর্ব থেকেই প্রচলিত সুন্নত হাদিস থেকে উত্তম। তিনি আরও বলেন, একটি বিষয়ে অনেক হাদিস আমার সংগ্রহে থাকে। কিন্তু ইসলামের শুরু থেকে প্রচলিত আমল যদি এর বিপরীত হয়, তখন হাদীসগুলি আমার কাছে দুর্বল বিবেচিত হয়।

ইমাম রবীয়া' রহ. বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির বর্ণনার চেয়ে এক হাজারের লোক থেকে অপর এক হাজার লোকের বর্ণনা অধিক উত্তম। কেননা আমার আশঙ্কা হয় এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির বর্ণনা তোমাদের থেকে সুন্নত ছিনিয়ে নেবে।

ইবনে আবি হাযেম রহ. বলেন, আবু দারদা রহ. কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো। তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন। অত:পর তাঁকে বলা হতো, আমাদের কাছে তো এই হাদিস এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন, আমিও হাদিসটি শুনেছি, কিন্তু প্রচলিত আমল এর বিপরীত।

ইমাম ইবনে আবিয যিনাদ রহ. বলেন, উমর বিন আব্দুল আযিয রহ. ফকিহদেরকে একত্র করতেন। যেসব হাদিস ও সুন্নতের উপর আমল করা হয়, তাদেরকে সেসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এরপর তিনি তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। যেসব হাদিসের উপর আমল করা হয় না, সেগুলো পরিত্যাগ করতেন, যদিও তা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হতো।[১২০]

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো কাযি ইয়াজ রহ. বর্ণনা করেছেন। এবার খতিব বাগদাদি রহ. এর বক্তব্যের প্রতি লক্ষ করুন। তিনি *আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-এ* শিরোনাম দিয়েছেন, "যেসব কারণে খবরে ওয়াহিদকে পরিত্যাগ করা হবে।" তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা তাব্বা' রহ. এর বক্তব্য দিয়ে পরিচ্ছেদটি শুরু করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা রহ. ছিলেন ইমাম মালেক রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র; একজন বিশিষ্ট ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তিনি বলেন,

[১২০] তারতীবুল মাদারেক, খ.১, পৃ.৬৬।

“রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদিসের উপর আমলের ব্যাপারে কোন সাহাবি থেকে যদি কোন বর্ণনা না পাওয়া যায়, তবে হাদিসটি পরিত্যাগ করো।”[১২১]

ইবনে খাল্লিকান রহ. শাফেয়ি মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল আযিয বিন আব্দুলাহ আদ-দারকী রহ. (৩৭৫ হি:) এর জীবনী আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “তাঁর কাছে যখন কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, তিনি দীর্ঘ সময় তা নিয়ে চিন্তা করতেন। এরপর ফতোয়া প্রদান করতেন। কখনও কখনও তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের বিপরীত ফতোয়া দিতেন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, তোমাদের ধ্বংস হোক, অমুকে অমুকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস গ্রহণ করা ইমামদ্বয়ের বক্তব্য গ্রহণ থেকে উত্তম।[১২২]

ইমাম যাহাবি রহ. উক্ত বক্তব্যটি সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-তে উল্লেখ করে মন্তব্য লিখেছেন,

قُلْتُ:هَذَا جَيِّدٌ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ بِذَلِكَ الحَدِيْثِ إِمَامٌ مِنْ نُظَرَاءِ الإِمَامَيْنِ مِثْلُ مَالِكٍ، أَوْ سُفْيَانَ، أَوِ الأَوْزَاعِيِّ، وَبِأَنْ يَكُونَ الحَدِيْثُ ثَابِتاً سَالِماً مِنْ عِلَّةٍ، وَبِأَنْ لاَ يَكُونَ حُجَّةُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ حَدِيْثاً صحيحاً معَارضاً للآخَرِ.أَمَّا مَنْ أَخَذَ بِحَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَقَدْ تنكَّبَهُ سَائِرُ أَئِمَّةِ الإِجتهَادِ، فَلاَ

“আমি বলব, এটি উত্তম। কিন্তু শর্ত হলো, ইমামদ্বয়ের সমতুল্য কোন আলেম যেমন ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাউরি অথবা ইমাম আওযায়ী রহ. এর মতো বড় কোন ইমাম উক্ত হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিতে হবে; হাদিসটি সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হবে। সাথে সাথে, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দলিলটি এমন কোন সহিহ হাদিস হবে না, যা আলোচ্য হাদিসের বিপরীত। কিন্তু কেউ যদি এমন হাদিস গ্রহণ করে, যা সব মুজতাহিদ পরিত্যাগ করেছেন, তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না।” [১২৩]

আবু যুরয়া দিমাশকী তাঁর *তারিখে* এবং ইমাম রামাহুরমুযি *আল-মুহাদ্দিসুল ফাযেলে* ইমাম আওযায়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

[১২১] *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ*। খ.১, পৃ.১৩২।

[১২২] *ওফায়াতুল আ'য়ান*, খ.৩, পৃ.১৮৮-১৮৯।

[১২৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা। খ.১৬, পৃ.৪০৪।

"আমরা যখন কোন হাদিস শুনতাম, তা আমাদের সাথিদের কাছে পেশ করতাম। যেমন ভেজাল নির্ণয়ের জন্য দেরহাম পেশ করা হয়। হাদিসটি যদি তাদের কাছে ত্রুটিমুক্ত হতো, তখন তা গ্রহণ করতাম। যেই হাদিস সম্পর্কে তারা আশ্বস্ত হতেন না, সেটা আমরা পরিত্যাগ করতাম।[১২৪]

ইমাম তকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ. *আল-মুসাওয়াদা-তে* লিখেছেন,

"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. যেসব হাদিস ও আসার বর্ণনা করেছেন, সেটি তার মাজহাব হিসেবে গণ্য হবে। কোন হাদিসকে সহিহ, হাসান বললেও সেটি তার মাজহাব হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনকি যেসব হাদিসের সনদের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর কিতাবে লিখেছেন সেগুলোও তাঁর মাজহাব। এভাবে যেসব হাদিস তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি বা এর বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেননি, সেগুলোও তার মাজহাব হিসেবে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো তার মাজহাবের অন্তর্ভূক্ত হবে না"[১২৫]

এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট বক্তব্য হলো, "যে হাদিস তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি বা এর বিপরীত ফতোয়া দেননি" এ অংশটি। এটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. ও অন্যান্য ইমামগণ কখনও একটি হাদিস সহিহ সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন। এর পরিবর্তে অন্য হাদিসের উপর আমল করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হাদিস সহিহ হলেই তার উপর আমল করা জরুরি নয়।

একজন আলেমের সৌন্দর্য হলো, সে হাদিস ও ফিকাহ উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখে। সে একটির উপর আমল করতে গিয়ে অন্যের উপর জুলুম করে না।

ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইসী রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে মুয়াত্তায়ে মালেক বর্ণনা করেছেন। কাজি ইয়াজ রহ. তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

قال يحيي: كنت آتي عبد الرحمان بن القاسم، فيقول لي من أين يا أبا محمد؟ فأقول له: من عند عبد الله بن وهب. فيقول لي: اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. ثم آتي عبد الله بن وهب، فيقول لي من أين؟ فأقول له:من عند ابن القاسم، فيقول لي اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي ثم يرجع يحيي فيقول: رحمهما الله فكلاهما قد

[১২৪] তারীখে আবু যুরআ,খ.১, পৃ.২৬৫। আল-মুহাদ্দিসুল ফাজেল, পৃ.৩১৮।
[১২৫] আল-মুসাওয়াদা, পৃ.৫৩০।

أصاب في مقالته. نهاني ابن القاسم عن إتباع ما ليس عليه العمل من الحديث، وأصاب. ونهاني ابن وهب عن كلفة الرأي، وكثرته، وأمرني بالإتباع وأصاب. ثم يقول يحيي: إتباع ابن القاسم في رأيه رشد. واتباع ابن وهب في أثره هدى

ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেমের নিকট আগমন করতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে আবু মুহাম্মাদ, কোথা থেকে এলে? আমি উত্তর দিতাম, আমি আব্দুল্লাহ বিন ওহাবের নিকট থেকে এলাম। তিনি বলতেন, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা এসব হাদিসের অধিকাংশের উপর মদিনাবাসীর আমল নেই। এরপর, আব্দুল্লাহ বিন ওহাবের নিকট আসতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, কোথা থেকে এলে? আমি বলতাম, আবুল কাসেমের নিকট থেকে এলাম। তিনিও আমাকে বলতেন, আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তাঁর এসব মাস-আলার অধিকাংশ হলো যুক্তি।

অত:পর ইমাম ইয়াহইয়া স্বগতোক্তি করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা উভয় ইমামের উপর রহমত বর্ষণ করুন। প্রত্যেকেই তাদের বক্তব্যে সঠিক অবস্থানে রয়েছেন। ইমাম ইবনুল কাসেম আমাকে যেসব হাদিসের উপর আমল করা হয় না, তা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি সঠিক কাজ করেছেন। ইমাম ইবনুল ওহাব আমাকে অপ্রয়োজনীয় ও অধিক কিয়াস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনিও সঠিক বলেছেন। অত:পর ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, ইমাম ইবনুল কাসেমের বক্তব্যের অনুসরণের মাঝে যেমন উত্তম নির্দেশনা ও হেদায়াত রয়েছে, তেমনি ইমাম ইবনুল ওহাবের অনুসরণের মাঝেও রয়েছে উত্তম পথ-নির্দেশনা।[১২৬]

ইমাম আবু নুয়াইম নিজ সূত্রে ইবরাহিম নাখয়ি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي

অর্থাৎ হাদিস ব্যতীত কোন কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সঠিক কিয়াস ব্যতীত হাদিসের কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়।[১২৭]

একইভাবে ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী রহ. লিখেছেন,

[১২৬] তারতীবুল মাদারেক। খ.২, পৃ.৫৪১।
[১২৭] হিলয়াতুল আওলিয়া, খ.৪, পৃ.৩২৫।

لا يستقيم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث

প্রয়োজনীয় কিয়াস ছাড়া হাদিসের উপর বিশুদ্ধ আমল সম্ভব নয়। আবার হাদিস ব্যতীত কোন ক্বিয়াসও গ্রহণযোগ্য নয়।[১২৮]

কাজি রামাহুরমুযি রহ. (৩৬০হি :) *আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল* এর ভূমিকায় তার সময়ুগীয় বাগদাদের অধিবাসী এক আলেমকে নসীহত করেছেন। এই আলেম মুহাদ্দিসগণের ব্যাপারে অশোভনীয় কথা বলেছিল। তাঁকে নসীহত করে বলেছেন,

"তুমি ইলমের আদবের প্রতি কেন লক্ষ করো না? ইলমের সাথে সংশিষ্টদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন তোমার কর্তব্য নয় কি? ফকিহদেরকে যথার্থ মূল্যায়ন করো। হাদিস বর্ণনাকারী রাবীদেরকেও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করো। রাবীদেরকে ফিকাহ অর্জনের প্রতি এবং ফকিহদেরকে হাদিস অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করো। উভয়ের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করো। উভয়ের অনুসৃত পথ থেকে উপকৃত হও। ফকিহ ও মুহাদ্দিস ঐক্যবদ্ধ থাকার মাঝেই তাদের পরিপূর্ণতা। অনৈক্য উভয়ের জন্যই হানিকর।"[১২৯]

ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবি রহ. (মৃত: ৩৮৮ হি:) আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *মায়ালিমুস সুনান* এর ভূমিকায় লিখেছেন,

"বর্তমান সময়ে আলেমদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখি। একদল হলেন মুহাদ্দিস। অপরদল হলেন, ফকিহ। এক দল অপর দল থেকে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথক নয়। উদ্দেশ্য অর্জনে কেউ কারও থেকে বিমুখ হতে পারবে না। কেননা হাদিস হলো মূল ও ভিত্তি। ফেকাহ হলো শাখা ও অবকাঠামো। যেই ভবন মজবুত ভিত্তি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি অল্পদিনেই ধ্বসে পড়ে। আর যেই ভিত বা মূলের কোন ভবন বা কাঠামো নেই, তা কোন মূল্যই রাখে না।[১৩০]

হাফেজ সাখাবি রহ. *ফাতহুল মুগীসে* গরীব হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে লিখেছেন,

---

[১২৮] ইমাম সারাখসী রহ. তার উসুলুস সারাখসীতে এটি বর্ণনা করেছেন। খ.২, পৃ.১১৩। তার সময়ুগীয় আলেম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী উসুলুল বাযদাবীতে এটি উল্লেখ করেছেন। পৃ.৫। দেখুন, শরহু আব্দিল আযীয আল-বোখারী আলা উসুলিল বাযদাবী। খ.১, পৃ.১৭-১৮।

[১২৯] আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, পৃ.১৬০।

[১৩০] মায়ালিমুস সুনান. খ.১, পৃ.৩।

“পূর্বে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, হাদিসের বুঝ ও ফিকাহ অর্জন এবং হাদিস থেকে বিধি-বিধান আহরণ। এ বিষয়ের গুরুত্ব খুবই স্পষ্ট। এটি বিখ্যাত ইমামদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও। যেমন, ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমাদ, হাম্মাদ ইবনে সালামা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, সুফিয়ান সাউরি, আব্দুলাহ ইবনুল মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম আওযায়ীসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসংখ্য ইমাম। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিতাব রচিত রয়েছে।

ইমাম ইবনে আসাকির তাঁর *তারিখে* ইমাম আবু যুরয়া রাযি রহ. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ইমাম আবু যুরয়া রহ. বলেন, আমি এক রাতে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ফিকির করছিলাম। ইতোমধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আওয়াজ করে বলছে, হে আবু যুরয়া, হাদিসের মূল পাঠ নিয়ে গবেষণা, মৃত ব্যক্তি তথা হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী নিয়ে গবেষণার চেয়ে উত্তম।

এ কারণে আবু যুরয়া রাযি রহ. নিজে বলতেন,

عليكم با لفقه ، فإنه كالتفاح الجبلي يطعم سنته

“তোমাদের জন্য ফিকাহ অর্জন করা আবশ্যক। কেননা ফিকাহ ঐ পাহাড়ি আপেলের ন্যায় যার স্বাদ নির্দিষ্ট মৌসুমে সবচেয়ে বেশি হয়।”[১৩১]

ইমাম হাকেম রহ. তাঁর *মুকাদ্দামায়* ইলমে হাদিসের বিভিন্ন প্রকারের মাঝে একটি প্রকার উল্লেখ করেছেন ‘হাদীসের বুঝ অর্জন’। এখানে তিনি হাদিসের বুঝ অর্জনের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। এরপর তিনি সেসব বিখ্যাত মুহাদ্দিসের আলোচনা করেছেন, যারা ফকিহ হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

النوع العشرين من هذا العلم معرفة فقه الحديث إذا هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذا هو نوع من أنواع هذا العلم

[১৩১] ইবনে বাশকুয়াল কৃত আস-সিলাহ, খ.২, পৃ.৪২৯।

ইলমুল হাদিসের বিশতম প্রকার: হাদিসের ফিকাহ বা বুঝ অর্জন। কেননা এটি ইলমুল হাদিসের ফলাফল। এর উপরই শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে প্রসিদ্ধ অনেক ফকিহ ইমাম ছিলেন। যারা আসহাবুল কিয়াস, আসহাবুর রায়, আসহাবুল জাদাল, আসহাবুন নজর ওয়াল ইস্তেম্বাত নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ বিষয়েও আমরা আলোচনা করব যে, হাদিসের বুঝ অর্জনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসরাও এগিয়ে এসেছেন। একারণে তাদের মতামতের প্রতিও লক্ষ রাখা উচিত। এর দ্বারা স্পষ্ট হবে যে, মুহাদ্দিসগণ হাদিসের বুঝশূন্য নন। তারাও এবিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। কেননা হাদিসের বুঝ অর্জন, ইলমুল হাদিসেরই একটি বিশেষ প্রকার।[১৩২]

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. হাদিসের বুঝ অর্জনের উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি হাদিস বর্ণনাকারীদের ভুল বুঝ এবং তাদের অসতর্কতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। খতিব বাগদাদি রহ. *আল-কিফায়া* এর শুরুতে এ বিষয়ে খুবই দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য সেটিই, যা পূর্বে ইমাম ইবরাহিম নাখয়ি ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্য থেকে আলোচনা করেছি। যারা এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছেন, তারাই বিশিষ্টজনদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তার সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি রহ. *ফাজলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফে* লিখেছেন,

أما الأئمة و فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة و من بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق علي تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه علي علم أنه لا يعمل به

"প্রসিদ্ধ ইমাম ও হাদিস বিশারদ ফকিহগণ কোন একটি হাদিস সহিহ হলে কেবল তখনই এর উপর আমল করতেন, যখন তার উপর কোন সাহাবি, তাবেয়ি, অথবা তাদের নির্দিষ্ট একটি দল নিয়মিত আমল করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা:) যে হাদিসের উপর আমল না করার উপর একমত হয়েছেন, তার উপর আমল করা জায়েয নয়। কেননা এর উপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তারা হাদিসটি পরিত্যাগ করেছেন।"[১৩৩]

অত:পর ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি রহ. লিখেছেন,

---

[১৩২] মা'রেফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ.৬৩।

[১৩৩] ফাজলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ। পৃ.৯।

বড় বড় ইমাম যেমন ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর পরে নতুন নতুন মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। এসব মতবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। যেমন হাদিস ও সুন্নাহ অনুসরণের নামে যাহেরী মাজহাবের আবির্ভাব হয়েছে। অথচ এরাই হাদিসের সবচেযে বড় বিরোধী। কেননা তারা ইমামগণের বুঝ থেকে সরে এসেছে এবং নিজস্ব বুঝকে যথেষ্ট মনে করেছে। ফলে সে ইমামগণ যেই মত অবলম্বন করেছেন, তার বিপরীত মতটি নিজের জন্য পছন্দ করেছে।[১৩৪]

ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে,

"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح"

যদি কারও নিকট রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লিখিত হাদিসের কিতাবসমূহ, সাহাবা, তাবেয়ি, তাবে-তাবেইনদের মতপার্থক্য সম্বলিত বর্ণনা থাকে, তবে তার জন্য যে কোন একটা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। সে এর উপর আমল করবে না। এর দ্বারা বিচার করাও জায়েয হবে না। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের কোনটি গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করবে। এবং সঠিকটা জেনে তার উপর আমল করবে।[১৩৫]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. উক্ত বক্তব্যের প্রতি লক্ষ করুণ। তিনি বলেছেন, সে যেন উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করে যে কোনটির উপর আমল করবে। এখানে সতর্ক করেছেন যে, কখনও একটি হাদিস সহিহ হতে পারে; যেহেতু হাদিস সহিহ হওয়াটা তার উপর আমলের জন্য যথেষ্ট নয়, একারণে সে উক্ত হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। সহিহ হাদিস পেলেই তার উপর ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে তিনি সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, হাদিসটির উপর আমল করা যাবে কি না এবিষয়ে উলামায়ে কেরাম তথা ফকিহগণকে জিজ্ঞাসা না করে হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া বৈধ নয়। উলামায়ে কেরাম তাকে বলে দেবেন, কখন হাদিসের উপর আমল করা হবে এবং কখন আমল থেকে বিরত থাকা হবে।

---

[১৩৪] ফাজলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, পৃ.১৩।
[১৩৫] [ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪]

বিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ সুফিয়ান সাউরি রহ. বলেন,

قد جائت أحاديث لا يأخذ بها

অনেক হাদিস রয়েছে, যার উপর আমল করা হয় না।[১৩৬]

পূর্বে ইমাম ইবনে আবি লাইলার বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে,

لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع

"হাদিসের উপর কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ হবে না যতক্ষণ না সে কিছু হাদিস গ্রহণ করবে এবং কিছু পরিত্যাগ করবে।"[১৩৭]

ইমাম যাহাবি রহ. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*-তে ইবনে হাযাম যাহেরি রহ. এর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে হাযাম যাহেরি রহ. লিখেছেন, আমি সত্য অনুসরণ করি এবং ইজতিহাদ করে থাকি। আমি কোন মাজহাব মানি না। ইবনে হাযাম যাহেরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইমাম যাহাবি লিখেছেন, "এটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ইজতেহাদের স্তরে উন্নীত হয়েছে। শর্ত হলো, তার এ যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এমন যোগ্য আলেমের জন্য তাকলিদ করা উচিত নয়। যেমনিভাবে প্রাথমিক স্তরের কোন ফকিহ যে কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করেছে তার জন্য কোনভাবেই ইজতিহাদ করা বৈধ নয়। সে কীভাবে ইজতিহাদ করবে, আর কী মাসআলা দেবে? কীসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করবে? সে কীভাবে উড়বে, অথচ তার কোন ডানা নেই?

তৃতীয় প্রকার হলো, ফিকাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ বুঝের অধিকারী, তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, হুশিয়ার ও প্রচুর ধী-শক্তিসম্পন্ন একজন ফকিহ এবং একজন মুহাদ্দিস যখন শাখাগত মাসআলা মুখস্থ করবে, উসুলে ফিকাহ, নাহু-সরফ তথা আরবি ব্যাকরণে অভিজ্ঞ, কুরআন হেফজের পাশাপাশি কুরআনের তাফসীরেও যথেষ্ট পারদর্শী হবে তখন তাকে মুজতাহিদের স্তরে গণ্য করা হবে। তবে শর্ত হলো, শরিয়েতর দলিল পর্যালোচনার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। এসব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করলেও তাকে স্বাধীন মুজতাহিদ (মুজতাহিদে মুতলাক) গণ্য করা হবে না। বরং সে মুজতাহিদে মুকায়্যাদ বা

[১৩৬] শরহুল ইলাল। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ.। খ.১, পৃ.২৯।
[১৩৭] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওফাযলিহি, খ.২, পৃ.১৩০।

অধীন মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য হবে। কোন মাসআলা যদি তার কাছে সঠিক মনে হয়, তবে এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। ১. এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য দলিল থাকতে হবে। ২. তার মতের স্বপক্ষে বিখ্যাত কোন ইমাম যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাউরি, ইমাম আওযায়ী, ইমাম শাফেয়ি, আবু উবায়েদ, ইমাম আহমাদ অথবা ইমাম ইসহাক প্রমুখ ইমামের আমল থাকতে হবে। শর্ত দু'টি পাওয়া গেলে তার কাছে সঠিক বিষয়ের উপর সে আমল করতে পারবে। আরেকটি শর্ত হলো, ৩. এক্ষেত্রে সে রুখসুত বা নিজের কাছে পছন্দনীয় ও সহজ বিষয় গ্রহণ করবে না। এবং খুবই সতর্কতা ও ভয়ের সাথে আমল করবে। অবশ্য তার বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য দলিল কায়েম করা হলে তার জন্য এধরণের গবেষণার অনুমতি থাকবে না। তখন তার উপর তাকলিদ করা আবশ্যক।

এ ধরনের আলেম যদি তার সমপর্যায়ের ফকিহদের বিরোধিতার ভয় করে, তবে তার জন্য আবশ্যক হলো, ফকিহদের সঙ্গে উক্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা। কোনভাবেই সে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে না। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে একটি মাসআলায় প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়েছে এবং একক মতামতের দ্বারা সে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জনের সুপ্ত বাসনা লালন করছে। বিষয়টি এমন হলে সে জবাবদিহিতা ও শাস্তির মুখোমুখি হবে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সত্যের পর্দার আড়ালে তার প্রবৃত্তিপূজা সুপ্ত থাকে। অনেক লোক রয়েছে, যারা সত্য বলেছে এবং সত্যের আদেশ করেছে, কিন্তু তার অসৎ উদ্দেশ্যে ও ধর্মীয় নেতৃত্ব গ্রহণের বাসনার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার উপর এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করেন, যে তাকে কষ্ট দেয় এবং তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি ফকিহদের অন্তরের একটি সুপ্ত ব্যাধি।

ইমাম যাহাবির উল্লেখিত বক্তব্য নিয়ে একটু চিন্তা করুন। তিনি বলেছেন, কোন মাসআলায় যদি একটি বিষয় তার নিকট হক্ব মনে হয়, এ ব্যাপারে তার দলিলও থাকে, তবুও বিখ্যাত কোন ইমাম এ ব্যাপারে মতামত দিলেই কেবল এর উপর আমল করতে পারবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এমন একটি সহিহ হাদিস গ্রহণ করল, যা সব ইমাম পরিত্যাগ করেছেন, তবে তার জন্য এটি গ্রহণ করা বৈধ নয়। উপরে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, হাদিস অনুসরণের নামে অনেক নতুন ফিতনার উদ্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু লোক ইমামদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে ইমামদের পরিত্যক্ত মাসআলাগুলো গ্রহণ করেছে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ব্যাপারে একটি দাবি করেছেন। বক্তব্যটি ইমাম যাহাবি ও ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন,

"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কোন আমল, কিয়াস, কারও বক্তব্য কিংবা সংশিষ্ট হাদিসের বিপরীত হাদিস অনবহিত থাকা ইত্যাদি বিষয়কে সহিহ হাদিসের উপর প্রাধান্য দিতেন না।"[১৩৮]

হাদিসের উপর আমলের জন্য উক্ত হাদিসের উপর বিখ্যাত কোন ইমামের আমল শর্ত হিসেবে উল্লেখের ব্যাপারে ইমাম যাহাবি রহ. এর বক্তব্য স্পষ্ট। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর বক্তব্যও যাহেরীদের সমালোচনা ও হাদিস অনুসরণের নামে তাদের বিচ্ছিন্নতার নিন্দার ব্যাপারে স্পষ্ট। কেননা, তারা হাদিস সহিহ হওয়ার কথা বলে এমন হাদিস গ্রহণ করে, যা পূর্বে কেউ গ্রহণ করেনি।

কেউ কেউ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর এজাতীয় বক্তব্য অবলম্বন করে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্তকৃত মাসআলায় বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছে। যেমন, মহিলাদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে। অথচ এর বৈধতার ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম বাইহাকি ও ইবনে হাজার আসকালানির মতো বিখ্যাত ইমাম ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম।

ইমাম যাহাবি ও ইবনে রজব হাম্বলি রহ. মূলত: ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর উক্ত বর্ণনার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ইমাম আহমাদ রহ. থেকে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, তা নেহায়েত দুর্বল। যদিও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. নিজ মাজহাব ও অন্যান্য মাজহাবের উসুলের ব্যাপারে যথেষ্ট ইলমের অধিকারী ছিলেন।

মাজমুউল ফাতাওয়ায়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত দু'টি উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য স্ববিরোধী হিসেবে উপস্থাপনের পরিবর্তে এমন অর্থের উপর প্রয়োগ করা উত্তম, যার দ্বারা একটি বক্তব্য অপর বক্তব্যকে সত্যায়ন করে। বিশেষ করে এমন বক্তব্যের ক্ষেত্রে যা নতুন উদ্ভাবিত এবং পূর্ববর্তী কোন ইমাম থেকে বর্ণিত নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

[১৩৮] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খ.১, পৃ.৩০।

যে মাসআলায় তোমার কোন ইমাম নেই, তা থেকে বিরত থাকো। খলকে কুরআনের ফিতনার সময় তিনি বলতেন, আমি এমন কথা কীভাবে বলবো, যা ইতোপূর্বে কেউ বলেনি।"[১৩৯]

ইমাম মাইমুনি রহ. বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. আমাকে বলেছেন, হে আবুল হাসান, যে মাসআলায় তোমার কোন ইমাম নেই, তা থেকে তুমি বেঁচে থাকো।[১৪০]

ইমাম মাইমুনি রহ. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবি রহ. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-তে* লিখেছেন,

الإمام العلامة الفقيه ...تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة

"তিনি বিখ্যাত ইমাম, ফকিহ ও আল্লামা। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র। হাম্বলি মাজহাবের বিশিষ্ট ইমামদের অন্যতম।"[১৪১]

ইমাম মাইমুনি রহ. এতো বড় ব্যক্তিত? হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁকে এ নসীহত করেছেন। এর থেকে সহজে বোঝা যায়, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর এ ওসিয়ত কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন নাজীহ আত-তাব্বা আল-বাগদাদি রহ (২২৪ হি:) ছিলেন একজন বিখ্যাত ইমাম, বিশ্বস্ত হাফেযুল হাদিস ও বিশিষ্ট ফকিহ। পূর্বে *আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* থেকে সনদসহ তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেক হাদিস যার উপর তার কোন সাহাবি আমল করেননি, তা তুমি পরিত্যাগ করো।"[১৪২]

উক্ত বক্তব্যের উপর খতিব বাগদাদি রহ. মন্তব্য লিখেছেন,

"কোন আস্থাভাজন রাবি কোন হাদিস বর্ণনা করলে হাদিসটি কয়েক কারণে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এর মধ্যে তৃতীয় কারণটি হলো, মুসলিম উম্মাহের ইজমার বিরোধী হওয়া। সুতরাং ইজমার বিরোধী

[১৩৯] মাজমুউল ফাতাওয়া। খ.১০, পৃ.৩২০-৩২১।
[১৪০] মানাকিবুল ইমাম আহমাদ। ইমাম ইবুনল জাওযী রহ.। পৃ.১৭৮। আল-মুসাওয়াদা, পৃ.৪০১,৪৮৪। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১১, পৃ.২৯৬।
[১৪১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১৩, পৃ.৮৯।
[১৪২] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ। খ.১, পৃ.১৩২।

হওয়াটা প্রমাণ করে যে, হয়তো হাদিসটি মানসুখ নতুবা হাদিসের সনদটি বিশুদ্ধ নয় । কেননা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পক্ষে রহিত নয় এমন একটি সহিহ হাদিসের বিরোধিতা করা সম্ভব নয় । বিষয়টি ইবনুত তাব্বা রহ. তাঁর উক্তিতে বর্ণনা করেছেন, যা আমরা পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি ।[১৪৩]

এমন বক্তব্য উপস্থাপন, যা ইতোপূর্বে কেউ উল্লেখ করেনি, এটি উলামায়ে কেরামের কাছে একটি পাগলামী ছাড়া কিছুই নয় । ইমাম সাইমারি রহ. আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহি নামক কিতাবে ইমাম যুফার রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

إني لست أناظر أحدا حتي يقول قد أخطأت، ولكني أناظره حتي يجن ، قيل: كيف يجن؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد

"অর্থাৎ কেউ ভুল স্বীকার করলেও তার সাথে আমি ইলমী আলোচনা করতে থাকি, যতক্ষণ না সে পাগল হয়ে যায় । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কীভাবে পাগল হয়? তিনি উত্তর দিলেন, এমন মতামত পেশ করে, যা কেউ কখনও বলেনি ।"[১৪৪]

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আপনি ইমাম সুবকি রহ. বক্তব্যের কী উত্তর দেবেন? তিনি *মা'না কাওলিল ইমামিল মুত্তালাবি-* তে লিখেছেন,

الأولي عندي إتباع الحديث،و ليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل، لا والله وكل أحد مكلف بحسب فهمه

"আমার কাছে হাদিস অনুসরণ করা উত্তম । এব্যক্তি নিজেকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত মনে করবে । সে যদি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি হাদিসটি শ্রবণ করতো, তবে কি সে এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকত? আলাহর শপথ, অবশ্যই না । সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার বুঝ অনুযায়ী বিধি-বিধান আরোপিত হবে ।"[১৪৫]

---

[১৪৩] প্রাগুক্ত ।

[১৪৪] আখবারু আবি হানিফা, আল্লামা সাইমারি (রহঃ), পৃষ্ঠা-১১০-১১]

[১৪৫] মা'না কওলীল ইমামিল মুত্তালাবী, খ.২, পৃ.১০২ । মাজমুউর রসাইলিল মুনীরিয়া দ্রষ্টব্য ।

আমি বলবো,

প্রথমত: আমাদেরকে ইমাম সুবকি রহ. এর বাক্যের প্রতি লক্ষ করতে হবে। তিনি বলেছেন, আমার কাছে হাদিস অনুসরণ করা উত্তম। তিনি বলেছেন, আমার কাছে উত্তম। এর দ্বারা বোঝা যায়, বিষয়টি উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে তিনি হাদিস অনুসরণের মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কেরাম শর্তারোপ করেছেন যে, হাদিসের উপর পূর্বের কোন ইমাম আমল করতে হবে। যেমনটি ইমাম যাহাবি ও ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর উক্তি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইমামের আমল হাদিসের উপর আমল করার ব্যাপারে ফয়সালাকারী হবে। এবং ইমামের আমল না পাওয়া ব্যতীত হাদিস দলিল হবে না। আল্লাহর কাছে এ ধরনের বক্তব্য থেকে আশ্রয় চাই। উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা কখনও এটি উদ্দেশ্য নয়। বরং এককভাবে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস হুজ্জত এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা অবশ্য পালনীয়।

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, কোন ইমামের আমল এ বিষয়ের জন্য দলিল যে, সালাফে সালেহিন উক্ত হাদিসটি পরিত্যাগের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাননি। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে সালাফে-সালেহিনের পক্ষ থেকে কোন হাদিস পরিত্যাগ প্রমাণ করে যে, উক্ত হাদিসের বিপরীত আরেকটি গ্রহণযোগ্য হাদিস রয়েছে।

পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইমাম যাহাবি ও ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর পূর্বে ইমাম ইবনুস সালাহ একই শর্তারোপ করেছেন। ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. লিখেছেন,

وإن لم تكمل إليه ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل فإن وجد فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث عذرا في ترك مذهب إمامه

"কারও মাঝে যদি ইজতেহাদে মুতলাক বা মুকায়্যাদের শর্তগুলো পূর্ণভাবে না পাওয়া যায়, কিন্তু সে উক্ত হাদিস নিয়ে গবেষণার পর প্রতিপক্ষেরে পক্ষ থেকে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় তার অন্তরে যদি হাদিস বিরোধিতার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে সে দেখবে উক্ত হাদিসের উপর বিখ্যাত কোন ইমাম

আমল করেছেন কি না। যদি সে এমন কোন ইমামকে পায়, তবে তার জন্য উক্ত হাদিস গ্রহণ করে উক্ত ইমামের মাজহাবের উপর আমল বৈধ। কেননা এক্ষেত্রে তার ইমামের মাজহাব পরিত্যাগের ওজর পাওয়া গেছে।"[১৪৬]

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রয়েছে, কখনও কখনও হাদিস সহিহ হলেও তার উপর আমল করা হয় না। ইতোপূর্বে ক'টি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ইমাম ইবনে আবি লাইলা বলেছেন,

لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع

"হাদীসের উপর কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ হবে না যতক্ষণ না সে হাদিসের কিছু গ্রহণ করবে এবং কিছু পরিত্যাগ করবে।"[১৪৭]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রহ. কৃত *শরহু ইলালিত তিরমিযি-তে* ইমাম সুফিয়ান সাউরি রহ.এর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে,

قد جائت أحاديث لا يأخذ بها

অনেক হাদিস রয়েছে, যার উপর আমল করা হয় না।[১৪৮]

তারিখে আবু যুরয়াতে ইমাম আওযায়ী রহ. থেকে বর্ণিত আছে,

تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به

"গ্রহণীয় হাদিসের পাশাপাশি আমল করা হয় না এমন হাদীসও শিক্ষা করো।"[১৪৯]

উলামায়ে কেরাম থেকে এজাতীয় অনেক বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

---

[১৪৬] আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতি, পৃ.১২১।
[১৪৭] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওফাযলিহি, খ.২, পৃ.১৩০।
[১৪৮] শরহুল ইলালিত তিরমিযি। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ.। খ.১, পৃ.২৯।
[১৪৯] তারীখে আবু যুরয়া'া দিমাশকী, খ.১, পৃ.২৬৩।

দ্বিতীয়ত: ইমাম সুবকি রহ. এর বক্তব্যে খুবই সূক্ষ্ম একটি বিষয় রয়েছে। যে উক্ত বক্তব্য দ্বারা দলিল দেবে তার জন্য এ সূক্ষ্ম বিষয়টিও বিশ্লেষণ করা জরুরি।

ইমাম সুবকি রহ. বলেন,

و ليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل، لا والله

এব্যক্তি নিজেকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত মনে করবে। সে যদি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি হাদিসটি শ্রবণ করতো, তবে কি সে এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকত? আলাহ্‌র শপথ, অবশ্যই না।

আমি বলব: আলাহ্‌র শপথ, এটি একটি মারাত্মক বিষয়। সরাসরি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস পেয়ে কীভাবে তার উপর আমল করতে বিলম্ব করবে? অথচ হজরত আবু সাঈদ মুয়ালা-রা. নামাজরত অবস্থায় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন। তিনি ডাকে সাড়া না দেয়ায় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, হে আলাহ্‌র রসুল, আমি নামাজ আদায় করছিলাম। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন,

ألم يقل الله: إستجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم

"আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি যে, আলাহ এবং তার রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তোমাদেরকে ডাকেন, তোমরা ডাকে সাড়া দাও"

হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. কিতাবুত তাফসীরের শুরুতে *আল-ফাতিহাতু সাবউল মাসানি ওয়াল কুরআনুল আজিম* নামক পরিচ্ছেদের অধীনে উল্লেখ করেছেন।

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। অথচ তিনি নামাজরত ছিলেন। সুতরাং একজন মু'মিন রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর থেকে হাদিস শুনে কীভাবে তার উপর আমল করতে বিলম্ব করবে?

কিন্তু এটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে কোন বিষয়ে সরাসরি একটি হাদিস শুনেছেন। কিন্তু রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের পরবর্তীদের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত অন্য সবার অবস্থান ভিন্ন। আমাদের সামনে অনেক সময় একই বিষয়ে দু'টি পরস্পর হাদিস বর্ণিত হয়ে থাকে। যেমন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন,

توضؤوا مما مست النار

অর্থাৎ আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু আহার করলে ওজু করো।[১৫০]

হাদিসটি হজরত যায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবু হুরাইরা, হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ছাগলের গোশত খেলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ছাগলের কাঁধ খেয়েছেন। এরপর নামাজ আদায় করলেন। কিন্তু তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।[১৫১] ইমাম বোখারি রহ. হাদিসটি ওজু অধ্যায়ে ছাতু ও গোশত খেয়ে ওজু না করার পরিচ্চেদে উল্লেখ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস রা, আমর বিন উমাইয়্যা জামরী এবং উম্মুল মু'মুﷺমিনিন হজরত মাইমুনা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. উল্লেখিত বর্ণনার পরে এ বর্ণনাটি এসব সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন। অতিরিক্ত হিসেবে তিনি হজরত আবু রাফে রা. থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নামাজের জন্য বের হতে দেখলেন। ইতোমধ্যে রুটি ও গোশত হাদিয়া এলো। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন লুকমা আহার করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। কিন্তু তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।

হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. ও হজরত আবু হুরাইরা রা. স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, তারা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, আগুনে স্পর্শকৃত বস্তুর কারণে ওজু করতে হবে। পক্ষান্তরে হজরত ইবনে আব্বাস রা. হজরত মাইমুনা রা. হজরত আবু রাফে রা. এবং হজরত আমর আল-জামরী রা. রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আগুনে তৈরি গোশত খেতে দেখেছেন।

[১৫০] মুসলীম শরীফ। খ.৪, পৃ.৪৩। ইমাম নববী রহ. এর ব্যাখ্যা সম্বলিত। মূল কিতাব, খ.১, পৃ.২৭১-২৭২। হাদীস নং ৯০।

[১৫১] বোখারী খ.১, পৃ.৩১০।

এরপর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি নতুন করে ওজু করেননি।

উল্লেখিত সাহাবিদের কারও জন্য রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের উপর আমল থেকে বিলম্বের কোন সুযোগ ছিল না। যেমনটি ইমাম সুবকি রহ. বলেছেন এবং বাস্তবে সাহাবিরা এমনটি করতেন।

কিন্তু সাহাবিদের পরে যারা আগমন করেছে তারা কী করবে? একই সাথে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের উপর কীভাবে আমল করবে? সন্দেহ নেই, পরবর্তীরা দু'টি হাদিসের মধ্যে সমন্বয় কিংবা একটার উপর আরেকটা প্রাধান্য দেয়ার জন্য তৃতীয় কোন দলিল অনুসন্ধান করবে। যেমন হজরত জাবের রা. এর হাদিসে রয়েছে,

كان آخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

আগুনে স্পর্শকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ আমল ছিলো তিনি এর কারণে ওজু করতেন না।[১৫২]

এরপরও ইমাম যুহরি রহ. বলেন, আগুনে স্পর্শকৃত বস্তুর কারণে ওজু করার নির্দেশের হাদিসটি নাসেখ (রহিতকারী)। তাঁর কাছে যে হাদিসে ওজু না করার কথা রয়েছে সেটি ওজু করার হাদিস দ্বারা রহিত। কেননা মুবাহ হওয়ার বিষয়টি পূর্ব থেকে বিদ্যমান। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. *ফাতহুল বারীতে*[১৫৩] এমনটি বর্ণনা করেছেন। অত:পর তিনি এর বিশ্লেষণ করে ইমাম নববি রহ. এর উক্তি বর্ণনা করেছেন,

إستقر الإجماع علي أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم إستثنائه من لحوم الإبل

এ ব্যাপারে ইজমা সংঘঠিত হয়েছে যে, আগুনে স্পর্শকৃত বস্তুর কারণে ওযুর প্রয়োজন নেই। তবে পূর্বে উটের গোশত এই বিধান থেকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম সারাখসি রহ. *উসুলুস সারাখসি*-তে এ বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন।

[১৫২] ইসায়ী শরীফ, খ.১, পৃ.১০৮। হাদীস নং১৮৫। আবু দাউদ শরীফ, খ.১, পৃ.১৩৩। হাদীস নং ১৯২।
[১৫৩] মূল বর্ণানাটি ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. আত-তামহীদে উল্লেখ করেছেন। খ.৩, পৃ.৩৩২-৩৩৪।

তিনি লিখেছেন,

إن قول الرسول صلي الله عليه وسلم موجب للعلم بإعتبار أصله و إنما الشبهة في النقل

নিশ্চয় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা তার মূল অনুযায়ী ইলমে ইয়াকীনের ফায়দা দেবে। কিন্তু পরবর্তীতে বর্ণনার মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।[১৫৪]

সুতরাং যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে সরাসরি হাদিস শ্রবণ করবে, সে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের ব্যাপারে নি:সন্দেহ থাকবে। কিন্তু যার কাছে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিহ্নকে শ্রবণের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়। সুতরাং এসব চিহ্নের মাধ্যমেও অনেক সময় ইলমে ইয়াক্বীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। তখন তার জন্য উক্ত হাদিসের উপর আমল করা আবশ্যক হয়। কিন্তু কখনও হাদিসের বর্ণনাকারীদের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কখনও কখনও বর্ণিত হাদিসটি অন্য একটি সুনিশ্চিত ইলম জ্ঞাপক দলিলের বিরোধী হয়। অথবা অন্য কোন বিশুদ্ধ হাদিসের বিরোধী হয়। এভাবে বিভিন্ন কারণে বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এখানে এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়।

আলামা ইবনুল মুনযির রহ.এর *আল-আওসাত-এ* রয়েছে,

حكي عن حماد بن سلمة أنه قال : إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء

হজরত হাম্মাদ বিন সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমার কাছে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিস বর্ণিত হয় এবং এর মাঝে কোনটা রহিত ও কোনটি রহিতকারী, কোনটা আগে বা পরে, এবিষয়ে যদি তোমার জ্ঞান না থাকে, তবে তোমার নিকট কিছুই বর্ণিত হয়নি।[১৫৫]

ইমাম আবু দাউদ রহ. *আবু দাউদ শরীফে* উল্লেখ করেছেন,

إذا تنازع الخبران عن النبي صلي الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

[১৫৪] উসুলুস সারাখসী, খ.১, পৃ.৩৩৯।
[১৫৫] আল-আওসাত, খ.১, পৃ.২২৫।

"কোন বিষয়ে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস পরস্পর বিরোধী হলে সাহাবিরা যার উপর আমল করেছেন সেটি গ্রহণ করা হবে।"[১৫৬]

বিষয়টি খুবই বিস্তৃত। তবে আমাদের উপপাদ্য বিষয় হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস শোনেনি, সে সাহাবি হোক বা অন্য কেউ, তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির থেকে ভিন্ন যে সরাসরি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস শুনেছেন। পরবর্তী ব্যক্তির জন্য উভয় হাদিস সম্পর্কে অবগত হয়ে যে কোন একটির উপর আমল করার সুযোগ থাকে। কিন্তু যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি হাদিস শুনেছে, তার জন্য উক্ত হাদিসের উপরই আমল জরুরি। পরবর্তীতে সাহাবি যদি দ্বিতীয় হাদিস সম্পর্কে অবগত হন, তবুও তিনি তার নিজের শোনা হাদিসকে প্রাধান্য দেবেন। তবে বর্ণনাকারী সাহাবি যদি তাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, পূর্বের হাদিসটি রহিত হয়েছে, তখন সে ভিন্ন হাদিসের উপর আমল করবে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গোশত খেয়ে ওজু ছাড়া নামাজ আদায় করতে দেখেছেন। এরপর, হজরত আবু হুরাইরা রা. তাঁর কাছে এই হাদিসটি বর্ণনা করলেন "তোমরা প্রত্যেক আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু আহারের কারণে ওজু করো। তখন ইবনে আব্বাস রা. এ হাদীসের উপর আমল করেননি। তিনি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যা করতে দেখেছেন তার উপর আমল করেছেন এবং নিজের দেখা বিষয়কে বর্ণিত বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে হজরত ইবনে আব্বাস রা. কে বলা হবে না যে, আপনি নিজেকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে উপস্থি মনে করুন এবং তাঁকে এও বলা হবে না যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত বিষয়ের উপর আমল করতে কেন বিলম্ব করলেন?

সংশিষ্ট বিষয়ে ইবনে আব্বাস রা. অপর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। এতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. *মুসনাদে আহমাদে* এবং ইমাম ত্বহাবী রহ. *শরহু মায়ানিল আসারে* ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম ত্বহাবীর বর্ণনায়, একদা হজরত উরয়া ইবনে যুবায়ের রা. হজরত ইবনে আব্বাস রা. কে বললেন, হে ইবনে আব্বাস, আপনি মানুষকে পথভ্রষ্ট করছেন। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, কীভাবে? উরয়া বললেন, আপনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, তোয়াফ শেষ হলে হালাল হয়ে যাবে। অথচ হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা. হজ শেষে তালবিয়া পড়তেন এবং ঈদের দিন পর্যন্তইহরাম অবস্থায় থাকতেন। হজরত

[১৫৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৫১।

ইবনে আব্বাস রা. বললেন, একারণে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো? আমি তোমাদের কাছে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস বর্ণনা করছি, আর তুমি হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা. এর বক্তব্য বর্ণনা করছো। তখন হজরত উরয়া বিন যোবায়ের রা. বললেন, নিশ্চয় হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা. রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলের ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন।[১৫৭]

ইমাম ত্বরানী রহ. উক্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, হজরত উরয়া হজরত ইবনে আব্বাস রা. কে বললেন, আপনি মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, হে উরাইয়্যা, কীভাবে? হজরত উরয়া বললেন, আপনার মতামত হলো, হজ ও উমরায় ইহরাম বাঁধার পর তোয়াফ করলে সে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে। অথচ হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা. এর থেকে নিষেধ করতেন। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি আলাহর কিতাব ও রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তাঁর সাহাবীদেরকে প্রাধান্য দাও? হজরত উরয়া বলেন, তারা আলাহর কিতাব ও রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নতের ব্যাপারে আপনার ও আমার চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। হজরত উরয়া থেকে বর্ণনাকারী ইবনে আবি মুলাইকা রহ. বলেন, এভাবে হজরত উরয়া ইবনে আব্বাস রা. এর সাথে বিতর্ক করলেন।[১৫৮]

সুতরাং হজরত ইবনে আব্বাস রা. যখন রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি কাজ দেখেন, তখন তার উপর আমল করতে বিলম্ব করা সমীচীন মনে করেন না। সাধারণ মানুষ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ছেড়ে অন্যের কথার উপর আমল করুক, সেটাকে বিভ্রান্তিকর মনে করা তার জন্য শোভনীয়। কেননা তিনি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে এর বিপরীত আমলটি জানেন না। কিন্তু হজরত উরয়া রা. এর বক্তব্যও যথাস্থানে সঠিক। কেননা আমরা হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা. এর কথার উপর আমল করে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নাহ থেকে বিমুখ হচ্ছি না। আমাদের সম্মুখে দু'টি বিষয় রয়েছে। একটি বিষয় হজরত ইবনে আব্বাস রা. প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আরেকটি বিষয় হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা. প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন আমরা হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর বক্তব্যকে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দেবো। কেননা তারা হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন।

---

[১৫৭] মুসনাদে আহমাদ, খ.১, পৃ.২৫২। ত্বহাবী, খ.২, পৃ.১৮৯।
[১৫৮] আল-আওসাত, খ.১, পৃ.৪২। হাদীস নং ২১।

আমরা তাদেরকে একই উত্তর প্রদান করবো, যারা ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ, ইমাম মালেক রহ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর ফিকাহ পরিত্যাগ করে এর পরিবর্তে তারা বিভিন্ন নামে নিজেদের ফিকাহ উদ্ভাবন করেছে। যেমন, ফিকহুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ (কুরআন সুন্নাহর ফিকাহ) অথবা ফিকহুস সুন্নাহ (হাদিসের ফিকাহ) এজাতীয় বিভিন্ন নাম দিয়ে মানুষকে সুন্নাহ অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে থাকে।

আমরা তাদেরকে বলবো, আমরা ইমামদের পরিবর্তে তোমাদেরকে কখনও তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি না। কেননা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহের ব্যাপারে তারা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। এখানে আ'লামু (অধিক জ্ঞাত) বিশেষণের বিশেষণ (ইসমে তাফজীল) ব্যাবহার সংগত নয়। কেননা তাদের ইলমের তুলনায় তোমাদের ইলমের কোন তুলনাই হয় না। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নাহ অনুসরণে তারা যারপরনাই আগ্রহী ও দৃঢ় ছিলেন। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস থেকে তারা যে বুঝ অর্জন করেছে, তারই অনুসরণের প্রতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এই শ্রেণি ইবনে আব্বাস রা.এর উক্ত বক্তব্যের খন্ডিত অংশ উল্লেখ করে নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ এ লোকটি ইবনে আব্বাস রা. এর অপর একটি বক্তব্য দ্বারা কখনও প্রমাণ পেশ করে না। যাতে তিনি নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী হুকুমের কারণ বের করে বাহ্যিক হাদিসের উপর আমল করা থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি তওয়াফ অবস্থায় রমল সুন্নত না হওয়ার মত অবলম্বন করেছেন। এবং যারা একে সুন্নত বলেছেন, তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা ভুল করেছে। যেমনটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[১৫৯]

অথচ রমল সম্পর্কে হজরত উমর রা. বলেছেন,

شيئ صنعه النبي صلي الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه

"এটি এমন একটি আমল, যা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। সুতরাং আমরা এটা পরিত্যাগ করতে পছন্দ করি না।"[১৬০]

[১৫৯] সহীহ মুসলিম, খ.২, পৃ.৯২১। হাদীস নং ২৩৭।

[১৬০] গহীহ বোখারী, খ.৩, পৃ.৪৭১। হাদীস নং ১৬০৫।

আমরা ইমাম সুবকি রহ.এর কথার যথার্থ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি। অথচ ধোঁকায় নিপতিত এক মূর্খ *আল-আয়াতুল বাইয়্যিনাত-এ* উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছে। আমাদের বিশ্লেষণটি এ মূর্খের কমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তার সবচেয়ে শক্তিশালী দলিলের অবস্থা যদি এই হয়, তবে অন্যান্য দলিলের কী অবস্থা খুব সহজে অনুমেয়। তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কী চান? সে উত্তর দিলো, এমন দলিল যার বিশ্লেষণে গর্ববোধ হয়। এমন সন্দেহ যার বিশ্লেষণ লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, একজন মুসলমানের উপর শুধু রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরণ করা আবশ্যক। একমাত্র রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেই অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে, অন্য কাউকে নয়।

আমরা এই অভিযোগকারীকে বলবো, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে বড় বড় ইমাম ও মুজতাহিদগণের বক্তব্যের কিছু অংশ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের কাছে ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাহ পরিত্যাগ ভ্রষ্টতা ও লাঞ্ছনার কারণ। আপনার একথা দ্বারা বোঝা যায়, তারা হিদায়াতের উপর ছিলেন না। তারা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতেন না। একারণে আপনি তাদের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলছেন। আপনি তাদেরকে পাদ্রী ও সন্ন্যাসী মনে করেছেন। যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ ছাড়া হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে। অথচ ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে এতটা কঠোর ছিলেন যে তথাকথিত এই জ্ঞানীরা তা কল্পনা করতেও পারবে না। তারা শুধু পরবর্তীদের কাছে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ পৌঁছে দিয়েছেন; যেমন মুয়াজ্জিন ইমামের তাকবীর পিছনের কাতারের মুসল্লীদের কাছে পৌঁছে দেয়।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমি দলিল থেকে নিজের বুঝ অনুযায়ী শরয়ী বিধি-বিধান বুঝতে চাই। আমি এ বিধানটি ইমাম আবু হানিফা রহ. যেভাবে বলেছেন, সেভাবে বুঝতে পারছি না। বরং ইমাম শাফেয়ি রহ. যেভাবে বলেছেন সেভাবে বুঝেছি। সুতরাং আমি দলিল না বুঝে কোন আমল করতে পারি না। একারণে আমি ইমাম শাফেয়ি রহ.এর মাজহাব অনুযায়ী আমল করবো। এতে কোন সমস্যা আছে কি?

আমরা বলবো, এটি তো এক মাজহাব থেকে অন্য মাজহাবে স্থানান্তর।

এক মাজহাব থেকে আরেক মাজহাবের দিকে স্থানান্তরের কারণটি তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি হতে পারে,

১. বিশেষ কারণে স্থায়ীভাবে সে অন্য মাজহাব গ্রহণ করেছে। বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও বৈধ। এধরণের কাজে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।[১৬১]

২. এ ব্যক্তি সুযোগ সন্ধানী হয়ে বিভিন্ন মাজহাবের মাঝে যেটি পছন্দ হয়, সেটি গ্রহণ করে। এধরণের কাজ নিন্দনীয় ও অবৈধ।

৩. কোন একটি নির্দিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতেহাদের যোগ্য ব্যক্তি দলিলের আলোকে উদ্দিষ্ট মাসআলা আহরণের জন্য প্রয়াসী হয়ে বিভিন্ন মাজহাবের দলিল বিশ্লেষণ ও তা অবলম্বন করবে। এ ব্যক্তি যদি ইজতেহাদের যোগ্য হয় এবং প্রান্তিকতা, স্থূলতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়, তবে তা শুধু বৈধই নয়, বরং তা ফিকাহ শাস্ত্রের একটি প্রশংসনীয় কাজও। তবে শর্ত হলো, তাকে এ গবেষণায় ন্যায়-পরায়ণ হতে হবে।

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের পাশাপাশি পরবর্তী অনেক উলামায়ে কেরামের এজাতীয় গবেষণা করেছেন। যেমন, ইমাম নববি রহ. ইমাম ইবনুস সালাহ, ঈয ইবনে আব্দুস সালাম, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, তকিউদ্দীন সুবকি এবং ইবনুল হুমাম রহ. সহ বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য উলামায়ে কেরাম। এমনকি আমাদের উস্তাদের উস্তাদ আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ.কে অনেকে হানাফি মাজহাব অনুসরণের গোঁড়া হওয়ার অপবাদ দিলেও তিনি তাঁর মাকালাতে ওয়াকফ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এ বক্তব্য পরিত্যাগ করেছেন যে, "ওয়াকফ স্থায়ী হওয়ার জন্য বিচারকের ফয়সালা আবশ্যক; কেননা বিচারকের ফয়সালা মূলত: মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রয়োজন হয়।" সুতরাং ইমাম কাউসারি রহ. এ মাসআলায় জমহুরের মত অবলম্বন করেছেন। যা সহিহ হাদিস এবং সাহাবাগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমতও এটি। ইমাম কাউসারি রহ. এর বিশ্লেষণ হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. কোন কোন মাসআলায় নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী দলিল থেকে মাসআলা ইস্তেম্বাতের পরিবর্তে ইবরাহিম নাখয়ি কিংবা কাজি শুরাইহের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন এবং উক্ত বক্তব্যের দলিল অন্বেষণের চেষ্টা করেননি। কিন্তু পরবর্তী বিশ্লেষণের দ্বারা যখন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ইমাম এ মাসআলায় অন্যের অনুসরণ করেছেন, তখন মাসআলাটি ইমামের

[১৬১] আল্লামা শাতবী কৃত আল-মুয়াফাকাত, খ--৪, পৃষ্ঠা-১৪৪

দিকে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়। কেননা দলিল ছাড়া ইমাম যদি অন্যের অনুসরণ করেন, তবে সেক্ষেত্র ইমামের অনুসরণ জরুরি নয়। এসব ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল প্রকাশিত হলে তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। ইজতিহাদ মূলত: এমন মাস-আলার ক্ষেত্রে হয় যেখানে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না।[১৬২]

ইমাম কাউসারি রহ. এর বক্তব্যটি সেসব মামআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা তিনি আন-নুকাতুত ত্বরীফা এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম কাউসারি রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী এজাতীয় মাসআলার সংখ্যা দশটিরও বেশি।

আমাদের অপর দাদা উস্তাদ আলামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. তাঁর বিখ্যাত কিতাব *ই'লাউস সুনানে* এ পথ অনুসরণ করেছেন। কেননা তিনি বেশ ক'টি মাসআলায় হানাফি মাজহাবে স্থিরকৃত মাসআলার বিপরীত অন্য মাজহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ এ কিতাবে হানাফি মাজহাব অনুসরণের প্রতি তিনি যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন।

কেউ যদি ইজতেহাদের যোগ্য না হয়, গবেষণায় সত্যানুসন্ধানী-ন্যায়পরায়ণ না হয় এবং প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট হয়, তবে এ ব্যক্তির কাজটি চরম গর্হিত ও নিন্দনীয় বিবেচিত হবে। বরং এটি তার ঈমান ও আমলের জন্য ধ্বংসাত্মক কাজ হিসেবে গণ্য হবে।[১৬৩] অথচ বর্তমান সময়ের অধিকাংশ স্বশিক্ষিতরা উদার মানসিকতার অন্তরালে ইমামদের সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও স্বেচ্ছাচারিতার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। তারা যে উপাধি আর শ্লোগানের ছদ্মাবরণ করুক না কেন আমরা কখনও তাদের এ গর্হিত কাজ সমর্থন করি না, বরং এ অন্যায়ের ঘোর বিরোধিতা করে থাকি।

দেখা যায় এক ব্যক্তি হয়তো কোন একটি মাস-আলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ:) এর মাজহাব ছেড়ে ইমাম শাফেয়ি (রহ:) এর মাজহাব গ্রহণ করে, কিন্তু এই স্থানান্তর তাকে অন্য একটি মাস-আলায় উদাহরণ স্বরূপ ইমাম মালেক (রহ:) এর মাজহাবে স্থানান্তরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আবার তৃতীয় একটি মাস-আলায় সে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ:) এর মাজহাবে স্থানান্তর করবে। একইভাবে চতুর্থ কোন মাস-আলায় সে চক্রাকারে প্রথম মাজহাব অথবা অন্য কোন ইমামের মাজহাব অনুসরণ করবে।

---

[১৬২] মাকালাতুল কাউসারী, পৃ.২০০-২১৫

[১৬৩] মুহাম্মাদ সাঈদ আল-বানী, উমদাতুত তাহকীক ফি মাসআলাতিত তাকলীদ ওয়াত তালফীক, পৃষ্ঠা-৮৬..

এই স্থানান্তর সম্পর্কে ইমাম দারমী রহ. নিজ সূত্রে উমর বিন আব্দুল আযিয রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

من جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله

যে ব্যক্তি নিজের দীনকে তর্ক-বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানায় তার স্থানান্তর ও অভিবাসন বৃদ্ধি পায়।[১৬৪]

এভাবে এই স্বেচ্ছাচারী এক মাজহাব থেকে অপর মাজহাবে স্থানান্তর করতে থাকবে। পরিশেষে এ ব্যক্তি শুধু চার মাজহাব থেকেই বের হওয়া পছন্দ করবে না বরং সে এধরণের চল্লিশ মাজহাব থেকেও বের হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক রহ. এর সাথে এ ধরনের একজন স্বেচ্ছাচারীর কথোপকথন হয়। ইমাম মালেক রহ. এই তার নিকট উমর বিন আব্দুল আযিয রহ. এর বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ:) আল-ইন্তেকা-তে হজরত ইমাম মালেক (রহ:) এর উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক (রহ:) এর ছাত্র মায়ান বিন ঈসা (রহ:) বলেন, একদা আবুল জুয়াইরিয়া নামক এক ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহ:) এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববিতে আসল। লোকটি মুরজিয়া হিসেবে অভিযুক্ত ছিল। সে এসে ইমাম মালেক (রহ:) কে বলল,

يا أبا عبد الله! إسمع مني شيئا ، أكلمك به و أحاجك و أخبرك برأي. قال مالك: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال مالك: فإن غلبتك ؟ قال: إتبعتك، قال: فإن جاءنا رجل فكلمناه فغلبنا؟ قال : تبعناه. قال أبو عبد الله مالك :بعث الله محمدا صلي الله عليه وسلم بدين واحد، و أراك تنقل، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل

"হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার একটি কথা শুনুন। আমি আপনার সাথে আলোচনা করব, বিতর্ক করব এবং আমার মতামত উল্লেখ করব। ইমাম মালেক (রহ:) তাকে বললেন, যদি তুমি আমার উপর বিজয়ী হও? সে বলল, আপনি আমার অনুসরণ করবেন। ইমাম মালেক (রহ:) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি তোমার উপর বিজয়ী হই? সে বলল, আমি আপনার অনুসরণ করব। ইমাম মালেক বললেন, আমাদের কাছে যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি আসে এবং আমরা তার সাথে বিতর্ক করি। সে যদি আমাদের উপর বিজয়ী হয়? সে বলল, আমরা তার অনুসরণ করব। ইমাম মালেক তাকে

[১৬৪] সুনানে দারমী, খ--১, পৃষ্ঠা-৯১, মাতবাআতুল ই'তেদাল, দামেস্ক। ১৩৪৯ হিঃ

বললেন, আল্লাহ তায়ালা হজরত মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একটা ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে দেখছি, এদিক সেদিক ছুঁটাছুঁটি করছো! হজরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ:) বলেন, যে ব্যক্তি তার দীনকে বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানায়, তার ছুঁটাছুঁটি বৃদ্ধি পায়"[১৬৫]

সুতরাং এধরনের ব্যক্তি ইমামদের অনুসৃত পথ ছেড়ে দলিলের অনুসরণের নামে এমন সব বক্তব্য উপস্থাপন করবে যা ইতোপূর্বে কেউ বলেনি। অথচ সে নিজেও জানে না, সে কত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে কিন্তু মৌখিকভাবে সে দাবি করছে যে, সে সুন্নাহের সাহায্যকারী, সুন্নাহের প্রতি আহ্বানকারী।

ইমাম মালেক রহ. এই বিপদের আশঙ্কা করে বলেছেন,

سلموا للأيمة و لا تجادلوهم، فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل إتبعناه: لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام

তোমরা ইমামদের আনুগত্য করো এবং তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। আমাদের কর্মপন্থা যদি এই হত যে, যখনই আমাদের নিকট শক্তিশালী কোন যুক্তিবিদ আগমন করতো আর আমরা তার অনুসরণ করতাম, তবে আশঙ্কা করি যে, আমরা হজরত জিবরাইল (আঃ) এর আনীত বিষয়েরও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ব।[১৬৬]

যারা দাবি করেছে যে, আমরা ইমাম আবু হানীফার দলিল বুঝি না, বরং ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দলিল বুঝি, তাদের এ দাবীটি পূর্বে উল্লেখিত ইমামদের বক্তব্যের অনুরূপ। পূর্বে কিছু আলেম হাদিস সহিহ হওয়ার উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্যের বিপরীত বিষয়কে তার মাজহাব প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তারা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর স্পষ্ট বক্তব্য ছেড়ে তার বিপরীত বিষয়গুলো ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠার পিছে পড়েছিলেন। এদের দাবিটিও পূর্ববর্তী আলেমদের অনুরূপ। বরং দু'টি বিষয় একই। এর ফলাফলও আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহপাক সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. এর উপর সন্তুষ্ট হোন। তিনি বলেছেন,

التسليم للفقهاء سلامة في الدين

[১৬৫] আল-ইন্তিকা, পৃষ্ঠা-৩৩, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ),

[১৬৬] আল-মিযানুল কুবরা, খ--১, পৃষ্ঠা-৫১, আল্লামা শা'রানী (রহঃ), আল-মাতবায়াতুল মাইমানিয়্যাহ্,১৩০৬ হিঃ

ফকিহদের অনুসরণের মাঝে দীনের নিরাপত্তা রয়েছে”[১৬৭]

ভালভাবে হৃদয়ংগম করা উচিত যে, উপর্যুক্ত তিন ইমাম তথা ইমাম মালেক রহ, ইবনে উয়াইনা এবং ইবনে ওহাব রহ. এ বিষয়ে একমত যে, ফকিহদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া দীনের মাঝে ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। মুহাদ্দিসরা যেহেতু ফকিহদের মূল্য ও অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন, একারণে নিজেদের ছাত্রদেরকে ফকিহদের থেকে ইলম অন্বেষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। ফকিহ ইমামদের মজলিশের গুরুত্ব উল্লেখ করে তাতে অংশগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন ।

ইবনে আব্দুল বার রহ. *আল-ইন্তেকা-তে* নিজ সনদে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলী ইবনুল জা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা বিখ্যাত মুহাদ্দিস যুহাইর বিন মুয়াবিয়া রহ. এর মজলিশে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি তার মজলিশে উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, কোথা থেকে এসেছো? সে বললো, আমি ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মজলিশ থেকে এসেছি। তখন ইমাম যুহাইর রহ. বললেন, একদিন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মজলিশে যাওয়া আমার কাছে একমাস আসার চেয়েও বেশি উপকারী।[১৬৮]

যুহাইর বিন মুয়াবিয়া রহ. এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাকে ইমাম যাহাবি রহ. আল-হাফিজুল হুজ্জা উপাধি দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে শুয়াইব বিন হারব রহ. এর এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন যে, আমার কাছে ইমাম যুহাইর ইমাম শু'বা রহ. এর মতো বিশজন মুহাদ্দিস থেকেও বড় হাফিজে হাদিস।[১৬৯] অথচ হাদিস শাস্ত্রে ইমাম শু'বা রহ. কে আমিরুল মু'মুﷺমিনিন ফিল হাদিস হিসেবে স্মরণ করা হয়।

তাহযীবু তারিখি ইবনে আসাকির-এ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, একদল মুহাদ্দিস ইমাম আবু আসেম যাহহাক বিন মাখলাদের মজলিশে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা ফিকাহর ইলম অর্জন করো না কেন? তোমাদের মাঝে কোন ফকিহ আছে কি? অত:পর তিনি তাদের সমালোচনা ও নিন্দা করতে লাগলেন। তারা বলল, আমাদের মাঝে একজন ফকিহ রয়েছে। তিনি বললেন, কে? তারা বলল, সে এখনই আসবে। অত:পর যখন আমার পিতা আগমন করলেন, তারা বললো, সে এসেছে। ইমাম আবু আসেম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, তুমি সামনে এসো। তিনি বললেন,

[১৬৭] আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা, খ.১, পৃ.১৬৬, ১১৬।
[১৬৮] আল-ইন্তেকা, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.পৃ,১৩৪।
[১৬৯] তাযকিরাতুল হুফফায, খ.১, পৃ.২৩৩।

আমি মানুষের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে অপছন্দ করি। ইমাম আবু আসেম রহ. বললেন, এটা ফিকাহর আলামত। অত:পর, বললেন, তোমরা তার জন্য জায়গা করে দাও। তারা জায়গা করে দিলো। তারা ইমাম আহমাদ রহ. কে তাদের সামনে বসালেন এবং তাঁর নিকট একটি মাসআলা পেশ করলেন। তিনি উক্ত মাস-আলার সমাধান প্রদান করলেন। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসআলা পেশ করলে তিনি এগুলোরও উত্তর প্রদান করেন। এভাবে তিনি অনেক মাস-আলার সমাধান দান করেন। এতে ইমাম আবু আসেম রহ. আশ্চর্যন্বিত হন।[১৭০]

লক্ষ করুন, কীভাবে ইমাম আবু আসেম রহ. তার মজলিশে উপবিষ্টদেরকে ফিকাহ অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন; ফিকাহ অর্জনের প্রতি যিনি মনোনিবেশ করেছেন, তাঁকে কত সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

ইমাম আবু আসেম রহ. এর বিখ্যাত উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

الرئاسة في الحديث بلا دراية أي تفقه رئاسة نذلة

অর্থাৎ হাদিসের বুঝ বা ফিকাহ অর্জন ছাড়া মুহাদ্দিসের আসনে সমাসীন হওয়া একটি অর্থহীন কাজ।[১৭১]

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. তাঁর *আল-হাবী-তে* লিখেছেন,

قالت الأقدمون المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها ليست عنده

অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ বলেছেন, ফিকাহ ব্যতীত মুহাদ্দিসের দৃষ্টান্ত ওষুধ বিক্রেতার ন্যায়; সে ডাক্তার নয়, শুধু ওষুধ বিক্রি করে। তার কাছে তো অনেক ওষুধ রয়েছে, কিন্তু সে জানে না, কোনটার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করবে। হাদিস ছাড়া ফকিহের দৃষ্টান্ত এমন ডাক্তারের ন্যায়, যার কাছে কোন ওষুধ নেই। সে জানে, কোনটার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করবে, কিন্তু এগুলো তার কাছে নেই।[১৭২]

[১৭০] তাহযীবু তারিখি ইবনি আসাকির, আল্লামা ইবনে বাদরান কৃত। খ.২, পৃ.৩৮

[১৭১] আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, পৃ.২৫৩।

[১৭২] আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ.। খ.২, পৃ.৩৯৮।

ফকিহদের মাঝে হাদিস কেন্দ্রিক মতবিরোধের প্রথম কারণ বিশ্লেষণ করা হলো। এখন দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

IDEA

মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণঃ হাদিসের বুঝ অর্জনে তারতম্য

হাদিসের বুঝ অর্জনে ইমামদের মাঝে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল কারণ দু'টি,

১. হাদিস নিয়ে গবেষণাকারী ফকিহের বুঝ শক্তি, আকল ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার তারতম্য।

২. হাদিসে বর্ণিত শব্দটি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখা।

অতএব প্রথম কারণ হলো, হাদিস গবেষণাকারী ফকিহের বুঝ শক্তির তারতম্যের কারণে সৃষ্ট মতানৈক্য। এটি এমন একটি স্বীকৃত বিষয় যাতে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। কেননা মানুষের বুঝ শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার মাঝে তারতম্য হওয়ার বিষয়টি স্বত:সিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত। এই তারতম্য কখনও সৃষ্টি ও স্বভাবগত হয়ে থাকে। কখনও অনুশীলন ও অর্জনের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে উঠা-বসা, আচরণ, মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা ও পরিবেশগত প্রভাবের কারণে মানুষের বুঝশক্তি ও অভিজ্ঞতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মানুষের তার পেশার মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যেমন, বিচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি মামলা-মুকাদ্দামার জটিলতা ও তার সমাধান সম্পর্কে অবগত থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি এগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। এভাবে মানুষের বুঝ শক্তি ও অভিজ্ঞতার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. কে বলা হলো, মানুষের জন্মগত বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, না (অর্থাৎ জন্মগত বুদ্ধিমত্তা আলোচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।) ব্যক্তি মূলত: সমাজের সাথে উঠা-বসা ও মানুষের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-পর্যালোচনার দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তা শাণিত করে থাকে।[১৭৩]

কখনও আলাহ তায়ালা কারও জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উপকরণগুলো ব্যবস্থা করে দেন। ফলে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ তার স্বভাবের অংশ হয়ে যায়। যেমন, কবি আউস বিন হুজর বলেছেন,

الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأي و قد سمع

[১৭৩] আল-হিলয়া, আল্লামা আবু নুয়াইম রহ. খ.৯, পৃ.১২১।

প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তোমাকে হয়তো কিছু ধারণার কথা বলবে। কিন্তু তা এমনভাবে বাস্তব রূপ লাভ করে, যেন সে তা বাস্তবে শুনেছে ও দেখেছে।[১৭৪]

ইবনুর রুমি বলেন,

ألمعي يري بأول رأي آخر الأمر من وراء المغيب

সচেতন এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রথম দর্শনেই কোন বস্তুর চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে পান।[১৭৫]

এ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা যদি বাহ্যিক উপকরণগুলোর ব্যবস্থা করে দেন, তখন তাদের বুঝ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বড় বড় ইমামদের জন্য এই বিষয়গুলোও সহজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তাঁদের সবার বুঝ একই স্তরের হওয়া জরুরি নয়। কেননা এক্ষেত্রে তাদের মাঝেও বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. আর-রিসালা এর শুরুতে ইমামদের বুঝশক্তির এই পার্থক্যের কথা আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি আমাদের আলোচনার বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,

وهم درجات فيما وعوا منها

অর্থাৎ তারা যেসব হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন, তা বোঝার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

ক'টি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।

একদা ইমাম আবু হানিফা রহ. হাদিস ও কিরাতের বিখ্যাত ইমাম আ'মাশ রহ. এর মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.এর কাছে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ ব্যাপারে আপানার অভিমত কী? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই। ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন, আপনি এ বক্তব্যের দলিল কোথায় পেলেন? ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, আপনি আমার কাছে আবু সালেহের সূত্রে হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু

[১৭৪] আল-বয়ান ওয়াত তাবাইয়্যুন, খ.৪, পৃ.৬৮।
[১৭৫] -মাসুন, আবু আহমাদ আল-আসকারী, পৃ.১২৭।

ওয়াইল হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে এবং হজরত আবু ইয়াস হজরত আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من دل علي خير كان له مثل أجر عمله

যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে পথ প্রদর্শন করলো, তার আমলের পরিমাণ সেও সওয়াব পাবে।

আপনি আমার কাছে হজরত আবু সালেহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আলাহর রসুল, আমি ঘরে নামাজ আদায় করছিলাম। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলো। এতে আমার অন্তরে খুশি অনুভূত হলো। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

لك أجران: أجر السر و العلانية

অর্থাৎ তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নামাজ আদায়ের সওয়াব।

আপনি আমার নিকট হজরত হাকাম থেকে, তিনি হজরত আবুল হাকাম থেকে, তিনি হজরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন...।

আপনি আমার নিকট হজরত আবু সালেহ থেকে, তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে মারফু রিওয়াত বর্ণনা করেছেন...।

আপনি আমার কাছে আবুয যুবাইর থেকে, তিনি হজরত জাবের রা. থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন...।

আপনি আমার নিকট ইয়াজিদ রক্কাশি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আনাস রা. থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন...।

অত:পর, ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন,

حسبك، ما حدثتك في مأة يوم حدثتني في ساعة، ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث، يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء و نحن الصيادلة و أنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين

"আপনার জন্য যথেষ্ট! আমি আপনাকে একশ' দিনে যা বর্ণনা করেছি, আপনি আমাকে এক মুহূর্তে সেগুলো বর্ণনা করলেন। আমি জানতাম না আপনি এই হাদিসগুলোর উপর আমল করে থাকেন। হে ফকিহগণ, আপনারা হলেন ডাক্তার, আমরা ওষুধ বিক্রেতা। কিন্তু হে আবু হানিফা! আপনি উভয়টার সমন্বয় করেছেন।"[১৭৬]

ইমাম আহমাদ রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. কে বললেন, এই মাসআলায় আপনার অভিমত কী? ইমাম শাফেয়ি রহ. উত্তর প্রদান করলেন। ইমাম আহমাদ রহ. বললেন, আপনি কোথা থেকে মাসআলাটি বললেন? আপনার এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন বা হাদিসের কোন দলিল আছে? অত:পর, ইমাম শাফেয়ি রহ. এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট একটা হাদিস উল্লেখ করলেন।[১৭৭]

তারিখে বাগদাদে সনদসহ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি শামে ইমাম আওযায়ী রহ. এর নিকট আগমন করলাম। আমি তাঁর সঙ্গে বয়রুতে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে খোরাসানী, আবু হানিফা নামে কুফায় আবির্ভূত এই বিদআতী কে? ইমাম ইবনুল মুবারক বলেন, এই কথা শুনে আমি ঘরে ফিরে এলাম। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিতাবগুলো অধ্যয়ন শুরু করলাম। এরপর, তিন দিন ধরে সেখান থেকে উত্তম মাসআলাগুলো নির্বাচিত করলাম। তৃতীয় দিন কিতাবটি নিয়ে আমি ইমাম আওযায়ী রহ. এর কাছে এলাম। ইমাম আওযায়ী রহ. এলাকার মসজিদের মুয়াজ্জিন ও ইমাম ছিলেন। ইমাম আওযায়ী রহ. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন কিতাব? আমি কিতাবটি তাঁকে দিলাম। তিনি একটি মাসআলা দেখলেন, যাতে আমি লিখেছিলাম, নু'মান বলেছেন। আযান দেয়ার পর তিনি দাঁড়ান অবস্থায় কিতাবের শুরু অংশটা পড়লেন। কিতাবটি তিনি জামার হাতার মাঝে রাখলেন। এরপর ইকামাত বললেন এবং নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে তিনি কিতাবটি পড়া শুরু করলেন। কিতাবটি শেষে তিনি বললেন, হে খোরাসানী, এই নু'মান বিন সাবেত কে? আমি বললাম, একজন শায়েখ, যার সঙ্গে আমি ইরাকে সাক্ষাৎ করেছি। ইমাম আওযায়ী রহ. বললেন, তিনি অনেক বড় শায়খ। তার

[১৭৬] মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা, মোল্লা আলী কারী রহ.। আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়া, খ.২, পৃ.৪৮৪। মূল বর্ণনাটি খতীব বাগদাদী রহ. আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। খ.২, পৃ.৮৪। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সাথে ইমাম আ'মাশ রহ. এর একই ঘটনা ঘটেছে। জামিউ বয়ানিল ইলমি ওফাযলিহি, খ.২, পৃ.১৩০-১৩১। আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহি, আল্লামা সাইমারি রহ. পৃ.১২-১৩।

[১৭৭] মানাকিবুশ শাফেয়ী রহ.। ইমাম বাইহাকী রহ. কৃত। খ.২, পৃ.১৫৪।

কাছে যাও এবং আরও ইলম হাসিল করো। আমি বললাম, তিনি হলেন, আবু হানিফা যার কাছে যেতে আপনি নিষেধ করেছিলেন।[১৭৮]

হাফিজুদ্দিন কারদারী তার মানাকিবে এসম্পর্কিত ইবনুল মুবারক রহ. অপর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, অত:পর আমি ইমাম আওযায়ী রহ. এর সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করলাম। ইমাম আওযায়ী রহ. কে দেখলাম তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সাথে উক্ত মাসআলাগুলো নিয়ে আলোচনা করছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. মাসআলাগুলো আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। তারা উভয়ে যখন পৃথক হলেন, আমি ইমাম আওযায়ী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁকে কেমন দেখলেন? তিনি বললেন,

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله ، و أستغفر الله تعالي لقد كنت في غلط ظاهرألزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه

আমি তাঁর ইলমের আধিক্য ও প্রচন্ড বুদ্ধিমত্তা দেখে ঈর্ষা বোধ করছি। সেই সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর সম্পর্কে আমি সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিলাম। লোকমুখে তাঁর সম্পর্কে যা শুনেছি তিনি সম্পূর্ণ এর বিপরীত।[১৭৯]

খতিব বাগদাদি রহ. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হানাফি মাজহাবের বিশিষ্ট ফকিহ ইমাম ইসা ইবনে আবান রহ. এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ বিন সামায়া রহ. এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ঈসা ইবনে আবান রহ. আমাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করতেন। অর্থাৎ যে মসজিদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী রহ. নামাজ আদায় করতেন এবং ফিকাহের দরস প্রদান করতেন, সে মসজিদে তিনি নামাজ আদায় করতেন। আমি তাকে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মজলিশে বসার অনুরোধ করতাম। তিনি বলতেন, এরা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের বিরোধিতা করে থাকে। ইমাম ঈসা ইবনে আবান রহ. হাফিযে হাদিস ছিলেন। একদিন তিনি আমাদের সঙ্গে ফযরের নামাজ আদায় করলেন। সেদিন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মজলিশ ছিলো। নামাজ শেষে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মজলিশে বসলেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যখন মজলিশ শেষ করলেন, আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, এই হলো আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আবান ইবনে সাদাকা। সে হাদিসের উপর যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। সে একজন বিশিষ্ট হাফিযে হাদিস। আমি তাঁকে আপনার মজলিশে বসার

[১৭৮] তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.৩৩৮।

[১৭৯] আল-মানাকিব, পৃ.৪৫। আওযাযুল মাসালিক, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. খ.১, পৃ.৮৮-৮৯।

অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু সে বরাবরই অস্বীকার করেছে। সে বলে, আমরা নাকি হাদিসের বিরোধিতা করে থাকি।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁকে বললেন, আমাদের মাঝে হাদিস বিরোধিতার কী দেখলে? আমাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ ছাড়া আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করো না। সেদিন তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কে হাদিসের পঁচিশটি অধ্যায় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকেন। এগুলোর মাঝে কোনটি রহিত তা বর্ণনা করতে থাকেন। এবং প্রত্যেকটি বক্তব্যের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেন।

এ আলোচনা শেষে আমরা মজলিশ থেকে বের হলাম। ইমাম ঈসা ইবনে আবান রহ. আমাকে বললেন,

كان بيني و بين النور ستر فارتفع عني. ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس و لزم محمد بن حسن لزوما شديدا حتي تفقه به

আমার ও আলোর মাঝে একটি পর্দা ছিলো। আজ পর্দাটি উঠে গেছে। আমি তো আল্লাহর রাজত্বে এমন লোকের অস্তিত্বের কল্পনাও করিনি, যাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য এভাবে বিকশিত করবেন।

এরপর, তিনি যারপরনাই গুরুত্বের সঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর সংশ্রব অবলম্বন করতে থাকেন। এমনকি তিনি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ফিকহে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করলেন।[১৮০]

ঘটনার প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। এঘটনায় মতাবিরোধের সর্বশেষ কারণের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। মতবিরোধের সর্বশেষ কারণ হলো, হাদিস অবগতির ব্যাপারে তারতম্য।

হাদিসের বুঝ অর্জনে সৃষ্ট মতবিরোধের দ্বিতীয় কারণটি হলো, হাদিসের শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখা। হাদিসের বুঝ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রায়ই এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। পরস্পর বিরোধী অর্থগুলো সঠিক হওয়ার জন্য নীচের শর্তগুলো থাকা জরুরি।

[১৮০] তারীখে বাগদাদ, খ.১১, পৃ.১৫৮।

১. হাদিস থেকে গৃহীত অর্থটি আরবি ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া এবং ব্যাকরণের মূলনীতির বিরোধী না হওয়া।

২. উক্ত অর্থ গ্রহণে কোন ধরনের লৌকিকতা বা কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকা।

৩. অন্য কোন স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত হুকুমের বিরোধী না হওয়া।

এখানে শর্তগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। যেসব ইমামদের মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করছি, তাঁদের ব্যাপারে কখনও কল্পনাও করা যায় না যে, তাঁরা এ বিষয়গুলো থেকে উদাসীন ছিলেন। বলে রাখা প্রয়োজন, আমাদের এ আলোচনা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা ইমামদের মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ।

হাদিস একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখলে ইমাম উভয় অর্থের মাঝে সমন্বয় করেন। কোন একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ অনুসন্ধান করেন।

একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এমন ক'টি উদাহরণ উল্লেখ করছি। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখবে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

এই হাদিসে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। পরস্পর থেকে অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা নাকি কথার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য? এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দু'টি মাজহাব রয়েছে।

১. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখা কিংবা তা বাতিল করার অধিকার সাব্যস্ত হবে, যতক্ষণ না তারা উক্ত মজলিশ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। তাদের কেউ যদি মজলিশ থেকে সামান্য সরে যায়, তবে চুক্তি সংগঠিত হয়ে যাবে। সুতরাং অন্যের সম্মতি ছাড়া চুক্তি ভঙ্গের অধিকার কারও থাকবে না। এ মতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ি রহ. ও আরও কিছু উলামায়ে কেরাম।

২. হাদিসের আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা কথার মাধ্যমে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ চুক্তি বহাল কিংবা ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত সংশিষ্ট কথোপকথনে

মগ্ন থাকবে, ততক্ষণ তাদের চুক্তি বহাল বা ভঙ্গের অধিকার থাকবে। কিন্তু এ চুক্তি সংক্রান্ত কথা শেষ করে যদি তারা অন্য কথায় মগ্ন হয়, তবে চুক্তি আবশ্যক হয়ে যাবে। তখন অন্যের সম্মতি ছাড়া চুক্তি ভঙ্গের অধিকার থাকবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ. সহ অন্যান্য আলেমের মাজহাব।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক ইমামের বক্তব্যের স্বপক্ষে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে। আমি সংক্ষেপে ক'টি দলিল উল্লেখ করছি। এখানে তাদের মতবিরোধের কারণ বর্ণনা করা আমার মূল উদ্দেশ্য। উভয়পক্ষের সব দলিল উপস্থাপন এবং একটির উপর অপরটির প্রাধান্য দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এটি আমার মতো নগণ্যের কাজও নয়।

ইমাম শাফেয়ি রহ. ও অন্যান্যরা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে নকলী (কুরআন-সুন্নাহের স্পষ্ট দলিল) ও আকলী দলিল (যুক্তিভিত্তিক ক্বিয়াসী দলিল) প্রদান করেছেন। প্রথমত: তারা এ ব্যাপারে আসার উল্লেখ করেছেন। তাদের পেশকৃত আসারটি হলো, হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবি হজরত আব্দুলাহ বিন উমর রা. এর আমল। তিনি কারও কাছ থেকে কিছু ক্রয় করলে তার থেকে কয়েক কদম দূরে সরে যেতেন। অত:পর প্রয়োজন থাকলে তার কাছে ফিরে আসতেন। সুতরাং বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বর্ণনাকারী সাহাবির বুঝ অন্যদের বুঝের তুলনায় সঠিক হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রাখে।[১৮১]

তাদের যৌক্তিক প্রমাণ হলো, হাদিসে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার সাব্যস্ত হবে যতক্ষণ না তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। এখানে বিচ্ছিন্ন হওয়া দ্বারা অবস্থানের বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য নেয়া অধিক যুক্তিসংগত। কেননা, স্বাভাবিকভাবে বিক্রেতা তার দোকানে অবস্থান করে থাকে এবং ক্রেতা তার বাড়িতে। অত:পর, ক্রেতা বিক্রেতার দোকানে আসে এবং তারা উভয়ে চুক্তির স্থানে একত্রিত হয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে। চুক্তি শেষে তারা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। সুতরাং রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন; এর দ্বারা চুক্তি সম্পন্ন করে তাদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাওয়া উদ্দেশ্য।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর মাজহাব অনুসারীগণ তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আকলী ও নকলী দলিল উল্লেখ করেছেন। তাদের নকলী দলিল হলো, পবিত্র কুরআনে আলাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

[১৮১] এ বিষয়ে ইমাম নববী রহ. আরও অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আল-মাজমু, খ.৯, পৃ.১৯৭।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।[১৮২]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, চুক্তি সংগঠিত হওয়ার জন্য উভয়ের সম্মতি হলো মূল। এক্ষেত্রে তাদের সম্মতি প্রকাশের মাধ্যম হলো, ইজাব ও কবুল। সুতরাং এর মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

অত:পর, ما لم يتفرقا এর এমন একটি অর্থ গ্রহণ করতে হবে যেন কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব, এক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য হবে। শরিয়তে অনেক নস এমন রয়েছে যেখানে তাফাররুক দ্বারা বক্তব্যের মাধ্যমে পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এবং এসমস্ত ক্ষেত্রে শারীরিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[১৮৩]

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

আহলে কিতাবরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই বিভ্রান্ত হয়েছে। [১৮৪]

ইমাম আবু হানিফা রহ.এর আকলী দলিল হলো, ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. হাদিসের উদাহরণ পেশ করতেন, অত:পর নিজের আক্বল দ্বারা হাদিস প্রত্যাখ্যান করতেন।[১৮৫] আমি তাঁর কাছে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস বর্ণনা করলাম,

---

[১৮২] সূরা নিসা, আয়াত নং ২৯।

[১৮৩] সূরা আল- ইমরান, আয়াত নং ১০৩

[১৮৪] সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত নং ৪।

[১৮৫] ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. পূর্বের মত এটি। পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে তার ধারণার পরিবর্তন হয় এবং তিনি সুধারণা পোষণ করেন। আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা গ্রন্থে (১/১৬৬) ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর ছাত্র বিশর বিন ওয়ালিদ আল-কিন্দী রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা ইবনে উয়াইনা রহ. এর মজলিশে বসতাম। যখন জটিল কোন মাসআলার সম্মুখীন হতেন, তিনি বলতেন, এখানে আবু হানিফার কোন শাগরেদ আছে? তাঁকে উত্তর দেয়া হতো, বিশর আছে। তিনি আমাকে বলতেন, তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দাও। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো। অত:পর, তিনি বলতেন, التسليم للفقهاء سلامة في الدين অর্থাৎ ফকীহগণের আনুগত্যের মাঝে দীনের নিরাপত্তা রয়েছে।

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখবে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ।

তিনি আমাকে বললেন, তারা যদি একই নৌকা বা জাহাজে থাকে, তবে তারা কীভাবে বিচ্ছিন্ন হবে? সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, তোমরা কি এর চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু শুনেছো?[১৮৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর এ উত্তরটি খুবই সূক্ষ্ম । তিনি সংক্ষেপে তাঁর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করেছেন । ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, তাফাররুক বা বিচ্ছিন্নতা দ্বারা যদি শারীরিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য হয়, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা ছোট নৌকায় নদীর মাঝে থাকলে, তাদের পক্ষে একজন থেকে অপরজন পৃথক হওয়া সম্ভব নয় । এর দ্বারা একটি অপ্রীতিকর ফলাফল সৃষ্টি হবে । অর্থাৎ তারা উভয়ে চুক্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিক্রয় মজলিশটি তাদের অবস্থান অনুযায়ী দীর্ঘায়িত হবে । এটি একদিন বা কয়েকদিন হতে পারে । এমনকি বছরও অতিবাহিত পারে ।

এ উদাহরণটি যখন ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. এর বুঝের বিপরীত হলো, তখন তিনি ধারণা করলেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. তার যুক্তি দ্বারা হাদিসের বিরোধিতা করছেন । অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত ।[১৮৭]

এবিষয়টি যেমন একটি শব্দের সম্ভাব্য দু'টি অর্থ থাকার উদাহরণ, তেমনি একটি হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে মানুষের বুঝের তারতম্যেরও উদাহরণ ।

মতবিরোধের এই মৌলিক কারণ তথা হাদিসের বুঝ অর্জনের তারতম্যের উপর আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না । বরং এর পরিবর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করা জরুরি মনে করছি ।

---

[১৮৬] আল-ইন্তেকা, পৃ.১৪৯ । আল-জাওহারুন নাকী, খ.৫, পৃ.২৭২ ।

[১৮৭] ইবনে আব্দুল বার রহ. এর আল-ইন্তেকা নামক গ্রন্থে রয়েছে, বিখ্যাত হাফিজে হাদীস ফজল ইবনে মুসা সিনানি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ছাত্রদের যুগ পেয়েছিলেন । একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যারা ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে কটুক্তি করে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উত্তর দিলেন,

إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه و بما لا يعقلونه من العلم ، و لم يترك لهم شيئا فحسدوه অর্থাৎ নিশ্চয় আবু হানিফা রহ. এমন ইলমের অধিকারী ছিলেন, যার কিছু তারা বোঝে এবং কিছু বোঝে না । তিনি তাদের জন্য কিছু রেখে যাননি, ফলে তারা তাকে ঈর্ষা করে । আল-ইন্তেকা, পৃ.১৩৬

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত শরয়ী বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহের সাথে সম্পৃক্ত দীনের অংশ। এটি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কিছু নয়। কুরআন ও সুন্নাহ যেমন ইসলামের মৌলিক উৎস, তেমনি তা থেকে উৎসারিত ফিকহও ইসলামেরে অংশ। একে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পৃথক করার কোন অবকাশ নেই।

ইমাম সুয়ূতী রহ. *আল-ইতকানে* বলেন, পয়ষট্টি নাম্বার প্রকার হলো, কুরআন থেকে উৎসারিত ইলম। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، و جميع السنة شرح للقرآن

হাদিস সম্পর্কে উম্মতের বক্তব্যগুলো হাদিসের ব্যাখ্যা। আবার সব হাদিস মূলত: কুরআনেরই ব্যাখ্যা।[১৮৮]

ইমাম শাফেয়ি রহ. আরও বলেন,

ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل علي سبيل الهدي فيها

পবিত্র কুরআনে দীনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানে যথার্থ হেদায়াত বা নির্দেশনা রয়েছে।

স্বভাবত কুরআনের হেদায়াতটি ইস্তেম্বাত বা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে গৃহীত হবে। সুতরাং ইস্তেম্বাত বা কুরআন থেকে বিধান আহরণের পদ্ধতি সঠিক ও সুস্পষ্ট হলে কুরআন থেকে গৃহীত বিষয়টিও কুরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।

ইমাম শাতবী রহ. বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি *আল-মুয়াফাকাতে* লিখেছেন, হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলো মূলত: কুরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং সুন্নাহ হলো কুরআনে বর্ণিত বিধি-বিধানের তাফসীর ও ব্যাখ্যা। নীচের আয়াতটি এ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

যাতে আপনি লোকদের সামনে ওইসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।[১৮৯]

[১৮৮] আল-ইতকান, খ.৪, পৃ.২৪-২৫

পবিত্র কুরআনের চোরের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কাটো.. ।

হাদিসে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১.হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে। ২.সংরক্ষিত স্থান থেকে মাল চুরি করতে হবে ৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ হতে হবে। সুতরাং এটি হলো কুরআনের উদ্দিষ্ট অর্থ। আমরা একথা বলবো না যে, এই বিষয়গুলো কেবল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, কুরআন দ্বারা নয়।

উদাহরণ স্বরূপ ইমাম মালেক রহ. বা অন্য কোন মুফাসসির আমাদের সামনে বিভিন্ন আয়াত বা হাদিসের ব্যাখ্যা উল্লেখ করলেন। আমরা তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করলাম। আমাদের জন্য কখনও একথা বলা সংগত হবে না যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাহের উপর আমল না করে অমুক মুফাসসিরের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করছি।[১৯০]

বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন, ফকিহগণের উস্তাদ, শায়খ মুহাম্মাদ বাখীত আল-মুতীয়ী। তিনি *আহসানুল কালাম ফিমা ইয়াতাআল্লাকু বিস সুন্নাতি ওয়াল বিদআতি মিনাল আহকাম*-এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

চার দলিল তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে গৃহীত প্রত্যেক হুকুম আলাহর বিধান ও শরিয়ত। বিধানটি সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হোক, কিংবা সঠিক পদ্ধতিতে ইজতেহাদের আলোকে। এটিই রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেদায়াত। আমাদেরকে এগুলো অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, মুজতাহিদের মতামত যদি উল্লেখিত চার উৎসের কোন একটি থেকে গৃহীত হয়, তবে তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য এই মতামতই আল্লাহর বিধান।[১৯১]

সামান্য একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, হজরত আলী রা. এর বক্তব্যটি এই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। এটি বোখারি শরীফের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবাতুল ইলম পরিচ্ছেদে সর্বপ্রথম উক্তিটি হজরত আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজরত আলী রা. কে

---

[১৮৯] সূরা নাহল, আয়াত নং ৪৪।

[১৯০] আল-মুয়াফাকাত, খ.৪, পৃ.১০

[১৯১] আহসানুল কালাম ফিমা ইয়াতাআল্লাকু বিস সুন্নাতি ওয়াল বিদআতি মিনাল আহকাম, পৃ.৬, ২৩।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে কি কোন লিখিত গ্রন্থ আছে? তিনি উত্তর দিলেন, না। তবে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মুসলমানকে দেয়া সঠিক বুঝ অথবা এই সহিফায় যা কিছু আছে।[১৯২]

আল্লামা ইবনুল মুনায়্যির রহ. বলেন, উক্ত বর্ণনায় ফাহম বা বুঝ দ্বারা তাফাক্কুহ (দীনের বুঝ অর্জন), ইস্তেম্বাত (সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে শরিয়তের মৌলিক উৎস থেকে মাসআলা গ্রহণ) ও ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য।[১৯৩]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এখানে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ফাহম বা বুঝ উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিতাবে বর্ণিত বিষয়ের ব্যাখ্যাগুলো কিতাবের অংশ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান। ফাহম বা বুঝ দ্বারা তাঁর কাছে লিখিত কোন কিতাব উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম শাতবী রহ. বলেন,

উম্মতের জন্য একজন মুফতি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত। নীচের বিষয়গুলি এর প্রমাণ,

১. শরিয়তের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إن العلماء ورثة الأنبياء... নিশ্চয় উলামায়ে কেরাম নবিগণের উত্তরাধিকারী।

২. উলামায়ে কেরাম শরিয়তের বিধি-বিধান অন্যের নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নবিগণের প্রতিনিধি।

৩. এক দৃষ্টিকোণ থেকে মুফতি শরিয়ত প্রণেতা। কেননা সে শরিয়তের যেসব বিষয় বর্ণনা করে হয়তো শরিয়তের পক্ষ থেকে বর্ণিত, অথবা বর্ণিত বিষয় থেকে ইজতেহাদের মাধ্যমে আহরিত। প্রথম ক্ষেত্রে সে বর্ণনাকারী হবে। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে শরিয়ত প্রণেতার স্থলাভিষিক্ত। আর নতুন নতুন বিধান প্রণয়ন করা এটি শারে বা শরিয়ত প্রণেতার কাজ। মুজতাহিদ যখন তার ইজতিহাদ অনুযায়ী নতুন নতুন বিধান প্রণয়ন করে, তখন সে এই দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়ত প্রণেতা। সুতরাং তাঁকে অনুসরণ করা এবং তাঁর কথা অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। আর এটিই প্রতিনিধিত্বের বাস্তব রূপ।

---

[১৯২] সহীহ বোখারী , খ.১, পৃ.২০৪।
[১৯৩] আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা, খ.২, পৃ.২৫৮।

মোট কথা, একজন মুফতি নবির মতো আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দাতা। একজন নবির মতো তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী শরিয়তের বিধি-বিধান প্রণেতা। খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে উম্মতের মাঝে শরিয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নকারী। একারণে মুফতিদেরকে উলুল আমর হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।[১৯৪]

সালাফে-সালেহিনের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস আ? লাহ্ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন,

لا تقولوا رأي أبي حنيفة و لكن قولوا تفسير الحديث

তোমরা বলো না, এটা আবু হানিফার মত। বরং বলো, এটা হাদিসের ব্যাখ্যা।[১৯৫]

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, আল্লামা ইবনে হাযাম রহ.। তিনি লিখেছেন,

جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة وإن خفي دليله علي العوام ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلي الخطاء و أنهم يشرعون ما لم يأذن به الله و ذلك ضلال من قائله عن الطريق

মুজতাহিদগণ যা কিছু ইজতিহাদ করের, এর সবই শরিয়ত হিসেবে গণ্য হবে। যদিও এর দলিল সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্ট থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তারা ইমামদের প্রতি ভুল বিষয় সম্পৃক্ত করে। এবং এই অভিযোগ করে যে, ইমামগণ এমন বিষয়ে শরিয়ত প্রণেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা নেই। এজাতীয় বক্তব্য বক্তার বিচ্যুতি ও সুস্পষ্ট ভ্রান্তির প্রমাণ।[১৯৬]

আল্লামা শায়খ যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইবনে হাযাম রহ. উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন,

"এটা একজন যাহেরী ব্যক্তির বক্তব্য যিনি কিয়াস স্বীকার করেন না। মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি তার ভক্তি ও আদব দেখুন। সম্ভবত তিনি তাঁর আল-মুহাল্লা সংকলনের পর এটা বলেছেন।"[১৯৭]

---

[১৯৪] আল-মুয়াফাকাত, খ.৪, পৃ.২৪৪-২৪৫

[১৯৫] যাইলুল জাওয়াহিরিল মুজিয়্যা, খ.২, পৃ.৪৬০

[১৯৬] আল-মিযানুল কুবরা, আল্লামা শা'রানী রহ. খ.১, পৃ.১৬

[১৯৭] ইনজাউল ওয়াতান, পৃ.৫৩। এটি আবু ও আসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। পৃ.৬১

একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করছি। ইবনে হাযাম রহ. বলেছেন, وإن خفي دليله علي العوام (সাধারণ মানুষের নিকট যদিও দলিলটি অস্পষ্ট থাকে)। এখানে সাধারণ লোক বলতে উসুলে ফিকাহের পরিভাষায় যে আমী ব্যবহার করা হয় সেটা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত। আমরা সাধারণভাবে যেটা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকি, সেটা এখানে উদ্দেশ্য নয়; অর্থাৎ যারা ইলম ত্বলব করে না, তারাই কেবল সাধারণ মানুষ, বিষয়টি এমন নয়।

সুতরাং ইবনে হাযাম রহ. এর বক্তব্য দ্বারা থেকে প্রমাণিত হলো, ফকিহ ইমামদের ফিকাহ শরীয়তরেই অংশ। এগুলো শরিয়তের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য এর দলির অবগত হওয়া আমাদের জন্য জরুরি নয়। কেননা, দলিলটি আমাদের কাছে বিভিন্ন কারণে অস্পষ্ট থাকতে পারে। যেমন বিষয়টি আমাদের বুঝের উর্ধ্বে হওয়া। ২. দলিলটি আমাদের কাছে না পৌঁছানো। ৩.বিষয়টি অবহিত না হওয়া ইত্যাদি।

হাজার হাজার মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. বা অন্যান্য ফকিহ ইমামদের ফিকাহ নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহেরই ব্যাখ্যা। এটি ইসলামে অনুপ্রবেশ করা নতুন কোন বিষয় নয়। শরিয়তের উৎস ও মূলনীতি ছাড়া নিছক তাদের বিবেক-বুদ্ধি নির্ভর কোন মতামতও নয়।

আমরা যখন বলি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকাহ, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ফিকাহ... আমাদের এ কথার অর্থ হলো, এটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বুঝ, এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বুঝ...। এখানে মৌলিক প্রশ্ন হলো, তাদের বুঝটি কীসের? নি:সন্দেহে কুরআন ও সুন্নাহের বুঝ।

এর থেকে আমরা মানুষের মাঝে প্রচারিত একটি জঘন্য পর্যায়ের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারি। কেউ কেউ নিজের বুঝকে ফিকহুস সুন্নাহ (হাদিসের ফিকাহ) অথবা ফিকহুস সুন্নাহ ওয়াল কিতাব (কুরআন ও সুন্নাহের ফিকাহ) নামে মানুষের কাছে প্রচার করছে।

ফিকহুস সুন্নাহ ওয়াল কিতাব হলো কুরআন ও সুন্নাহের বুঝ। আর এই লোকটি যা প্রচার করছে, সেটি কার বুঝ? এটি যায়দ, আমর বা এ পর্যায়ের সমাজের সাধারণ শ্রেণির বুঝ। অথচ একে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে সম্পৃক্ত করে বলছে, কুরআন ও সুন্নাহের বুঝ। এর মাধ্যমে তারা মানুষকে এভাবে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে যে, তারা দীনের সঠিক জ্ঞানটি মানুষের কাছে পেশ করছে। এর দ্বারা তারা ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর ফিকাহ থেকে

মানুষকে বিমুখ করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে। তারা মানুষকে বলছে, তোমরা কি মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফিকাহ চাও নাকি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি এর?

এদেরই একজন এক মজলিশের ইমামতির জন্য অগ্রসর হলো এবং নামাজ শুরুর পূর্বে উপস্থিত লোকদেরকে বললো, তোমরা কী চাও, আমি কি তোমাদের নিয়ে আবু হানিফার নামাজ পড়াবো নাকি মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর? চিন্তা করুন, কতো জঘন্য ও নিকৃষ্ট কথা বলেছে।

তারা এই ঘৃণ্য পথ সুগম করার জন্য প্রথমে নিজেদের বুঝকে কিতাব ও সুন্নাহের দিকে সম্পৃক্ত করেছে। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বুঝকে ইমাম আবু হানিফার দিকে। একইভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বুঝকে ইমাম শাফেয়ি এর দিকে। অর্থাৎ যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক ব্যাখ্যা ও মর্ম ছিলো তা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। আর নিজের মনগড়া ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে।

কিছু মানুষ এদের ধোঁকায় নিপতিত হয়েছে। এদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। প্রতারণার শিকার এই শ্রেণি মূলত: ফিকাহ সম্পর্কে ন্যুনতম ধারণা রাখে না। একারণেই তারা এ ফেতনার মুখে পড়েছে। এরা লক্ষ করে না যে, সর্বযুগে ইমামদের ইলম, ফিকাহ, তাকওয়া পরহেযগারীর স্বীকৃতি সকলেই দিয়েছে। এসব ইমামদের যুগেই হাদিসের ব্যাপক প্রচার, সংকলন, ব্যাখ্যা ও এগুলোর উপর বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ইসলামি বিশ্বের সর্বস্তর থেকে একটি প্রাণবন্ত ইলমী পরিবেশ বিলুপ্তির পথে। বিষয়টি এপর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রত্যেকেই নিজে মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করছে, অথচ সে তার মনের ভাবটি বিশুদ্ধ আরবীতে প্রকাশ করতে অক্ষম; কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা তো অনেক পরের বিষয়। তাঁর অজ্ঞতার মাত্রা এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সে কথায় কথায় আলাহর জাত সম্পর্কে বেয়াদবিমূলক উক্তি করে। সে বলে, العصمة لله আলাহ তায়ালার জন্য নিরাপত্তা। আল্লাহ তায়ালাকে কে নিরাপত্তা দেবে? আর আলাহ তায়ালা কোন জিনিস থেকে নিরাপদ থাকবেন? এ ব্যাপারে শরিয়তের কোন নস আছে কি? যদি সে ইসমাতের অর্থ না জানে, তবে তো মুসীবত, আর যদি সে জেনে বলে থাকে তবে তার জন্য দীনের সংস্কারের দাওয়াত দেয়ার আগে নিজের ঈমান নবায়ন করা উচিত।

এখানে খুবই জরুরি একটা বিষয়ে সতর্ক করা উচিত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে ইজতেহাদকৃত ফিকাহ শরীয়তেরই অংশ এবং একে শরিয়তের বাইরের কোন

বিষয় মনে করা বৈধ নয়। তবে এর থেকে একটা বিষয় পৃথক করা আবশ্যক। ইমাম আওযায়ী রহ. একে নাওয়াদিরুল উলামা (আলেমদের বিরল ও বিচ্ছিন্ন মতামত) বলেছেন।

ইমাম বাইহাকি রহ. তাঁর *আস সুনানুল কুবরাতে* নিজ সূত্রে ইমাম আওযায়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام

যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের বিচ্ছিন্ন ও বিরল বক্তব্যগুলো গ্রহণ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।[১৯৮]

ইবনে আব্দুল বার রহ. বিখ্যাত আলেম ও আবেদ সুলাইমান তাইমী রহ. থেকে নিজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله

যদি তুমি প্রত্যেক আলেমের সহজ ও বিরল মাসআলা গ্রহণ করো, তবে তোমার মাঝে সব ধরনের অকল্যাণ ও নিকৃষ্টতার সমাবেশ ঘটবে।[১৯৯]

ইবনে আব্দুল বার রহ. এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য করেছেন,

هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف

"এর উপর ইজমা হয়েছে। কেউ এর বিরোধিতা করেছে বলে আমার জানা নেই।"

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. *শরহু ইলালিত তিরমিযি-তে* ইমাম মালেক রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইবরাহিম ইবনে আবি আবলাহ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا، و قال معاوية بن قرة: إياك و الشاذ من العلم

[১৯৮] সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকী (রহঃ), খ--১০, পৃষ্ঠা-২১১, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী (রহঃ) , খ--৭, পৃষ্ঠা-১২৫, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ইমাম যাহাবী, খ--১, পৃষ্ঠা-১৮০

[১৯৯] জামিউ বয়ানিল ইলমি ওফাযলিহি, খ--১, পৃষ্ঠা-৯০,৯১, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী (রহঃ) , খ--৬, পৃষ্ঠা-১৯৮, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ইমাম যাহাবী, খ--১, পৃষ্ঠা-১৫১

যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের বিরল ও একক মতামতের অনুসরণ করে সে অনেক অকল্যাণের বাহক হয়। হজরত মুয়াবিয়া বিন কুররা (রহ:) বলেন- সাবধান! বিরল ও বিচ্ছিন্ন বক্তব্য থেকে বেঁচে থাকো। [২০০]

যুউলু তাযকিরাতিল হুফফায এর টীকায় আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ. ইবনে আবি আবলাহ এর বক্তব্যটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

من أخذ شواذ العلماء ضل

যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের বিরল ও শায বক্তব্যের অনুসরণ করল, সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।[২০১]

ইমাম বাইহাকি রহ. তাঁর সুনানে ইরাকের শাফেয়ি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ থেকে, তিনি ইরাকের মালেকি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম কাজি ঈসমাইল বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহ এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে একটি কিতাব দিলেন। কিতাবটিতে উলামায়ে কেরামের বিচ্যুতি ও ভুলগুলো একত্র করা হয়েছে। আমি খলিফাকে বললাম, হে আমিরুল মু'মিনীন, এই কিতাবের সঙ্কলক ধর্মদ্রোহী যিন্দিক। খলিফা বললেন, এই হাদিসগুলো কি সহিহ নয়? আমি বললাম, হাদিসগুলো যথাস্থানে ঠিক আছে। কিন্তু যেই আলেম নাবীয বৈধ বলেছেন, তিনি মুতআকে হারাম বলেছেন। যিনি মুতআর অনুমতি দিয়েছেন তিনি গান-বাদ্য ও নাবীযকে হারাম বলেছেন। প্রত্যেক আলেমেরই কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের এসমস্ত বিচ্যুতি একত্র করলো এবং সেগুলো গ্রহণ করলো, তার দীন বিদায় নিলো। অত:পর, খলিফার নির্দেশে কিতাবটি পুড়িয়ে দেয়া হলো।[২০২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁর *ইলাল-এ* ইমাম ইহইয়া আল-ক্বাত্তান এর ছেলে মুহাম্মদ এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ইমাম ইহইয়া আল-ক্বাত্তান রহ. বলেন,

لو أن إنسانا إتبع كل ما في الحديث من رخصة لكان به فاسقا

[২০০] শরহু ইলালিত তিরমিযী, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ), খ--১, পৃষ্ঠা-৪১০
[২০১] যুয়ূলু তাযকিরাতিল হুফ্ফায, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী (রহঃ) এর টীকা সংযোজন। পৃষ্ঠা-১৮৭
[২০২] আস-সুনানুল কুবরা, খ.১০, পৃ.২১১।

কেউ যদি হাদিসের প্রত্যেক রুখসতের অনুসরণ করে, তবে ঐ ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যাবে।[২০৩]

ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর *আল-মুসাওয়াদা-তে* লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা আহমাদ বিন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি,

لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع و بقول أهل الكوفة في النبيذ و بقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقا

কেউ যদি প্রত্যেক রুখসতের উপর আমল করে, যেমন গান-বাদ্যের ক্ষেত্রে মদিনা বাসীর বক্তব্য, নাবীযের ক্ষেত্রে কুফাবাসীর বক্তব্য এবং মুতয়ার ব্যাপারে মক্কাবাসীর বক্তব্যের উপর আমল করে, তবে সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে।[২০৪]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. *তালখীসুল হাবীরে* লিখেছেন,

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহ:) হজরত মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في إستماع الغناء و إتيان النساء في أدبارهن ، و بقول أهل مكة في المتعة ، و الصرف و بقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله

কেউ যদি গান শোনা ও মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গমের ব্যাপারে মদিনাবাসীর মতামত গ্রহণ করে এবং মুত'আ ও সরফ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ে মক্কা বাসীর মতামত এবং মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে কুফাবাসীর মতামত গ্রহণ করে তবে সে আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে।[২০৫]

ইমাম হাকেম রহ. *মা'রেফাতু উলিমিল হাদিস-এ* ইমাম আওযায়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

ইরাকবাসীর পাঁচটি বক্তব্য থেকে ও হিজাযবাসীর পাঁচটি বক্তব্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অত:পর তিনি এগুলো উল্লেখ করেন।[২০৬]

---

[২০৩] আল-ইলাল, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)। খ--১, পৃষ্ঠা-২১৯

[২০৪] আল-মুসাওয়াদা, পৃ.৫১৮। এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের বক্তব্যটি ইহইয়া আল-কাত্তান রহ., তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ রহ. এর নয়।

[২০৫] আত-তালখীসুল হাবীর, খ--৩, পৃষ্ঠা-১৮৭

ইমাম আজুররী রহ. তাঁর *তাহরীমুন নরদ ওয়াশ শাতরঞ্জ ওয়াল মালাহি -তে* লিখেছেন,

কেউ যদি দাবা খেলার রুখসত দিয়ে দলিল পেশ করে বলে যে, কিছু কিছু বড় আলেম থেকে দাবা খেলার কথা বর্ণিত আছে, তাকে বলা হবে, এই দলিল মূলত: ইলম থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিপূজারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির। কেননা বড় কোন ব্যক্তি থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটলে তার সেই বিচ্যুতির অনুসরণ করার কোন আবশ্যকতা নেই বরং এর থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করেছেন পরবর্তীতে মানুষ উলামায়ে কেরামের পদস্খলনের অনুসরণ করবে।[২০৭]

অত:পর ইমাম আজুররী রহ. নিজ সনদে হজরত উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

ثلاث مضلات: أئمة مضلة ، و جدال منافق بالقرآن ، و زلة عالم

তিনটি জিনিস পথভ্রষ্টকারী। ১.পথভ্রষ্ট নেতা ও ইমাম। ২.কুরআন নিয়ে কোন মুনাফিকের বিতর্ক। ৩.এবং আলেমের পদস্খলন।

ইলমুল কালাম, ফিকাহ ও হাদিসের বিখ্যাত ইমাম আবুল হাসান কারাবেসী রহ. পূর্ববর্তীদের কিছু বিরল বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন,

فإن قال قائل: هؤلاء من أهل العلم، قيل له: إنما يهدم الإسلام زلة عالم، ولا يهدمه زلة ألف جاهل

কেউ যদি প্রশ্ন করে, এরা সকলেই আলেম। তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে, একজন আলেমের পদস্খলনই ইসলাম ধ্বংস করবে, কিন্তু এক হাজার মূর্খ লোকের পদস্খলনেও ইসলাম ধ্বংস হবে না।[২০৮]

---

[২০৬] মা'রেফাতুল উলুমিল হাদীস, পৃ.৬৫। ইমাম হাকেমের সূত্রে তাঁর ছাত্র ইমাম বাইহকী রহ. তার সুনানে এটি বর্ণনা করেছেন। খ.১০, পৃ.২১১। ইমাম হাকেম থেকে ইমাম যাহাবী এটি সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-এ উল্লেখ করেছেন। দেখুন, খ.৭, পৃ.১৩১। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তালখীসুল হাবীরে এটি উল্লেখ করেছেন

[২০৭] তাহরীমুন নরদ ওয়াশ শাতরঞ্জ ওয়াল মালাহি, পৃ.১৭০

[২০৮] ত্ববাকাতুশ শাফিইয়্যা আল-কুবরা, খ.২, পৃ.১২৫

আল্লাহর শপথ, তিনি সত্য বলেছেন। তবে, এটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন মূর্খতা ও অজ্ঞতাবশত: এই পদস্খলনকে বিশুদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা করা হবে। এবং এর বিপরীত বিষয়গুলো বাতিল সাব্যস্ত করার পিছে পড়বে। কিন্তু যদি এই পদস্খলনগুলো খণ্ডন করে মাটি চাপা দেয়া হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম ধ্বংসের অভিযোগ আনা হবে না।

ইবনে আব্দুল বার রহ. জামিউ বয়ানিল ইলমি ও ফাযলিহি-তে লিখেছেন,

شبه الحكماء زلة العالم بإنكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير

বিজ্ঞজনেরা আলেমের পদস্খলনকে জাহাজডুবির সাথে তুলনা করেছেন। একটা জাহাজ যখন ডুবে যায়, তার সাথে অনেক মানুষও ডুবে যায়।[২০৯]

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. *জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম-এ* আদ দিনু আন নসিহা হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

"আলাহ তায়ালা, আলাহর কিতাব ও তাঁর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য নসীহতের একটি প্রকার উলামায়ে কেরামের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ উলামায়ে কেরামের বিশেষ দায়িত্ব হলো কুরআন ও সুন্নাহের সাথে সংশিষ্ট বিভ্রান্তিকারী বিষয়গুলো খণ্ডন করে এগুলো প্রত্যাখ্যান করা। এবং প্রবৃত্তিপূজা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিপরীতে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা। একইভাবে, উলামায়ে কেরামের পদস্খলন ও দুর্বল বক্তব্য খন্ডন ও প্রত্যাখ্যান করা তাদের কর্তব্য। এবিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি তুলে ধরা তাদের নসীহতেরই অংশ।[২১০]

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, কোন একটি কথা পদস্খলন ও বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আলামত কি?

আমি বলবো, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহ. তার তারিখে বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে ইমাম বাইহাকি রহ. তার আস সুনানুল কুবরা ও মাদখালে হজরত মুয়ায বিন জাবাল রা. এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। হজরত মুয়ায বিন জাবাল রা. এর বিশেষ শাগরেদ, বিশিষ্ট হজরত ইয়াযিদ বিন আমিরা রহ. বলেন, হজরত মুয়ায বিন জাবাল রা. যখন কোন আলোচনার

[২০৯] জামিউ বয়ানিল ইলমি ও ফাযলিহি, খ.২, পৃ.১১১। খতীব বাগদাদী রহ. আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (২/১৪) -এ এই উপমাটিকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায রহ. এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।
[২১০] জামিউয় বয়ানিল ইলমি ওয়াল হিকাম, পৃ.৭০

মজলিশে বসতেন, তিনি বলতেন, আল্লাহ হাকামুন আদলুন (আল্লাহ তায়ালা ন্যায় পরায়ণ বিচারক)। একদিন তিনি তাঁর এক মজলিশে বললেন, তোমাদের পরবর্তী সময়ে অনেক ফেতনা রয়েছে। তখন সম্পদ স্ফীত হবে। কুরআনের আলোচনা ব্যাপক হবে। এমনকি প্রত্যেক মু'মিন-মুনাফিক, স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ-মহিলা ও ছোট-বড় একে গ্রহণ করবে। অচিরেই তোমাদের মাঝে এমন বক্তার আবির্ভাব হবে, যে বলবে, মানুষের কি হলো, আমি কুরআন পড়ছি, অথচ আমাকে কেউ অনুসরণ করছে না? আল্লাহর শপথ, তারা আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি তাদের জন্য নতুন কিছু সৃষ্টি করবো।"

সাবধান, তোমরা এ নব আবির্ভূত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কেননা নব আবির্ভূত বিষয়ের মাঝে ভ্রষ্টতা রয়েছে। তোমরা বিজ্ঞজনের বিভ্রান্তি থেকে সাবধান থাকো। কেননা শয়তান বিজ্ঞজনের মুখ থেকে অনেক সময় বিভ্রান্তিকর কথা বের করে। আবার কখনও মুনাফিকও সত্য বলতে পারে।

হজরত ইয়াযীদ বিন আমিরা রহ. বললেন, আমি হজরত মুয়ায রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, আলাহ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন, আমি কীভাবে বুঝবো যে, বিজ্ঞজন বিভ্রান্তিকর কথা বলে এবং মুনাফিক কখনও সত্য বলতে পারে।

হজরত মুয়ায রা. বললেন,

বিজ্ঞ জনের এমন অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কথা থেকে তোমরা দূরে থাকবে, যেগুলো শুনে তোমরা আশ্চর্যন্বিত হয়ে বলো, এগুলো কী ? তবে, ভুলের কারণে তার থেকে দূরে সরে যাবে না। সে হয়তো সত্য শ্রবণ করে ভুল থেকে ফিরে আসবে। কেননা সত্যের মাঝে একটা নূর থাকে।[২১১]

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, বিজ্ঞজনের বিভ্রান্তিকর কথা ও বক্র চিন্তার কারণে তার থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয় বরং তার সেসব কথা পরিত্যাগ করা উচিত যেগুলোতে কোন নূর নেই। কেননা সত্যের মাঝে নূর রয়েছে অর্থাৎ এর উপর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক দলিল রয়েছে।"

[২১১] তারীখে ইয়াকুব, খ.২, পৃ.৩২১। আস-সুনানুল কুবরা, খ.১০, পৃ.২১০। আল-মাদখাল, পৃ.৪৪৪। বর্ণনাটি মুসতাদরাকে হাকেমে রয়েছে। তিনি একে ইমাম বোখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী এর সত্যায়ন করেছেন। মুসতাদরাকে হাকেম, খ.৪, পৃ.৪৬০। জামিউ বয়ানিল ইলমি ও ফাযলিহি, খ.২, পৃ.১১১। বিজ্ঞজনের পদস্খলনের দৃষ্টান্ত দেখুন, মুসনাদুশ শামিয়ীন, খ.২,পৃ.৩৩৩ (১৪৪৩)। তারীখে ইয়াকুব, খ.২ পৃ.৩২২।

সুতরাং হজরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. একটি বিশেষ দলের দিকে ইঙ্গিত করে তাদের থেকে সতর্ক করেছেন। তাদের পরিচয় দিয়েছন এভাবে, তারা ইসলাম বহির্ভূত বিষয় ইসলামের নামে চালিয়ে দেবে। মানুষের সামনে এমন সব বিদআত উপস্থাপন করবে যার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সাথে সাথে তিনি ন্যাক্কার বুযুর্গদের সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। যাদের মাঝে ঈমান ও হিকমতের নিদর্শন স্পষ্ট হবে, কিন্তু কখনও যদি তাদের থেকে কোন ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, তবে তাদের সাথে প্রথম শ্রেণির মতো আচরণ করা উচিত নয়। বরং এই দলের উত্তম ও সুস্পষ্ট সত্য বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের বিরল ও বিচ্ছিন্ন বক্তব্য থেকে দূরে থাকবে। তিনি ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার আলামতও বর্ণনা করেছেন। এটি সত্যের মতো আলোকজ্বল হওয়ার পরিবর্তে অন্ধকাচ্ছন্ন হয়। তিনি একে মুশতাবিহাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ সুস্থ বিবেক ও স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা যা গ্রহণ করতে ইতস্তত বোধ করে। এমনকি বিষয়টি সত্যের এতটা বিরোধী হবে যে, একজন স্বাভাবিক মানুষ বলতে বাধ্য হবে, এটা কী? পক্ষান্তরে নিরেট সত্যের মাঝে দলিল ও নূর থাকে, যা তাকে আরও শক্তিশালী করে।

ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-এ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এবিষয়ে খুবই মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি উলামায়ে কেরামের বিচ্যুতি থেকে বাঁচার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি লিখেছেন,

ولابد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل

والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفى عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم ولانسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للأسلام وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ومن له علم بالشرع

والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولايجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين

“দু’টি বিষয়ের চর্চা থাকা আবশ্যক। একটি থেকে অন্যটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি হলো, আলাহ্‌র, আলাহ্‌র রসুল, আলাহ্‌র কিতাব ও তাঁর দীনের জন্য কল্যাণকামিতা এবং দীনকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনার বিপরীত বিষয় থেকে রক্ষা করা।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, মুসলিম উম্মাহের ইমামগণের মহত্ত্ব, ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাদের হক, অবস্থান ও স্তর সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাদের কল্যাণকামিতা এবং তাদের ইলম ও মহত্ত্ব, তাদের প্রত্যেক কথা গ্রহণকে আবশ্যক করে না। কিছু মাসআলায় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনা সম্পর্কে তারা অনবহিত ছিলেন। একারণে তাদের সামান্য কিছু ফতোয়ায় ভুল হয়েছে। এগুলোর কারণে তাদের সব ফতোয়া সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা আদৌ শরিয়ত সমর্থিত নয়। এমনকি এই ভুলের কারণে মর্যাদাহানি কিংবা তাদের সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত করারও কোন সুযোগ নেই। দু’টি বিষয়ই (তাদের সমস্ত কথা গ্রহণ করা এবং সামান্য ভুলের কারণে তাদের সমস্ত কথা পরিত্যাগ) প্রান্তিকতার শিকার এবং সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন। এদুয়ের মধ্যবর্তী স্তরটিই হলো সরল পথ। ইফরাত-তাফরীত থেকে বেঁচে থাকলে তাদের অতিশয় সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তেমনি তাদেরকে দোষী প্রমাণের প্রবণতাও থাকবে না। বরং তাদের ব্যাপারে আমরা সেই ধারণাই পোষণ করবো, যা তারা সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে পোষণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন, উপর্যুক্ত দু’টি বিষয়ের মধ্যে তার কাছে কোন বৈপরীত্য নেই। তবে, ঐ ব্যক্তি বৈপরীত্য দেখবে যে ইমামগণের মর্যাদা ও ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ। অথবা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত শরিয়তের বাস্তবতা সম্পর্কে যে অনবহিত। শরিয়ত ও এর বাস্তবতা সম্পর্কে যার পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে, সে নিশ্চিতরূপে অবগত যে, ইসলামের মহান ব্যক্তিরাও ভুল করতে পারেন। পূর্ববর্তী ইমামরা ইসলামে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাকওয়া ও খোদাভীতিতে ছিলেন অনন্য। ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে তাদের বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। এরপরও কদাচিৎ তারা ভুল করেছেন। তাদের থেকে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে তারা মাজুর। বরং তারা ইজতেহাদের জন্য

প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং তার এ বিচ্যুতির অনুসরণ বৈধ নয় এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে তার মর্যাদা ও অবস্থান খাটো করার কোন প্রয়াসও বৈধ নয়।[২১২]

বিষয়টি আমি বেশ দীর্ঘায়িত করেছি। এর দ্বারা সেসব লোকের মুখোশ উন্মোচিত হবে, যারা ইমামদের বিরল, দুর্বল বা বিচ্ছিন্ন কোন বক্তব্য অবলম্বন করে নিজের বিচ্ছিন্ন মতামত বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে। অথচ ইমামদের ঐ বিচ্ছিন্ন মতের বিপরীতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সঠিক মতামত বিদ্যমান রয়েছে।

স্বার্থলোভী ও দুনিয়াভোগী এসব লোক কখনও কিছু বিরল ও দুর্বল বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করে এই দাবি করতে পারে যে, আমাদের আলেমের বক্তব্যের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং এর একটি অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। একারণে আমি বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। স্বভাবত আলেমদের অনেক সময় বিচ্যুতি ঘটে থাকে। এবং তাদের কিছু বিরল ও বিচ্ছিন্ন বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু এগুলো গ্রহণ ও তার উপর আমল করা কখনও বৈধ নয়।

সত্য পথের দিশাদানকারী একমাত্র আলাহ তায়ালা। আমরা আলাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে সরল পথের দিশা দান করুন। আমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ করে দেন।

[২১২] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খ.৩, পৃ.২৯৪।

তৃতীয় কারণ : বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী হাদিসের ক্ষেত্রে ইমামগণের মতবিরোধ

ইমামদের মতবিরোধের কারণসমূহের মাঝে তৃতীয় কারণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শরিয়তের ইলমের মহান দু'টি শাখা তথা ইলমুল হাদিস ও উসুলে ফিকাহ থেকে উপকৃত হওয়ার বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

ইলমুল হাদিস থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি হলো, একই বিষয়ে বর্ণিত একাধিক হাদিস ও আসার সম্পর্কে অবগত হওয়া। এবং মাস-আলার সঙ্গে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে এমন বর্ণনাগুলো একত্রিত করা।

উসুলে ফিকাহ থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি হলো, এর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত কায়দা ও হুকুম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। উসুলে ফিকাহের ক্ষেত্রে যে যতো গভীর পান্ডিত্য অর্জন করবে, তাঁর বুঝ ও চিন্তা-চেতনা ততো বেশি সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও সৃজনশীল হবে। পরস্পর বিরোধী নসের দলিলের মাঝে সমন্বয় সাধণের অসাধারণ যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

নীচের আলোচনায় আমরা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবো।

একজন প্রাথমিক স্তরের তালিবুল ইলমও অবগত রয়েছে, শরিয়তের অনেক মাসআলায় পরস্পর বিরোধী একাধিক হাদিস থাকে। কখনও একই বিষয়ে দু'য়ের অধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে। এই বিরোধ নিরসনে উলামায়ে কেরাম নীচের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করেছেন,

প্রথম পদ্ধতি:

১. পরস্পর বিরোধী হাদিস দু'টির মাঝে এমনভাবে সমন্বয় করা যে উভয়টার উপর আমল করা সম্ভব হয়।

২. অথবা উভয়টা ব্যাখ্যা করা।

৩. অর্থের মাঝে সমন্বয় করার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: উভয়টার মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হলে একটিকে রহিত সাব্যস্ত করা।

তৃতীয় পদ্ধতি: আর যদি একটাকে রহিত প্রমাণ করা সম্ভব না হয় এবং রহিত হওয়ার দলিল না পাওয়া যায়, তবে দু'টোর যে কোন একটাকে প্রাধান্য দেয়া।

আলেমদের মাঝে কেউ কেউ তৃতীয় পদ্ধতিকে দ্বিতীয় পদ্ধতির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথমে সমন্বয় সাধন এরপর, প্রাধান্য দান অত:পর, রহিতকরণ।

এই মাসলাক বা পদ্ধতিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ বেশ দীর্ঘ। আমি নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি,

১. দু'টি বিরোধপূর্ণ হাদিসের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে মানুষের বুঝশক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের ক্ষেত্রে কিছু আলেম দাবি করতে পারেন, এদের মাঝে সমন্বয় সাধন অসম্ভব, কিন্তু আলাহ্ তায়ালা অন্য কোন আলেমের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে থাকেন। ফলে তিনি উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত কারণ বিশ্লেষণ করেন। একারণে বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম খুবই সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই ফয়সালা দিতে বলেছেন।

২. বিরোধপূর্ণ হাদিস দু'টির মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হলে ইমাম যেকোন একটা রহিত হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। সুনির্দিষ্ট দলিল ছাড়া রহিত হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। রহিত হওয়ার প্রমাণগুলোকে মুয়াররিফাতুন নসখ বা রহিত হওয়ার পরিচয়ক বলা হয়। রহিত হওয়ার পরিচয়ক চারটি,

এক. রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা রহিত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেমন, মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিস,

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها

অর্থ: আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।

দুই. কোন সাহাবির বক্তব্য দ্বারা রহিত হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেমন, আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর হাদিস,

كان آخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

অর্থ: আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু আহারের ক্ষেত্রে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সর্বশেষ আমল ছিলো ওজু না করা।

তিন. তারিখ বা সময়ের ব্যবধানের মাধ্যমে রহিত হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেমন, হজরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أفطر الحاجم و المحجوم

অর্থ: যে শিঙা লাগায় এবং যাকে শিঙা লাগানো হয়, উভয়ের রোজা ভেঙ্গে যাবে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এটি অষ্টম হিজরীতে বর্ণিত হাদিস। এটি হযতর ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা রহিত হবে। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

إحتجم النبي صلي الله عليه وسلم و هو محرم صائم

অর্থ: রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা রেখে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিঙা লাগিয়েছেন।

এটি বিদায় হজের সময়কার ঘটনা। বিদায় হজ হয়েছিলো দশম হিজরীতে।

অনেক ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান নির্দেশক কিছু প্রমাণ দ্বারা রহিত হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়া যায়। যেমন, বর্ণনাকারী সাহাবি পূর্বে বর্ণিত হাদিসের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছন এবং তিনি সরাসরি হাদিসটি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে শোনার বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবির হাদিসটি পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবির হাদিস রহিত করবে।

এছাড়াও অনেক সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে, যার মাধ্যমে রহিত হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এর উপর খুবই তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা হওয়া আবশ্যক।

চার. হাদিস রহিত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীতে সঙ্ঘঠিত ইজমা দ্বারা সুস্পষ্ট হওয়া। কিন্তু ইজমা সঙ্ঘঠিত হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণ করা এবং কেউ এর বিরোধিতা করেনি এটা নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

৩. যদি কোন একটি হাদিস রহিত প্রমাণ করা করা সম্ভব না হয়, তবে ইমামগণ দু'টির যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেন। দু'টি হাদিসের একটিকে প্রাধান্য দেয়া খুবই জটিল।

বিরোধপূর্ণ হাদিসের প্রথম ধাপ তথা উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ বুঝ ও উপযুক্ত আকল প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধাপ তথা কোন একটা হাদিসকে রহিত প্রমাণের জন্য উক্ত হাদিস সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা জরুরি। তৃতীয় ধাপ তথা একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদিসের সম্পর্কে রেওয়াত ও দিরায়াত উভয় পদ্ধতির জ্ঞান থাকতে হবে। দিরায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদিসটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, ফিকাহ ও প্রখর বুঝ। আর রিওয়াতের জ্ঞান হলো, হাদিসের সঙ্গে সংশিষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া অর্থাৎ হাদিসের সনদ বিশ্লেষণ। সনদ বিশ্লেষণের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কষ্টকর। অত:পর, বর্ণনাকারী সাহাবিদের জীবনী, তাদের ইতিহাস, বর্ণনাকারীদের গুণাগুন, হাদিসে বর্ণিত শব্দ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

আমি প্রথম সংস্করণে যখন এই বিষয়টা লিখি তখন উপর আমার মাথায় একটা উপযুক্ত উদাহরণ ছিলো। সেটি এখন উল্লেখ করছি,

কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র করার পদ্ধতির ব্যাপারে অধিকাংশ ইমাম হজরত আবু হুরাইরা রা. এর হাদিসের উপর আমল করে থাকেন। নবি কারীম সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

অর্থ: তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

হানাফীগণ বলেন, তিনবার ধৌত করার দ্বারা পাত্র পবিত্র হয়ে যাবে। হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা রা. এর উপরই আমল করেছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন। হানাফীদের মূলনীতি হলো, হাদিসের বর্ণনাকারী যদি বর্ণিত হাদিসের বিপরীত আমল করে, তবে উক্ত হাদিসের উপর আমল করা বিশুদ্ধ নয়। কেননা এক্ষেত্রে হাদিসে মা'লুল বা অভিযুক্ত হয়ে যায়।

বিশিষ্ট গবেষক ও মুহাদ্দিস আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ. লেখেন,

إن التسبيع أي غسل الإناء سبع مرات هو المنسوخ، دون التثليث لتدرجه في أمر الكلاب من التشدد إلي التخفيف دون العكس ، فأمر بقتلها مطلقا لقلع عادة الناس في الألف بها، ثم بقتل الأسود البهيم خاصة، ثم بالترخيص في كلب الصيد و الماشية و الزرع ونهوها. فالتسبيع هو المناسب لأيام التشدد، و التثليث هو المناسب لأيام التخفيف وهو آخر الأمرين

অর্থ: সাতবার ধৌত করার বিষয়টি রহিত (মানসুখ) । কিন্তু তিনবার ধৌত করার বিষয়টি রহিত নয় । কেননা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান থেকে ধীরে ধীরে সহজ বিধান গ্রহণ করেছেন । বিষয়টি এর উল্টো নয় । অর্থাৎ সহজ থেকে কঠোরতার দিকে যাননি । প্রথম দিকে সব কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন । ফলে কুকুরের প্রতি মানুষের হৃদ্যতা ও দুর্বলতা শেষ হয়ে যায় । অত:পর ঘন কালো কুকুর গুলো হত্যার নির্দেশ দেন । এরপর ক্ষেত, পাহারা বা শিকারের জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দেন । সুতরাং সাতবার ধৌত করার বিধানটি কঠোরতার সময় আরোপকৃত বিধানের সাথে সংশিষ্ট । এবং তিনবার ধৌত করার বিধানটি শিথিলতার সময়ের । আর এটি ছিলো সর্বশেষ আমল । সুতরাং পূর্বেরটি রহিত সাব্যস্ত হবে ।

এর থেকে স্পষ্ট, বিষয়টি শুধু সাতবার ধৌত করা এবং অষ্টম বার মাটি দ্বারা পরিষ্কার করার মাঝে সীমাবদ্ধ নয় এবং এটি আবু হুরাইরা রা. এর ফতোয়া ও আমলের মাঝেও সীমাবদ্ধ নয়; বরং এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কুকুরের সাথে সংশিষ্ট সকল বিধানে সহজতা আরোপ করা হয়েছে । পরবর্তীতে কুকুর হত্যা থেকেও নিষেধ করেছেন । সুতরাং এখানে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যও স্পষ্ট যে তিনি কী চান, সহজতা নাকি কঠোরতা? যখন মূল উদ্দেশ্যটি জানা গেলো, তখন উদ্দেশ্যের আলোকে হুকুমের মাঝেও পরিবর্তন হবে ।

ইমামগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদিসের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য যেসব পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ খুবই কঠিন । ইমামরা তাঁদের কিতাবে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এই বিষয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. । তিনি তাঁর *আর-রিসালা -তে* এক আলোচকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন,

إن أصل ما نبني نحن و أنتم عليه : أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلي واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل علي أن الذين ذهبنا إليه أقوي من الذين تركنا. قال محاوره: وما ذلك السبب؟ قلت-الشافعي : أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله ، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة..فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا و أشهر بالعلم وأحفظ له. أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، و الذي تركنا من وجه ، فيكون الأكثر أولي بالحفظ من الأقل .أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعني كتاب الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله ، أو أولي بما يعرف أهل العلم ، أو أصح في القياس ، و الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم.

অর্থ: হাদিসের গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সবার মূলনীতি হলো, কয়েকটি হাদিস যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন আমরা একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে গ্রহণ করি না। একটা ছেড়ে অন্যটা গ্রহণের উপযুক্ত কারণ পেলেই শুধু দ্বিতীয়টা গ্রহণ করি। আমাদের দ্বিতীয় হাদিসটা প্রমাণ করে যে, সেটি পরিত্যক্ত হাদিস থেকে মজবুত ও শক্তিশালী।

প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলো, একটা হাদিস প্রাধান্য দেয়ার কারণ কী কী? ইমাম শাফেয়ি রহ. বললেন, দু'টি হাদিসের মাঝে একটির বক্তব্য যখন কুরআনের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, তখন অন্যটির উপর একে প্রাধান্য দেয়া হবে। যদি পবিত্র কুরআন থেকে এধরণের কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে হাদিস দু'টির মাঝে যেটি শক্তিশালী সেটি গ্রহণ করা হবে। হাদিসটি অধিক শক্তিশালী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারীগণ মুহাদ্দিসদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ হবে। ইলম ও স্মরণশক্তির ক্ষেত্রেও তারা অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হবে। সুতরাং বর্ণনাকারীর মুখস্থশক্তি প্রাধান্য দেয়ার অন্যতম কারণ। একইভাবে ইলমের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়াটাও প্রাধান্য দেয়ার একটা বিশেষ ভিত্তি। এভাবে যে হাদিসটি দুই বা দু'য়ের অধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি এক সনদে বর্ণিত হাদিসের উপর প্রাধান্য পাবে। সুতরাং অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কম সংখ্যকের উপর হেফজ বা মুখস্থের দিক থেকে প্রাধান্য পাবে। সুতরাং

১. কুরআনের অর্থের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ও নিকটবর্তী হওয়ার কারণে একটি প্রাধান্য পাবে।

২. বিরোধপূর্ণ হাদিসগুলির যেটি অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, সেটি প্রাধান্য পাবে।

৩. মুজতাহিদ ইমাম নিজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার আলোকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেবে।

৪. যেটা কিয়াস ও যুক্তির অধিক নিকটবর্তী সেটা প্রাধান্য পাবে।

৫.একটা হাদিসের উপর অধিকাংশ সাহাবিদের আমল রয়েছে, কিন্তু অপরটির উপর আমল কম, তবে যেই হাদিসের উপর অধিকাংশ সাহাবির আমল রয়েছে, সেটি প্রাধান্য পাবে।[২১৩]

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পরে ইমাম হাযিমি রহ. পরস্পর বিরোধী নসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে তার *আল-ই'তেবার ফিন নাসিখি ওয়াল মানসুখি মিনাল আসার-এ* প্রাধান্য দেয়ার পঞ্চাশটি পদ্ধতি

[২১৩] আর-রিসালা, পৃ.২৮৪।

আলোচনা করেছেন এবং এগুলোর অধিকাংশ পদ্ধতির উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। আলোচনার শেষে তিনি লিখেছেন,

وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول بها هذا المختصر

অর্থ: এছাড়াও প্রাধান্য দেয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সংক্ষিপ্ত কিতাবের কলেবর বড় হওয়ার আশঙ্কায় এগুলোর আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি।[২১৪]

অত:পর, হাফেজ ইরাকী রহ. ইবনুস সালাহ এর *মুকাদ্দামার* টীকায় ইমাম হাযিমি রহ. উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করে লিখেছেন,

وجوه الترجيحات تزيد علي المأة ، و قد رأيت عدها مختصرا فأبدا بالخمسين التي عدها الحازمي، ثم أسرد بقيتها علي الولاء

অর্থ: প্রাধান্য দেয়ার কারণ ও পদ্ধতি একশ' এর বেশি। ইমাম হাযিমি রহ. যে পঞ্চাশটি উল্লেখ করেছেন সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করে অবশিষ্টগুলো তিনি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইরাকী রহ. একশ' দশটি পদ্ধতি উল্লেখ করে লিখেছেন, প্রাধান্য দেয়ার আরও পদ্ধতি রয়েছে। তবে এর কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে।[২১৫]

আলামা কাজি শাওকানি ইরশাদুল ফুহুলে প্রাধান্য দেয়ার কারণগুলিকে বারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। এবং এই বারটির অধীনে মোট একশ' ষাটটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক প্রকারের আলোচনার শেষে তিনি লিখেছেন, এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়ার আরও পদ্ধতি রয়েছে।[২১৬]

উক্ত আলোচনা থেকে বর্তমানে কিছু লোকের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা স্পষ্ট। এদের সামনে বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিস পেশ করা হলে এরা বোখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসকে অন্যান্য কিতাবের হাদিসের উপর প্রাধান্য দেয়। প্রাধান্য দেয়ার অন্যান্য কারণগুলোর দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ আলামা ইরাকী রহ. প্রাধান্য দেয়ার কারণগুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনার ক্ষেত্রে ১১০ টি পদ্ধতি বা কারণের মধ্যে ১০২ নং কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, বোখারি ও

[২১৪] ইমাম হাযিমী রহ. কৃত আল-ই'তেবার ফিন নাসিখি ওয়াল মানসুখি মিনাল আসার, পৃ.৯-২৩
[২১৫] ইবনুস সালাহ এর উপর আল্লামা ইরাকীর হাশিয়া, পৃ.২৪৫।
[২১৬] ইরশাদুল ফুহুল, পৃ.২৭৬-২৮৪।

মুসলিমে বর্ণিত হাদিসটি অন্যের উপর প্রাধান্য পাবে। সুতরাং এই মূর্খরা হাদিস প্রাধান্য দেয়ার ১০১টি কারণ বাতিল করেছে। এটি হয়তো তারা অজ্ঞতাবশত করেছে, নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞতার ভান করেছে। এই উভয় শ্রেণির বাহ্যিক সৌন্দর্যগুলোও পরিণামে তিক্ত হয়।

কাজি শাওকানি রহ. হাদিসের সনদের মাধ্যমে প্রাধান্য দেয়ার যে ৪২ টি পদ্ধতি আলোচনা করেছেন, তন্মধ্যে ৪১ নং কারণ হলো, বোখারি ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিস অন্য কিতাবে বর্ণিত হাদিসের উপর প্রাধান্য পাবে। সুতরাং ধোঁকাবাজদের এই প্রতারণায় নিজেকে নিপতিত করবেন না যে, ইমাম ইবনুস সালাহ বোখারি ও মুসলিমে সমষ্টিগতভাবে বর্ণিত হাদিসকে সবচেয়ে সহিহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং একে বোখারির এককভাবে বর্ণিত হাদিসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বোখারির এককভাবে বর্ণিত হাদিসকে ইমাম মুসলিম রহ. এর এককভাবে বর্ণিত হাদিসের উপরও প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম ইরাকী প্রাধান্য দেয়ার অন্যান্য ১০০ টি পদ্ধতি আলোচনার পরে বোখারি ও মুসলিমে সমষ্টিগতভাবে বর্ণিত হাদিস প্রাধান্য দেয়ার কথা বলেছেন। এটি তিনি ইমাম ইবনুস সালাহ এর কিতাবের টীকায় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইবনুস সালাহ রহ. এর বক্তব্য ও প্রাধান্য দানের পদ্ধতি সম্পর্কে হাফেজ ইরাকী রহ. সম্যক অববগত ছিলেন। সুতরাং একথা বলা আদৌ সংগত হবে না যে, হাফেজ ইরাকী রহ. ইবনুস রহ. এর বক্তব্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন অথবা ভুলে গেছেন। এটি একটি অসম্ভব কথা। বরং ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. এর বক্তব্যটি খুবই সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ পরিসরের। পক্ষান্তরে হাফেজ ইরাকী রহ. ও উসুলবিদগণের বক্তব্যের পরিসর অত্যন্ত দীর্ঘ ও যথার্থ। আল্লাহ তায়ালা তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ এবিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

বোখারি ও মুসলিম শরীফে হাদিস উল্লেখের পদ্ধতি দ্বারাও বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে, তারা সংশিষ্ট অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদিসগুলোর কোনটি গ্রহণ করছেন আবার কোনটি ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন ইমাম মুসলিম রহ. মুসলিম শরীফে প্রথমে জানাযার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন।[২১৭] অত:পর এটি রহিত হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন।[২১৮]

[২১৭] মুসলিম শরীফ, খ.২, পৃ.৬৫৯।
[২১৮] মুসলিম শরীফ, খ.২,পৃ.৬৬১।

ইমাম কুরতুবী রহ. *তাফসিরে কুরতুবী-তে* লিখেছেন, ইমাম মুসলিম রহ. যেই হাদিসকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করেন, সেটি অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করে থাকেন ।[২১৯]

ইমাম বোখারি রহ. শুধু জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি রহিত হওয়ার হাদিসটি উল্লেখ করেননি ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকষর্ণ করতে চাই। বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস আলামা ইউসুফ বান-নূরী রহ. তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মায়ারিফুস সুনানে লিখেছেন,

وقد قلت قديما و أقول: هؤلاء الأئمة الكبار أربار الصحاح:من البخاري ومسلم و غيرهما قد إنحازوا إلي جهة: تفقها و إجتهادا، أو إتباعا لأئمتهم في دقائق الفقه و الإجتهاد و غوامض المسائل ، و اختاروا جانبا في الخلافيات، ثم لما ألفوا أخرجوا في في تآليفهم ما يوافق مذاهبهم الفقهية و سري ففههم إلي الحديث و تركوا ما عداها، حيث لم يذهبوا إليها، إلا من التزم إخراج أحاديث الفريقين، كالإمام الترمذي غالبا و كإبن شيبة و عبد الرزاق في مصنفيهما، و أحمد في مسنده..

অর্থ: আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি, বোখারি ও মুসলিম রহ. সহ সহিহ হাদিস সমূহের সঙ্কলক বড় বড় ইমামগণ ফিকাহ ও ইজতেহাদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মতের দিকে ঝোঁক রাখতেন। ফিকাহের বিভিন্ন বিষয় ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাস-আলার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণীয় ইমামের মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন। মতবিরোধপূর্ণ মাস-আলায় তাঁরা সুনির্দিষ্ট মাজহাবের অনুসারী ছিলন। এরপর তারা হাদিসের কিতাবসমূহ সংকলনের সময় তাদের ফিকহি মাজহাব অনুযায়ী সংকলন করেছেন। হাদিসের সংকলনের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ইজতেহাদও কাজে লাগাতেন। যেসব হাদিস তাদের ইজতিহাদ ও গৃহীত মাজহাবের অনুগামী হতো না, সেগুলো উল্লেখ থেকে বিরত থাকতেন। তবে অনেক মুহাদ্দিস উভয় পক্ষের হাদিস সংকলন করেছেন। যেমন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযি রহ, ইমাম ইবনে আবি শাইবা, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ ।[২২০]

হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে তাদের ফিকাহ ব্যবহারের একটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে কি না, এ বিষয়ে ইমাম মুসলিম রহ. এর হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি আলোচনা

[২১৯] তাফসীরে কুরতুবী, খ.৩, পৃ.২১২ ।
[২২০] মায়ারিফুস সুনান, খ.৬,পৃ.৩৭৯-৩৮০

করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. প্রথমে দন্ডায়মান হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন। অত:পর এটি রহিত হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন। একইভাবে ইমাম নাসায়ী রহ.ও রহিত হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বোখারি রহ. শুধু দন্ডায়মান হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. যে হাদিস দ্বারা এটি রহিত হওয়ার দলিল দিয়েছেন, সে হাদিস থেকে ইমাম বোখারি রহ. রহিত হওয়ার বিষয়টি বোঝেননি। একারণে তিনি হাদিসটি উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। সুতরাং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী রহ. তাদের ফিকাহ অনুযায়ী রহিত হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বোখারি রহ. রহিত হওয়ার মতটি গ্রহণ না করায় হাদিসটি উল্লেখ করেননি।

এবিষয়ে আরেকটি উদাহরণ হলো, হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من صلي علي جنازة في المسجد فلا شيئ له

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মসজিদে কারও জানাযা পড়লো, তার কোন সওয়াব নেই।

পূর্বে হাদিসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. উল্লেখ করেননি। কিন্তু এ বিষয়ে হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

ما أسرع ما نسي الناس: ما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي سهيل بن البيضاء إلا في المسجد

অর্থ: "মানুষ কত দ্রুত ভুলে যায়! নিশ্চয় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইল ইবনুল বায়যা এর জানাযা মসজিদে আদায় করেছেন।" [২২১]

একইভাবে ইমাম নাসায়ী রহ. আয়েশা রা. এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।[২২২] এটি হলো ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী রহ. এর ফিকাহ। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ রহ. প্রথমে হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। অত:পর, তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. এর হাদিসের মাধ্যমে পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন।[২২৩] এটি হলো ইমাম আবু দাউদ রহ. এর ফিকাহ ও বুঝ। ইমাম ইবনে মাজা রহ.

[২২১] সহীহ মুসলিম শরীফ, খ.২, পৃ.৬৬৮
[২২২] নাসায়ী শরীফ, খ.১, পৃ.৬৩৯।
[২২৩] আবু দাউদ শরীফ, খ.৩, পৃ.৫৩০-৫৩১।

ঠিক এর উল্টো করেছেন অর্থাৎ তিনি প্রথমে হজরত আবু হুরাইরা রা. এর হাদিস উল্লেখ করেছেন, এরপর হজরত আয়েশা রা. এর হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন,

حديث عائشة أقوي

হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি শক্তিশালী ।[২২৪]

এটি ইমাম ইবনে মাজা রহ. ফিকাহ ও বুঝ । সুতরাং এসমস্ত হাদিসের ইমামদের বুঝ ও ফিকাহের অনুসরণ না করে বিখ্যাত ফকিহ ইমামগণের অনুসরণ উত্তম নয় কি? বরং তাঁদের অনুসরণের চেয়ে ফকিহ ইমামগণের অনুসরণ অধিক উত্তম । পূর্বে ইমাম তিরমিযি রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, ফকিহগণ হাদিসের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত । এটি এমন দ্ব্যর্থহীন বিষয়, যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই ।

ইমাম বোখারি রহ. একটা হাদিস বর্ণনা করলে তা থেকে একটি মাসআলা প্রমাণিত হয় । সুতরাং ইমাম বোখারি বর্ণিত হাদিস থেকে যে বিধান গ্রহণ করা হয়েছে একে ইমাম আবু দাউদ বর্ণিত হাদিস থেকে গৃহীত হুকুমের উপর প্রাধান্য দেয়া সঠিক নয় । কেননা, এর দ্বারা মূলত: ইমাম বোখারি রহ. এর ইজতিহাদ ও মাযহাবকে অন্য কোন মুহাদ্দিসের মাজহাবের উপর প্রাধান্য দেয়া হয় । বাস্তব কথা হলো, ইমাম বোখারি রহ. সংশিষ্ট মাস-আলায় যেই হাদিসটা তার মাজহাব অনুযায়ী পেয়েছেন, সেটা বর্ণনা করেছেন । সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বোখারি বর্ণিত হাদিসকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ হলো, ইমাম বোখারির মাযহাবকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া । প্রত্যেক মাস-আলায় বোখারি বর্ণিত হাদিসকে প্রাধান্য দেয়ার যে রীতি সংশয় সৃষ্টিকারীরা তৈরি করেছে, বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ।

হাদিসে বুঝ অর্জনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের পারস্পরিক ব্যাবধান ও মতবিরোধ খুবই বিস্তৃত । তাদের মতবিরোধের এই বিস্তর পরিসর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একটি ফিকহি মাস-আলার বিধান আহরণ কতটা কষ্টসাধ্য । এর মাধ্যমে এটাও অনুধাবন করা যাবে যে, ইমামগণ ইলমের কতো উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন । আমি যে বিষয়টি আলোচনা করছি, এটি মূলত: ইজতেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম সমূহের একটি ইলমের প্রাথমিক কিছু অংশ । সুতরাং ইজতেহাদের জন্য আবশ্যক অন্যান্য ইলমের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা উচিত? বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তীতে সামান্য আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ ।

[২২৪] ইবনে মাজা শরীফ, খ.১, পৃ.৪৮৬

ইমামদের মতবিরোধের তৃতীয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি অপ্রসিদ্ধ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করবো। এ বিষয়ের উপর পৃথক কোন কিতাব লেখা হয়নি। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বিস্তর কোন আলোচনাও করেননি। অথচ অন্যান্য প্রত্যেকটি মাস-আলায় তারা ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যেমন, সূরা তওবা ছাড়া বিসমিল্লাহ্ প্রত্যেক সূরার অংশ হওয়া, ইমামের পিছে কিরাত পড়া, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানো ইত্যাদি। আমি এই মাসআলাটি গ্রহণ করার কারণ হলো এর মধ্যে উপর্যুক্ত তিনটি পদ্ধতির উপর আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

ইমাম নববি রহ. বলেছেন, "আমাদের মাজহাব তথা শাফেয়ি মাজহাবে পুরুষ ও মহিলার জন্য সাদা চুলে হলুদ বা লাল খেযায ব্যবহার করা মোস্তাহাব। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কালো খেযাব ব্যবহার করা হারাম। কেউ কেউ বলেছেন, মাকরুহে তানযীহি। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি হারাম। কেননা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

واجتنبوا السواد

"তোমরা কালো রঙ থেকে বেঁচে থাকো।"

কাজি ইয়াজ রহ. বলেন, সাহাবা ও তায়েবীগণের যুগ থেকে সালাফে-সালেহিন খেযাব লাগানো এবং খেযাবের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, খেযাব না লাগানো উত্তম। তারা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এবিষয়ে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা চুলকে পরিবর্তন করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়াও রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর সাদা চুল পরিবর্তন করেননি। খেযাব না লাগানোর মতটি হজরত উমর রা, হজরত আলী রা, হজরত উবাই বিন কা'য়াব রা. ও অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত। অন্যান্যরা মতামত দিয়েছেন, খেযাব লাগানো উত্তম। সাহাবা, তাবেয়ি ও পরবর্তীদের অনেকেই খেযাব ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস রয়েছে। হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ.সহ অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

যারা খেযাব ব্যবহারের পক্ষে মতামত দিয়েছেন, তারা আবার খেযাবের রঙ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। অধিকাংশ খেযাব ব্যবহারকারী হলুদ রঙ ব্যবহার করতেন। যেমন, হজরত ইবনে উমর রা, আবু হুরাইরা ও অন্যান্য সাহাবীগণ। হজরত আলী রা. থেকেও এধনের একটি মত পাওয়া যায়।

অনেকেই মেহেদী ও কাতাম (এক জাতীয় উদ্ভিদ) ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ জাফরান ব্যবহার করেছেন। একদল সাহাবি ও তাবেয়ি কালো রঙের খেযাবও ব্যবহার করেছেন। হজরত উসমান রা, হজরত হাসান রা, হজরত হুসাইন রা, হজরত উকবা ইবনে আমের রা, ইবনে সিরীন রহ. ও হজরত আবু বুরদা রহ. থেকে কালো বর্ণের খেযাব ব্যবহারের কথা বর্ণিত রয়েছে।

কাজি ইয়াজ রহ. বলেন, ইমাম ত্বরানী রহ. বলেছেন, সাদা চুলের রঙ পরিবর্তন করা বা না করার ব্যাপারে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এগুলো সহিহ। এগুলোর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। যার চুল হজরত আবু বকর রা. এর পিতা আবু কুহাফা রা. এর মতো সাদা হবে, যাতে কোন সৌন্দর্য থাকে না, সে খেযাব ব্যবহার করতে পারবে। যার চুল হালকা সাদা হয়েছে তার জন্য খেযাব ব্যবহারের বিধান প্রযোজ্য নয়।

ইমাম ত্বরানী রহ. বলেছেন, খেযাবের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীগণের মতানৈক্য তাদের অবস্থার ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যে আদেশ-নিষেধ রয়েছে, এটি সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে না। একারণে পূর্বের কেউ এর বিপরীত আমলকারীকে দোষারোপ করেননি। সুতরাং হাদিসগুলোর মাঝে কোন একটি রহিত হওয়ার দাবি করাও ঠিক নয়।

কাজি ইয়াজ রহ. বলেন, ইমাম ত্বরানী রহ. ছাড়া অন্যান্যরা বলেন, খেযাব লাগানোর দু'টি অবস্থা রয়েছে। কেউ যদি এমন শহর বা স্থানে থাকে, যেখানে সাধারণ প্রচলন হিসেবে খেযাব ব্যবহার করা হয় অথবা তা থেকে বিরত থাকা হয়, তবে সে শহরবাসীর আমল অনুযায়ী আমল করবে। প্রচলিত আমলের বিরোধিতা করবে না। কেননা সাধারণ প্রচলনের বিরোধিতা প্রসিদ্ধির অর্জনের উপলক্ষ্য হতে পারে। ফলে এটি মাকরুহ হবে। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, বিধানটি সাদা চুলের পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভরশীল হবে। যার সাদা দাঁড়ী উজ্জ্বল এবং খেযাব ব্যবহার ছাড়াই সুন্দর, তার জন্য খেযাব ব্যবহার না করা উত্তম। যার সাদা দাঁড়ী বা চুল খেযাব লাগানো ছাড়া অসুন্দর দেখায়, তার জন্য খেযাব ব্যবহার করা উত্তম। এটি কাজি ইয়াজ রহ. বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুন্নাহের অধিক নিকটবর্তী সঠিক মতটি আমাদের মাজহাবের আলোকে পূর্বে বর্ণনা করেছি।" [ইমাম নববি রহ. এর বক্তব্য শেষ হলো][২২৫]

ইমাম হাকেম রহ. তাঁর মা'রেফাতু উলুমিল হাদিস-এ ২৯ নং ইলমের শিরোনাম দিয়েছেন,

[২২৫] ইমাম নববী কৃত মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্ত শরহু মুসলিম, খ.১৪, পৃ.৮০।

معرفة سنن لرسول الله صلي الله عليه وسلم يعارضها مثله ، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما

“রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরস্পর বিরোধী হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ইমামগণ এগুলোর কোন একটি দ্বারা দলিল প্রদান।” এই শিরোনামের অধীনে তিনি এবিষয়ে ক’টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন এবং চমৎকার একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা শেষ করেছেন। উদাহরণটি আমরা নীচে উল্লেখ করবো। উল্লেখ্য পরস্পর বিরোধী হাদিসের জ্ঞানকে পরবর্তীতে মুখতালাফুল হাদিস নামে অভিহিত করা হয়।

ইমাম হাকেম রহ. আব্দুল ওয়ারিস বিন সাঈদ আততান-নূরী থেকে নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আমি মক্কায় আগমন করলাম। সেখানে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম ইবনে আবি লায়লা ও ইমাম ইবনে শুবরুমা রহ. কে পেলাম। আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তি কোন কিছু বিক্রি করলো এবং বিক্রময়ের মাঝে শর্তারোপ করলো, তার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি বললেন, বিক্রয় বাতিল। শর্তও বাতিল। অত:পর, আমি ইমাম ইবনে আবি লাইলা রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, শর্ত বাতিল। কিন্তু বিক্রয় বৈধ। এরপর আমি ইমাম ইবনে শুবরুমা রহ. কে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, বিক্রয় বৈধ এবং শর্তও বৈধ।

আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ, তিনজনই ইরাকের ফকিহ। একই মাস-আলায় তিনজন পৃথক পৃথক মতামত দিলেন। অত:পর, আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কাছে গেলাম। এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তিনি বললেন, আমি জানি না তারা কী বলেছে। আমার নিকট আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে এবং সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিক্রয়ের সঙ্গে শর্তারোপ থেকে নিষেধ করেছেন। বিক্রয় বাতিল, শর্তও বাতিল।

অত:পর, আমি ইবনে আবি লাইলার নিকট আসলাম। তাঁকেও বিষয়টা জানালাম। তিনি বললেন, আমি জানি না তারা দু’জন কী বলেছে। আমার নিকট হিশাম ইবনে উরয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন বারীরাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেই। বিক্রয় বৈধ কিন্তু শর্ত বাতিল।

অত:পর, আমি ইবনে শুবরুমা রহ. এর নিকট এসে পুরো ঘটন বললাম। তিনি বললেন, তারা দু’জন কী বলেছে আমি জানি না। আমার নিকট মিসয়ার ইবনে কিদাম হজরত মুহারিব ইবনে দিসার থেকে

বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে একটি উটনী ক্রয় করলাম। তিনি আমাকে শর্ত দিলেন যে, তিনি উটনীতে আরোহণ করে মদিনায় যাবেন। এক্ষেত্রে বিক্রয় বৈধ এবং শর্তও বৈধ।[২২৬]

অনেকেই বিষয়টিকে মুধ চেটে খাওয়ার চেয়েও সহজ মনে করে থাকে। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে মাত্র একবার হজ করেছেন। যদি তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেটা কি হজ্বে মুফরাদ ছিলো নাকি ক্বিরান, নাকি তামাত্তু? আপনার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই অল্পবিদ্যার তথাকথিত শায়খরা একটা, দুইটা অথবা দশটা হাদিস পড়ে উত্তর দেয়া শুরু করে থাকে। এদের কোন বিষয়ে যদি আপনি বিরোধিতা করেন, সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে, অমুক ইমাম এটা বলেছেন, অমুক ইমাম এই মত দিয়েছেন। বিরোধিতার সাথে সাথে অন্ধ তাকলীদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। অথচ কিছুক্ষণ আগে সে ইজতেহাদের ছদ্মাবরণে নিজেকে মুজতাহিদ হিসেবে উপস্থাপন করছিলো।

ইমাম হাকেম রহ. মতবিরোধপূর্ণ হাদিসের আলোচনায় হজরত আনাস রা. এর হাদিস উল্লেখ করেছেন। হজরত আনাস রা. বলেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হজ ও উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীসও উল্লেখ করেছেন, যা হজরত আনাস রা. এর হাদিসের বিপরীত। অত:পর, ইমাম হাকেম রহ. লিখেছেন, ইমাম আবু বকর ইবনে ইসহাক অর্থাৎ ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. এবিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় আলোচনা করে তামাত্তুকে গ্রহণ করেছেন। একইভাবে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক রহ. হজ্বে তামাত্তুকে উত্তম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. ইফরাদ হজকে উত্তম বলেছেন এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. ক্বিরান হজকে উত্তম বলেছেন।[২২৭]

ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও খুবই দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনাটি পাঁচ খন্ড বিশিষ্ট। ইমাম হাকেম রহ. নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনে খোযাইমা রহ. এর এই আলোচনা সম্পর্কে আবুল হাসান সানজানী রহ.এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। আবুল হাসান সানজানী রহ. বলেন, "ইবনে খোযাইমা রহ. এর হজের উপর লিখিত গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছি। আমি নিশ্চিত যে, এতো সুন্দর ইলম আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"[২২৮]

---

[২২৬] মা'রেফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ.১২৮।

[২২৭] মা'রেফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ.১২৪।

[২২৮] মা'রেফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ.৮৩। ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. এর কিতাবের বিভিন্ন খন্ড মূলত: হাদীসের আলোকে হয়েছে। মূল কিতাবের কলেবর প্রায় দু'শ পৃষ্ঠা। এর চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে।

আমি বলবো, ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. এর সমযুগীয় বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ত্বহাবী রহ. এর আলোচনা দেখলে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকত না।

ইমাম নববি রহ. কাজি ইয়াজ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

قد أكثر الناس الكلام علي هذه الحديث، فمن مجيد منصف ، و من مقصر متكلف و من مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر. قال: وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة علي ألف ورقة و تكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ، ثم أبو عبد الله إبن أبي صفرة ثم المهلب و القاضي أبو عبد الله إبن المرابط ، و القاضي أبو الحسن إبن القصار البغدادي، و الحافظ أبو عمر إبن عبد البر وغيرهم

"হজের হাদিসগুলো সম্পর্কে অনেক আলেমই কলম ধরেছেন। এদের মাঝে কিছু আলেম শ্রদ্ধাভাজন ও ভারসাম্যপূর্ণ। কিছু আলেম অসম্পূর্ণ ও লৌকিকতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ খুবই দীর্ঘ এবং কেউ কেউ একেবারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম আবু জা'ফর ত্বহাবী। তিনি এমাসআলায় এক হাজার পৃষ্ঠার বেশি লিখেছেন। তাঁর সময়ে ইমাম আবু জা'ফর তবারী রহ.ও এর উপর আলোচনা করেছেন। এরপর ইমাম ইবনে সুফরা, ইমাম মুহাল্লাব ও কাজি আবু আব্দুলাহ ইবনুল মুরাবিত, কাজি আবুল হাসান ইবনে কাসসার বাগদাদি ও হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. সহ প্রমুখ হাদিস বিশারদ ও ফকিহ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[২২৯]

এরপরও কি কোন বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী তার নিজের অধ্যয়ন করা কয়েক পৃষ্ঠা প্রাধান্য দিয়ে ইমামগণের বক্তব্যকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে? সে কী পড়েছে আর কী বুঝেছে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

একটি শাখাগত মাস-আলার উপর এতো বিস্তর আলোচনাকারী হলেন ইমাম ত্বহাবী রহ। তাঁর এই আলোচনা সহিহ বোখারির কলেবরের কাছাকাছি। অথচ তিনি নিজে সর্বদা একজন ইমামের মাজহাবে অটল থেকেছেন এবং নিজেকে ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইমাম ত্বহাবী রহ. হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। কয়েকটি মাস-আলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি ইমাম আবু হানিফার দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং আবু হানিফা রহ. কিংবা তাঁর কোন অনুসারী এর সমালোচনা করেননি।

[২২৯] ইমাম নববী রহ. কৃত মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যগ্রন্থ, খ.৮, পৃ.১৩৬।

পূর্ববর্তী ইমামগণ পরস্পর বিরোধী হাদিস সংকলন, বিশ্লেষণ এবং এগুলোর সমাধান নির্ণয়ে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন। এবিষয়ে ইমাম শাফেয়ি রহ. 'ইখতেলাফুল হাদিস' রচনা করেছেন। ইমাম ইবনে কুতাইবা রহ. তা'বীলু মুখতালাফিল হাদিস রচনা করেছেন এবং এর উপর 'মায়াখিজ' রচনা করেছেন। দু'টো কিতাবই বর্তমানে মুদ্রিত। এবিষয়ে যাকারিয়া সাজী রহ. এর একটি কিতাব রয়েছে। কাশফুয যুনুন এর লেখক হাযী খলিফা রহ. এর নাম উল্লেখ করেছেন ইখতেলাফুল হাদিস। ইবনে জারীর ত্বারী রহ.ও একটি কিতাব লিখেছেন। তিনি এর নামকরণ করেছেন, তাহযিবুল আসার। কাশফুয যুনুন এর লেখক এসম্পর্কে লিখেছেন, এ এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ এবং মতবিরোধপূর্ণ হাদিসের উপর এর সম পর্যায়ের কোন গ্রন্থ নেই। একিতাবের একটি অংশ প্রথমে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পঞ্চম খন্ডও প্রকাশিত হয়েছে।

পরস্পর হাদিসের বিষয়ে ইমাম ত্বহাবী রহ. অসাধারণ দু'টি কিতাব রচনা করেছেন। একটি হলো, شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلي الله في الأحكام (শরহু মায়ানিল আসার)। এই কিতাবটি ইমাম ত্বহাবী রহ. এর প্রথম কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এটি তার মুজতাহিদ ও বড় ইমাম হওয়ার সাক্ষর বহন করে। হাফেজ কারাশী রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী এটি ইমাম ত্বহাব রহ. এর প্রথম কিতাব।[২৩০]

এবিষয়ে ইমাম ত্বহাবী রহ. এর দ্বিতীয় কিতাব হলো, মুশকিলুল আসার। হাফেজ কারাশী রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী এটি ইমাম ত্বহাবী রহ.এর সর্বশেষ কিতাব। এই কিতাব সম্পর্কে ইমাম যাহেদ আল-কাউসারি রহ. বলেছেন, এটা এমন একটি কিতাব, ইতোপূর্বে যার মতো কোন কিতাব রচিত হয়নি।[২৩১]

[২৩০] আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা, খ.১, পৃ.১০৪।

[২৩১] যুয়ূলু তাযকিরাতিল হুফফায এর উপর ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী রহ. এর তা'লীক। পৃ.১৯৫।

ইমামগণের মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ : হাদিস সম্পর্কে অবগতির তারতম্যের কারণে সৃষ্ট মতবিরোধ

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বিখ্যাত কিতাব আর-রিসালা এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এবিষয়ে আলোচনা শুরু করছি। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

لانعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيئ، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتي علي السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم: ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره، وإن ذهب عليه بعضه ، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره

আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে চিনি না যে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত সুন্নাহ সংকলন করেছে এবং একটা হাদীসও তাঁর অজানা নয়। যদি সব উলামায়ে কেরামের ইলমকে একত্রিত করা হয়, তাহলে সমস্ত হাদিস একত্রিত হবে। আর যখন তাদের প্রত্যেকের ইলমকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তাহলে কিছু হাদিস অবশিষ্ট থেকে যাবে, যা অন্য কোন আলেমের কাছে রয়েছে। ইলমের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কোন কোন আলেম অধিকাংশ হাদিস একত্রিত করেছেন। যদিও তাদের থেকে কিছু কিছু হাদিস ছুটে গেছে। কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় স্বল্পসংখ্যক হাদিস সংকলন করেছেন।[২৩২]

তিনি বিষয়টিকে অন্য একজায়গায় আরও দৃঢ় ভাষায় বর্ণনা করেছেন,

"কখনও মানুষ কোন একটি হাদিস সম্পর্কে অনবহিত থাকে, তখন সে হাদিসের বিপরীত মাসআলা প্রদান করতে থাকে। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করে না। কখনও আলেম উদাসীন হয়ে পড়ে এবং হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে।"[২৩৩]

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন,

---

[২৩২] আর-রিসালা, পৃ.৪২-৪৩।
[২৩৩] আর-রিসালা, পৃ.২১৯।

لا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك علي من بعدهم أجوز، الإحاطة ممتنعة علي كل أحد

প্রত্যেক সাহাবি-ই কিছু কিছু শায হাদিস ও খবরে ওয়াহেদ বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যান্য সাহাবি বিশুদ্ধ হাদিসটি সংরক্ষণ করেছেন। বিষয়টি পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারও পক্ষে সমস্ত ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়।[২৩৪]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

مَنْ إعتقد أَنَّ كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأيمة، أو إماما معيناً: فهو مخطيء خطأ فاحشا قبيحا

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, সব সহিহ হাদিস সকল ইমামের কাছে পৌঁছেছে কিংবা কোন একজন ইমামের কাছে পৌঁছেছে, তবে সে নিকৃষ্টজনক ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে।"[২৩৫]

ইমাম বিকায়ী রহ. আন-নুকাতুল ওয়াফিয়া নামক কিতাবে তাঁর উস্তাদ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

غير لايق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا و اتقانا، حتي ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : من إدعي أن السنة إجتمعت كلها عند رجل واحد: فسق ، ومن قال : إن شيئا منها فات الأمة : فسق

কোন ইমামকে এ বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা অনুচিৎ যে, তিনি সমস্ত হাদিস মুখস্থ ও আয়ত্ব করেছেন। এমনকি ইমাম শাফেয়ি (রহ:) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দাবি করল যে, রসুলের সমস্ত সুন্নাহ কারও নিকট সংগৃহীত আছে, সে ফাসেক হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এ দাবি করল যে, সুন্নাহের কিছু অংশ উম্মতের নিকট পৌঁছেনি সেও ফাসেক হয়ে গেল।[২৩৬]

[২৩৪] আল-ইস্তেযকার, খ.১, পৃ.৩৬
[২৩৫] রফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৭
[২৩৬] আন্-নুকাতুল ওফিয়্যা, পৃষ্ঠা-২৬

সতুরাং, কেউ নিজের ব্যাপারে কিংবা অন্য কেউ তার ব্যাপারে এই দাবি করা সম্ভব নয় যে, সে সমস্ত হাদিস সংকলন করেছে। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর স্বীকৃতি ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিখ্যাত ইমামের একাত্মতা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

অধিক সংখ্যক হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়া ও তা সংকলনের মাঝে তারতম্যের কারণে এটা আবশ্যক নয় যে, যিনি হাদিস সম্পর্কে বেশি অবগত তার অনুসরণ অধিক যুক্তিসংগত। তিনি অধিক হাদিস অবগত হওয়ার কারণে অন্য কারও উপর প্রাধান্য পেতে পারেন। আবার অন্য কেউ অধিক ইজতেহাদের যোগ্যতা ও ফিকাহের মাঝে গভীর পান্ডিত্যের কারণে তার উপর প্রাধান্য পাবে।

ইজতেহাদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে পরিমাণ হাদিস জানা থাকা আবশ্যক, সেসম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. রফউল মালাম-এ লিখেছেন,

ولا يقولن به قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا! لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلي الله عليه و سلم أو فعله فيما يتعلق با الأحكام : فليس في الأمة علي هذا مجتهد ، وإنما غاية العالم : أن يعلم جمهور ذلك و معظمه، بحيث لا يخفي عليه إلا القليل من التفصيل

“কারও পক্ষে এ দাবি করার কোন সুযোগ নেই যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত হাদিস এবং হুকুমের সাথে সংশিষ্ট সমস্ত আমল সম্পর্কে অবগত না হলে কেউ ইজতিহাদ করতে পারবে না। কেননা ইজতেহাদের জন্য যদি এ শর্ত দেয়া হয়, তবে উম্মতে মুসলিমার মাঝে একজনও মুজতাহিদ পাওয়া সম্ভব নয়। বরং মুজতাহিদ আলেমের উদ্দেশ্য থাকবে, সে অধিকাংশ হাদিস সম্পর্কে এ পরিমান জ্ঞান অর্জন করবে যে, খুব সামান্য সংখ্যক বিষয় ছাড়া অধিকাংশই তার নিকট সুস্পষ্ট থাকবে।[২৩৭]

সকল ইমামই এ পরিমাণ হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. হাদিসের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একইভাবে, ইমাম শাফেয়ি, মালেক ও আবু হানিফা রহ.। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাপারে কারও কারও অভিযোগ থাকায় এবিষয়ে পৃথকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

[২৩৭] রাফউল মালাম আন-আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৯

হাদিস বর্ণনার দু'টি দিক রয়েছে। ১. হাদিসের সিমা (শ্রবণ) ও তাহাম্মুল (বহন)। ২. হাদিসের রেওয়াত ও আদা অর্থাৎ হাদিস অন্যের নিকট পৌঁছানো। সুতরাং মুহাদ্দিস প্রথমে তার উস্তাদের নিকট থেকে হাদিস গ্রহণ করে। একে তাহাম্মুল বলে। এরপর তিনি হাদিসটি অন্যের কাছে পৌঁছে দেন। একে আদা বলা হয়।

মুহাদ্দিস যদি হাদিস গ্রহণের পর হাদিস বর্ণনায় মগ্ন হন, তাহলে হাদিস বর্ণনার আধিক্য দ্বারা তাঁর হাদিস গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু মুহাদ্দিস যদি হাদিস বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং কদাচিৎ দু'একটি হাদিস বর্ণনা করেন, তাহলে এটি তার হাদিস গ্রহণের উপর দলিল হবে না। এর দ্বারা নির্ধারণ করা যাবে না যে, তিনি কী পরিমাণ হাদিস গ্রহণ করেছেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যদের চেয়ে নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংস্পর্শ বেশি থেকেছেন। সকলের ঐকমত্যে সাহাবিদের মাঝে তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। অথচ তাঁর বর্ণিত খুবই অল্প সংখ্যক হাদিস আমাদের নিকট পৌঁছেছে। যদি হাদিস বর্ণনা দ্বারা ইলমের পরিমাপ করা হয়, তাহলে এই অল্প সংখ্যক হাদিস বর্ণনার কারণে হজরত আবু বকর রা. কে একজন আলেম বলাও সম্ভব নয়। তিনি সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন এটা তো কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না।

সুতরাং ইলমের অধিক ইলম প্রমাণের জন্য অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করা জরুরি নয়। হজরত উমর রা, হজরত উসমান রা, হজরত আলী রা সহ অন্যান্য অনেক সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ীদেরও একই অবস্থা ছিলো। অর্থাৎ তারা খুবই অল্পসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমনকি ইমাম মালেক রহ. অধিক হাদিস জানা সত্ত্বেও খুবই অল্প সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মালেক রহ. এর আকাশচুম্বী সুখ্যাতি রয়েছে। ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে তাঁর ছাত্র ইমাম শাফেয়ি রহ.বলেছেন,

إذا جاء الأثر فمالك النجم وهو الذي قال كتبت بيدي مأة ألف حديث

হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মালেক রহ. তারকাতুল্য। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি নিজ হাতে এক লক্ষ হাদিস লিখেছি।[২৩৮]

[২৩৮] তারতীবুল মাদারিক, খ.১, পৃ.১২১, ১২৪।

আলামা যারকানী রহ. মুয়াত্তা এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় ইবনুল হায়্যাব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালেক রহ. এক লাখ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৩৯]

ইমাম শাফেয়ি রহ.ও হাদিস শাস্ত্রে বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। অথচ ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. উভয়ের কিতাবে এতো অধিক পরিমাণ হাদিস নেই, যা হাদিস শাস্ত্রে তাদের প্রসিদ্ধি ও গভীর পান্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তাঁদের ইমাম হওয়া ও হাদিস শাস্ত্রে তাদের সুখ্যাতির বাস্তবতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. বলেছেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এমন কোন সহিহ হাদিস জানি না, যা ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেননি। এখানে হাদিস দ্বারা বিধি-বিধানের হাদিস উদ্দেশ্য। সাধারণ হাদিস উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রহ. মা'না ক্বাওলিল ইমামিল মুত্তালাবি নামক কিতাবে লিখেছেন, আমার কাছে হাদিস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ.এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে, ইমাম ইবনে খোযাইমা রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হালাল ও হারামের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এমন কোন হাদিস পেয়েছেন, যা ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেননি। তিনি বললেন, না।[২৪০]

এক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. ওজর হলো, তারা ফিকাহ, ইজতিহাদ ও মাসআলা আহরণে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সেগুলো মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইজতিহাদ ও ফিকাহের মূলনীতি প্রণয়ন তথা উসুলে ফিকাহের ভিত্তি রচনা করেছেন। হাদিস বর্ণনার চেয়ে এসমস্ত কাজে তারা অধিক সময় ব্যয় করেছেন। বিষয়টি এমন নয় যে, তারা হাদিস কম জানতেন। বরং তারা অধিক হাদিস জানতেন কিন্তু কম বর্ণনা করতেন।

---

[২৩৯] হাদীস বর্ণনা করা আর হাদীস বহন করা এক জিনিস নয়। মুহাদ্দিসগণ তাদের জানা হাদীসের মধ্য থেকে খুবই অল্প সংখ্যক বর্ণনা করতেন। তাহযীবুত তাহযীবে বিখ্যাত মুহাদ্দিস লাইস ইবনে সায়াদ রহ. এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে,

قال شعيب بن الليث : قيل لليث: إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك؟ فقال: أو كل ما في صدري في كتبي ؟ لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب

ইমাম শুয়াইব ইবনে লাইস রহ. বলেন, ইমাম লাইস ইবনে সায়াদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনার নিকট থেকে এমন হাদীস শুনেছি যেগুলো আপনার কিতাবে নেই। তিনি উত্তর দিলেন, আমার বুকে যে পরিমাণ হাদীস রয়েছে, সবগুলো কি আমার কিতাবে আছে? আমার বুকে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, সেগুলো যদি আমি লিখি, তাহলে এই কিতাবে তা সঙ্কুলান হবে না। তাহযীবুত তাহযীব, খ.৮, পৃ.৪৬৩।

[২৪০] মা'না কওলীল ইমামিল মুত্তালাবী, খ.২, পৃ.১০২। মাজমুয়াতুর রসাইলিল মুনিরিয়্যা থেকে উদ্ধৃত।

একইভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. অধিক হাদিস জানতেন কিন্তু কম বর্ণনা করতেন। (কাসিরুত তাহাম্মুল কালিলুল আদা)।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাপারে পরবর্তী আলেমগনের মাঝে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বিষয়টির স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ইমাম সাখাবি রহ. এর আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইমাম নাসায়ী রহ. তার আজ জুয়াফা ওয়াল মাতরুকিন গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তিনি স্বল্প সংখ্যক হাদিস বর্ণনা সত্ত্বেও অধিক ভুল করেছেন। ইমাম নাসায়ী রহ. এর এই বক্তব্য কি সঠিক এবং এর স্বপক্ষে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের কোন বক্তব্য রয়েছে?

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. উত্তর দিলেন, ইমাম নাসায়ী রহ. হাদিস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি তার ইজতিহাদ অনুযায়ী যা তার নিকট স্পষ্ট হয়েছে, তাই বলেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম নাসায়ী রহ. এর উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একদল মুহাদ্দিস একমত হয়েছেন। খতিব বাগদাদি রহ. তারিখে বাগদাদে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যসমূহ একত্রিত করেছেন। সেখানে অনেক কথা রয়েছে যেগুলোর কিছু গ্রহণযোগ্য এবং কিছু প্রত্যাখ্যাত।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিশেষ ওজর রয়েছে, তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করতেন যে, মুহাদ্দিস এর জন্য হাদিস শ্রবণ থেকে হাদিস বর্ণনা পর্যন্ত সেটা হেফজ রাখা আবশ্যক। একারণই তাঁর থেকে স্বল্প সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নতুবা, প্রকৃতপক্ষে তিনি কাসিরুর রিওয়াহ বা অধিক হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভূক্ত।

মোট কথা, এজাতীয় বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করা উত্তম। কেননা, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও অন্যান্য মুজতাহিদগণ এমন স্তরে পৌঁছেছেন, তাদের ব্যাপারে দু'এক জনের মন্তব্য কোন মূল্য রাখে না। বরং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, সকলেই তাদের অনুসরণ করে এবং তারা সবার অনুসৃত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং এর উপর নির্ভর করা উচিত। আলাহ তায়ালাই একমাত্র তৌফিক দাতা।[২৪১]

[২৪১] আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরারু, ইমাম সাখাবী রহ. পৃ.২২৭।

একারণেই ইবনে হাজার আসকালানি রহ. আত-তাহযীব গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করার সময় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরোধী কারও বক্তব্য উল্লেখ করেননি। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর পূর্বে ইমাম মিযযী রহ. তাহযিবুল কামাল গ্রন্থে এমং ইমাম যাহাবি রহ. সিয়ারু আলামিন নুবালা, তাযকিরাতুল হুফফায ও তাহযীবু তাহযীবিল কামাল গ্রন্থে এমনটি করেছেন। এবং নীচের বাক্য দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী শেষ করেছেন,

قد أحسن شيخنا أبو الحجاج المزي حيث لم يورد شيئا يلزم منه التضعيف

আমাদের শায়খ আবুল হাজ্জাজ মিযযী রহ.অনেক উত্তম কাজ করেছেন। কেননা তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে এমন কিছু লেখেননি, যার দ্বারা হাদিসের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা বোঝায়।[২৪২]

---

[২৪২] এঁরা হলেন শাফেয়ী মাযহাবের যুগশ্রেষ্ঠ তিন ইমাম। অর্থাৎ ইমাম মিযযী, ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ। তাঁদের সঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর সময়ুগীয় আরও দু'জন বিখ্যাত মুহাদ্দিস উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন, ইমাম শিহাবুদ্দীন বুসীরি (৮৪০ হি) ও তকিউদ্দীন আল-মাকরিযী। আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে ইবনে আদী রহ. যেভাবে বিষোদগার করেছেন তাঁরা সে পথে হাঁটেননি।

শিহাবুদ্দীন বুসীরি রহ. ইতহাফুল খিয়ারা-তে (১৫৬৯) হযরত জাবের রা. এর হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তির নামাযে ইমাম রয়েছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত। অর্থাৎ তার জন্য ইমামের ক্বিরাতই যথেষ্ট। তিনি হাদীসটি মুহাদ্দিস আব্দ ইবনু হুমাইদ এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। এরপর তিনি ইবনে মাজার বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনাসূত্রে জাবের জু'ফী রয়েছে। তিনি এ বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটি হাসান ইবনে উমারার সূত্রে প্রসিদ্ধ। এই বর্ণনা সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিস সমালোচনা করেছেন। ইবনে আদী ধারণা করেছে, এই হাদীসটি শুধু হাসান ইবনে উমারা এককভাবে মারফু বর্ণনা করেছে।"

এখানে ইমাম বুসীরি রহ. ইবনে আদীর যে বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, এটি মূলত: ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে বিস্তারিত একটি আলোচনার সংক্ষেপ। ইবনে আদী হাসান ইবনে উমারার পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

ইবনে আদীর প্রচলিত মুদ্রণে কিছু ত্রুটি রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, নাসবুর রায়াহ (২/১০)। ইমামের কেরাত যথেষ্ট হওয়ার হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-তে রয়েছে। হাদীস নং ৩৮০০। আমি এর উপর বিস্তারিত টীকা লেখেছি। আগ্রহী পাঠক তা দেখতে পারেন।

ইমাম মাকরিযী রহ. আল-কামেল সংক্ষেপ করেছেন। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত আল-কামেল একটি বড় ভলিউমে মুদ্রিত হয়েছে। ইবনে আদী রহ. তাঁর আল-কামেল-এ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন নুন অক্ষরের অধীনে। ইমাম মাকরিযী রহ. ইবনে আদীর এই জীবনী থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকেছেন। তিনি তাঁর মুখতাসারে ইবনে আদীর লেখা জীবনী উল্লেখ করেননি। এগুলোকে তিনি কোন গুরুত্ব দেননি। অন্যায় আক্রমণ আর সমালোচনা ছাড়া উল্লেখ করার মতো কোন বিষয়ও ছিল না।

পরিতাপের বিষয় হলো ইমাম মাকরিযীর এই কিতাবের প্রকাশক ইচ্ছাকৃতভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী তুলে দিয়েছেন। এরপর ধৃষ্টতা দেখিয়ে লিখেছেন, ইমাম মাকরিযী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী উল্লেখ করেননি। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. কে দুর্বল সাব্যস্ত করতে লজ্জাবোধ করেছেন।

হাদিস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

আল্লামা মোর্তজা যাবিদি রহ. বলেন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন নসর রহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

دخلت علي أبي حنيفة في بيت مملوء كتبا ، فقلت له: ما هذه؟ قال: هذه أحاديث كلها ، و ما حدثت به إلا اليسير الذي ينتفع به

আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট কিতাবে ভরা একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কী? তিনি বললেন, এগুলো সব হাদিসের কিতাব। কেবল মানুষের জন্য উপকারী খুবই অল্প পরিমাণ হাদিস বর্ণনা করেছি।

মোল্লা আলী কারী রহ. তাঁর মানিকিবে হজরত মুহাম্মাদ বিন সামায়া থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. সত্তর হাজারের বেশি হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং চল্লিশ হাজার হাদিস থেকে বাছাই করে কিতাবুল আসার লিখেছেন।[২৪৩]

মালেকি মাজহাবের ইমামগণ তাঁদের এক ইমাম ইমাম মালেক রহ. এর ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন ফররুখ আল-ফারেসী এর ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন। ঘটনাটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইসতেহযার তথা পরিপূর্ণভাবে হাদিস মুখস্থের উপর প্রমাণ। তিনি মালেকি ফিকাহের ক্ষেত্রে ইরাকীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে দশ হাজার মাসআলা লিখেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ঘরে ছিলাম। তাঁর ঘরের উপরের অংশ থেকে একটা ইট আমার মাথার উপর পড়লো। আমার মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তিনি আমাকে বললেন, আপনার স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা করলে ক্ষতের দিয়ত বা চিকিৎসা খরচ

প্রকাশকের পক্ষ থেকে এটা চরম ধৃষ্টতা। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সমালোচনায় লেখা বিষয়গুলো বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে তিনি এগুলো উল্লেখ করেননি। খিয়ানতকারী এই প্রকাশকের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিৎ ছিলো। তাছাড়া ইমাম মাকরিযী যদি ইমাম আবু হানিফা রহ. কে দুর্বল বলতে লজ্জাবোধ করেছেন, এই প্রকাশকের মধ্যে সেই লজ্জাটুকু নেই কেন?

ইমাম মাকরিযী রহ. প্রথম জীবনে হানাফি ছিলেন। পরবর্তীতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব গ্রহণ করেন।এমনকি তাঁকে ইবনে হাযাম যাহেরী রহ. এর অনুসারী হওয়ারও অভিযোগ করা হয়। যেমনটি ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইম্বাউল গুমার-এ (৯/১৭১) লিখেছেন। সুতরাং তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতি গোঁড়া ছিলেন এ অভিযোগ করাও সম্ভব নয়।

[২৪৩] খ.২, পৃ.৪৭৪। আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা দ্রষ্টব্য।

নিতে পারেন। কিংবা আমি আপনাকে তিনশ' হাদিস শুনিয়ে দেই। আমি বললাম, আমার জন্য হাদিস গ্রহণ উত্তম। অত:পর, তিনি আমার নিকট তিনশ' হাদিস বর্ণনা করলেন।[২৪৪]

থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, কেউ চার লাখ হাদিস মুখস্থ করলে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে সে ইজতিহাদ ও ফতোয়া প্রদানে যোগ্য বিবেচিত হতেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সময়ুগীয় এবং পরবর্তী আলেমগণ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকাহ ও ইজতেহাদের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বরং ফিকাহের ক্ষেত্রে সকলেই তার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত এবং তার দস্তরখানার মেহমান। সুতরাং এটা প্রমাণ করে ইমাম আবু হানিফা রহ. এই পরিমাণ কিংবা এর চেয়ে বেশি হাদিস মুখস্থ করেছেন।

ইমাম ইবনে খালদুন রহ. তার মুকাদ্দামায় ইলমুল হাদিসের উপর সর্বশেষ আলোচনায় লিখেছেন,

ويدل علي أنه أي أبا حنيفة من كبار المجتهدين في علم الحديث إعتماد مذهبه بينهم، بين معاصريه من الأئمة و التعويل عليه و إعتباره ردا و قبولا

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সময়ুগীয় ইমামগণ তাঁর মাজহাবের উপর নির্ভর করেছেন এবং মতামত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে তাঁর মাযাহাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি হাদিস শাস্ত্রে বিখ্যাত মুজতাহিদগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. মুজতাহিদ হওয়ার জন্য এতো অধিক সংখ্যক হাদিস মুখস্থের শর্ত দেয়া সত্ত্বেও তিনি সেসব ইমামগণের অন্যতম যারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রশংসা করেছেন। আলামা আইনি রহ. তাঁর আল-বিনায়া গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. উক্ত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন।[২৪৫]

ইমাম তুফী হাম্বলি রহ. মুখতাসারুর রওযা এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ক্বিয়াসবিরোধীদের মতামত খন্ডন প্রসঙ্গে সর্বশেষ আলোচনায় উল্লেখ করেছেন,

---

[২৪৪] এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, আবু বকর আল-মালেকী রহ. তার রিয়াজুন নুফুস গ্রন্থে। এবং ইমাম কাযী ইয়ায রহ. তাঁর তারতীবুল মাদারিক গ্রন্থে (খ.১, পৃ.৩৪৪)। ইমাম আবু যায়েদ আদ দাব্বাগ মা'য়ালিম ইমান ফি মা'রেফাতি আহলিল কাইরওয়ান গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

[২৪৫] ক্বাওয়াইদুন ফি উলুমিল হাদীস, পৃ.৩২৮।

أنه قطعاً لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منهااجتهادا ًلحجج واضحة ، ودلائل صالحة لائحة ، وحججه بين الناس موجودة ، وقلَّ أن ينتصف منها مخالفوه ، وله بتقدير الخطأ أجر ، وبتقدير الإصابة أجران ، والطاعنون عليه: إما حسّاد ، أو جاهلون بمواقع الاجتهاد ، وآخر ما صح عن الإمام أحمد رضياللّه عنه إحسان القول فيه ، والثناء عليه ، ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب أصول الدين

"নিশ্চিতভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. কখনও গোঁড়ামীবশত হাদিসের বিরোধিতা করেননি। তিনি সুস্পষ্ট, শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য দলিলের আলোকে হাদিস ব্যাখ্যা করেছেন। যেসব হাদিসের বিরোধিতা করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর দলিলগুলো মানুষের কাছে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। বিরোধীরা তাঁর ব্যাপারে খুব কমই ইনসাফ করেছে। তিনি কোথাও ভুল করলে একটা সওয়াবের অধিকারী হবেন আর যদি সঠিক করেন তবে দু'টি সওয়াবের অধিকারী হবেন। তার ব্যাপারে অমূলক উক্তিকারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত। সে হয়তো মারাত্মক হিংসুক, নতুবা ইজতেহাদের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে তাঁর ব্যাপারে সর্বশেষ বক্তব্য হলো, তাঁর ব্যাপারে উত্তম কথা বলা এবং তার প্রশংসা করা। আমাদের মাজহাবের ইমাম আবুল ওরদ রহ. তাঁর উসুলুদ্দিন কিতাবে এমনটি লিখেছেন।[২৪৬]

শাফেয়ি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম আলামা সালিহি রহ. তাঁর উকুদুল জুমান[২৪৭] গ্রন্থে এবং শাফেয়ি মাজহাবের অপর ইমাম ইবনে হাজার মক্কী আল-হাইতামী তাঁর আল-খাইরাতুল হিসান[২৪৮] গ্রন্থে ইমাম যারানজারী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

"ইমাম আবু হাফস আল-কাবীর রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উস্তাদদের নাম গণনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাবেয়ীগণের মাঝে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ছিরো চার হাজার।"

অত:পর ইমাম সালিহি রহ. আরবি ভাষার বর্ণমালার ক্রমানুসারে ২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী[২৪৯] ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিছু উস্তাদের নাম উল্লেখ করেন। হাদিসের অন্য কোন ইমামের ক্ষেত্রে এতো অধিক সংখ্যক উস্তাদের নাম পাওয়া যায় না।

---

[২৪৬] শরহু মুখতাসারির রওযা, খ.৩, পৃ.২৯০।
[২৪৭] উকুদুল জুমান পৃ.৬৩ ও ৩১৯।
[২৪৮] পৃ. ২৩, দেখুন, মানাকিবুল ইমাম, আল্লামা মুয়াফফাক আল-মক্কী, পৃ.৩৮-৪৮, কারদারী, পৃ.৭৯-৯৭।
[২৪৯] পৃ.৬৪-৮৭।

আল-খাইরাতুর হিসানে রয়েছে,

قال أبو يوسف رحمه الله تعالي: ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة و كان أبصر بالحديث الصحيح مني

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.বলেন, আমি হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। তিনি সহিহ হাদিসের ব্যাপারে আমার চেয়ে তীক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সম্পর্কে ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল এর ইমাম, মুহাদ্দিসগণের বাদশা[২৫০] ইমাম ইহইয়া বিন মাঈন রহ. বলেন,

ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث و لا أحفظ و لا أصح رواية من أبي يوسف

"আসহাবুর রায় বা ফকিহদের মধ্যে হাদিস শাস্ত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে অধিক শক্তিশালী কাউকে দেখিনি এবং তার চেয়ে বড় হাদিস বিশারদ ও বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী কাউকে পাইনি।" [২৫১]

ইমাম ইবনে মাঈন রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর যুগ পাননি, এজন্য এ প্রশ্ন করা অবান্তর যে, তিনি ইমাম ইউসুফ রহ. সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে কেন বলেননি?

আল-খাইরাতুল হিসানে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে,

كان أبو حنيفة إذا صمم علي قول درت علي مشائخ الكوفة: هل أجد في تقوية قوله حديثا أو أثرا؟ فربما وجدت الحديثين و الثلاثة، فأتيته بها، فمنها ما يقول فيه: هذا غير صحيح، أو غير معروف. فأقول له: وما علمك بذلك مع أنه يوافق قولك؟ فيقول: أنا عالم بعلم أهل الكوفة

"ইমাম আবু হানিফা রহ. যখন কোন কথার উপর দৃঢ় থাকতেন কিংবা কোন কথার উপর জোর দিতেন, আমি কুফার অন্যান্য শায়খদের নিকট যেতাম। আমার উদ্দেশ্য থাকতো, তাঁর এ বক্তব্য শক্তিশালী করার জন্য কোন হাদিস বা আসার আছে কি না তা অনুসন্ধান করা। কখনও আমি দুই-

[২৫০] ইমাম যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে ইমাম ইহইয়া বিন মাঈনকে এই উপাধি দি ইমাম যাহাবী রহ. ইহইয়া বিন মাঈন রহ. এর মানাকিবে এটি উল্লেখ করেছেন। পৃ.৪০ ।য়েছেন। পৃ.৪৬৫।
[২৫১] ইমাম যাহাবী রহ. ইহইয়া বিন মাঈন রহ. এর মানাকিবে এটি উল্লেখ করেছেন। পৃ.৪০।

তিনটা হাদিস পেতাম এবং সেগুলো ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট উল্লেখ করতাম। তিনি সেগুলোর কোনটি সম্পর্কে বলতেন, এটি সহিহ নয় অথবা এটি অপরিচিত। আমি তাঁকে বলতাম, আপনি কীভাবে জানেন? অথচ এটি আপনার মতামতকে শক্তিশালী করছে? তিনি বলতেন, আমি কুফাবাসীর ইলমের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।"[২৫২]

কুফা নগরীতে পনেরশ' সাহাবি অবস্থান করেছেন। তাঁরা শহরটিকে ইলমে পরিপূর্ণ করেছেন। বরং হজরত আলী রা. এর সাক্ষ্য অনুযায়ী হজরত ইবনে মাসউদ রা. একাই এই নগরীকে ইলমে পূর্ণ করে দিয়েছেন।[২৫৩]

ইমাম সারাখসি রহ. ইবনে মাসউদ রা. এর নীচের একটি উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

كان له بالكوفة أربعة آلاف تلميذ يتعلون بين يديه، حتي روي أنه لما قدم علي رضي الله عنه الكوفة خرج إليه إبن مسعود رضي الله عنه مع أصحابه حتي سدوا الأفق، فلما رآهم علي رضي الله عنه قال: ملأت هذه القرية علما و فقها

কুফা নগরীতে ইবনে মাসউদ রা. এর চার হাজার ছাত্র ছিলো, যারা তাঁর কাছ থেকে ইলম হাসিল করতো। এমনকি বর্ণিত আছে, হজরত আলী রা. যখন কুফী নগরীতে আগমন করেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। হজরত আলী রা. দিগন্ত বেষ্টনকারী এই বিশাল সমাবেশ দেখে বললেন, এই শহরকে আপনি ইলম ও ফিকাহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

মুসনাদে রয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তার ছাত্রদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন,

والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين و الفقه و العلم بالقرآن

আলাহ্‌র শপথ, আমি আশা করি আজ তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা দীন, ফিকাহ ও কুরআনের ইলমের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[২৫৪]

---

[২৫২] আল-খাইরাতুল হিসান, পৃ.৬১।

[২৫৩] দেখুন, ফিকহু আহলিল ইরাক ও হাদীসুহুম, আল্লামা কাউসারী রহ. পৃ.৪০ ও পরবর্তী। আল্লামা বান-নূরী রহ. এর মায়ারিফুস সুনান, খ.১ পৃ.২৫২।

কুফা নগরীতে ইলমের চর্চা এবং আলেমের সংখ্যা এত অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, বসরার বিখ্যাত তাবেয়ি ইবনে সিরিন রহ. (১১০ হি:) এ সম্পর্কে বলেন,

ما رأيت قوما سود الرؤوس أعلم من أهل الكوفة

অর্থাৎ আমি কুফাবাসীর চেয়ে কালো চুল বিশিষ্ট অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। অর্থাৎ কুফার অল্প বয়সী যুবকেরাও অনেক জ্ঞানী ছিলো।[২৫৫]

ইমাম আবু নুয়াইম কুফার বিখ্যাত ইমাম আ'মাশ রহ. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, আমাকে হাবীব ইবনে আবি সাবেত বললেন, (তিনিও কুফার আলেম ছিলেন), মক্কা ও মদীনাবাসী হজের মাস-আলার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন, আপনি কি বিতর্কে তাদের প্রতিনিধি হবেন? আমি কুফাবাসীর পক্ষ থেকে বিতর্ক করবো। তুমি একটি শব্দ বললে আমি তোমার বিপরীতে একটি হাদিস পেশ করবো।[২৫৬]

ইমাম হাকেম রহ. ইলমুল হাদিসের বিশেষ একটি প্রকার নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ উনচল্লিশ নং ইলম হলো, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ীগণের মাঝে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত (সিকা) বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অবগত হওয়া। যাদের বর্ণিত হাদিস মুখস্থ ও আলোচনার জন্য সংকলন করা হয়েছে। সেসব তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাদের দ্বারা বরকত হাসিল করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমে যাদের আলোচনা করা হয়।

অত:পর ইমাম হাকেম রহ. মদিনা বাসীর মধ্য থেকে ৪০ জন বর্ণনাকারী, মক্কাবাসীর মধ্য থেকে ২১ জন বর্ণনাকারী এবং কুফাবাসীর মধ্য থেকে ২০১ জন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন। এবং এই বর্ণনাকারীদের মাঝে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নাম উল্লেখ করেন।

ইমাম হাকেম রহ. তার মুসতাদরাকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, لا نكاح إلا بولي (অভিবাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ বিশুদ্ধ নয়)। এরপর তিনি লিখেছেন,

---

[২৫৪] মুসনাদ, খ.১, পৃ.৪০৫

[২৫৫] আল-ইলালু ও মা'রেফাতুর রিজাল, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, খ.২, পৃ.৩৬২।

[২৫৬] হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ.৫, পৃ.৪৭।

وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم ، منهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت

উল্লেখিত বর্ণনাকারীগণ ব্যতীত ইমামগণের একটি দল আবু ইসহাক রহ. থেকে হাদিসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। এদের মাঝে রয়েছে, ইমাম আবু হানিফা রহ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিজের এবং তার ব্যাপারে অন্যের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি কুফাবাসীর ইলমকে একত্র করেছেন। ইমাম বোখারি রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম ইহইয়া ইবনে আদম রহ. বলেন,

إن في الحديث ناسخا و منسوخا كما في القرآن، و كان النعمان أبو حنيفة جمع حديث أهل بلده كله ، فنظر إلي آخر ما قبض عليه النبي صلي الله عليه وسلم فأخذ به، فكان بذلك فقيها

কুরআনের মতো হাদীসেও নাসেখ ও মানসুখ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. কুফাবাসীর সকল হাদিস সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ আমলের প্রতি লক্ষ করেন এবং তা গ্রহণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে ফকিহ ছিলেন।[২৫৭]

ইমাম ইহইয়া বিন আদম রহ. কে ইয়াকুব ইবনে শাইবা ফকীহুল বদন উপাধিতে ভূষিত করেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে হজরত খালাল রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর সময়ের একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হাদিস ও ফিকাহের এই মহান ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যর কোন সাধারণ বিষয় নয়।

বিখ্যাত আবেদ, ফকিহ ও সিকাহ রাবি ইমাম হাসান ইবনে সালেহ থেকে ইমাম সাইমারি রহ. বর্ণনা করেছেন,

كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث من المنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن أصحابه ، وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة ، شديد الإتباع لما كان عليه الناس ببلده. وقال: كان يقول : إن لكتاب الله ناسخا ومنسوخا ، وإن للحديث ناسخا و منسوخا. و كان حافظا لفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم الأخير الذي قبض عليه مما وصل إليه أهل بلده

[২৫৭] কাশফুল আসরার, আল্লামা আলা-আলবোখারী রহ. খ.১, পৃ.১৬।

ইমাম আবু হানিফা রহ. নাসেখ ও মানসুখের ব্যাপারে খুবই অনুসন্ধানী ছিলেন। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবি থেকে কোন হাদিস প্রমাণিত হলে তিনি তাঁর উপর আমল করতেন। তিনি কুফাবাসীর হাদিস ও ফিকাহের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। কুফাবাসীর আমল অনুসরণের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন, পবিত্র কুরআনে নাসেখ ও মানসুখ রয়েছে এবং হাদীসেও নাসেখ ও মানসুখ রয়েছে। কুফাবাসীর বর্ণনার মাধ্যমে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ যে আমলগুলো বর্ণিত হয়েছে, তিনি এগুলোর ব্যাপারে ভালভাবে অবগত ছিলেন।[২৫৮]

যেসমস্ত বিধি-বিধানের উপর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকাল হয়েছে অর্থাৎ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য ইমাম যুহরি রহ. এর উক্তিটি লক্ষ করুন, সাহাবীগণ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নতুন নতুন আমল ও বিধানের অনুসন্ধান করে আমল করতেন এবং এগুলোকে পূর্ববর্তী হাদিসের জন্য নাসেখ ও মুহকাম মনে করতেন।

ইমাম ইহইয়া ইবনে আদম রহ. এর উক্তিটি লক্ষ করুন,

لا يحتاج مع قول النبي صلي الله عليه وسلم إلي قول أحد، و إنما كان يقال: سنة النبي صلي الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر ليعلم أن النبي صلي الله مات وهو عليها

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার সাথে অন্যের কথার কোন প্রয়োজন নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়, রসুল স, আবু বকর ও হজরত উমর রা. এর সুন্নত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সুন্নাহের উপর আমল করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৫৯]

ইমাম আবু হানিফা রহ. শুধু নিজ শহরের হাদিসের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং তিনি হেজায বাসীর হাদিসের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি কুফা ত্যাগ করে যখন মক্কায় দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন তখন হেজাযবাসীর হাদিসের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুযোগ পান। কুফা ত্যাগের কারণ ছিলো, শাসক ইয়াযিদ ইবনে উমর বিন হুবাইরা যখন তাঁকে বিচারকের পদ গ্রহণের ব্যাপারে বল প্রয়োগ। আবু হানিফা রহ. স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ১৩০ হি: সনের ঘটনা এটা। ১৩৬

[২৫৮] আখবারু আবি হানিফা ও আসবাহি, পৃ.১১।

[২৫৯] ইহইয়া ইবনে আদম রহ. থেকে ইমাম হাকেম রহ. নিজ সনদে উক্ত বক্তব্যটি মা'রেফাতু উলুমিল হাদীসে উল্লেখ করেছেন। পৃ.৮৪। আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খ.১, পৃ.২২২।

হি: সনে খলিফা আবু জাফর মানসুর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি কুফায় প্রত্যাবর্তন করেননি। একজন মুজতাহিদ ইমামের জীবনে এটি খুব সংক্ষিপ্ত সময় নয়। এছাড়া মক্কার মতো ইলমে পরিপূর্ণ একটি শহর, যেটি তৎকালীন সময়ের আলেম ও মুহাদ্দিসগণের গন্তব্য ছিলো, বিশেষভাবে প্রত্যেক বছর হজের মৌসুমে তাদের গমনাগমন ছিলো একটি স্বত:সিদ্ধ বিষয়।

উলামায়ে কেরাম তাঁর জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি পঞ্চান্ন বার হজ পালন করেছেন। প্রত্যেকবার তিনি মক্কা ও মদিনার আলেমসহ অন্যান্য শহরের বড় বড় আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ইমাম সালিহি রহ. উকুদুল জুমানে (পৃ.৬৪-৮৭) তাঁর যেসমস্ত উস্তাদের তালিকা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকে মক্কা-মদীনাসহ অন্যান্য শহরের আলেম রয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. অনুমতি দ্বারা বর্ণনাকে (ইজাজত বির রেওয়াহ) বৈধ মনে করতেন না। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীলের ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রহ. থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।

ইমাম শু'বা রহ. এক্ষেত্রে বলতেন, لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة অর্থাৎ যদি অনুমদি প্রদান বৈধ হতো, তবে ইলমের জন্য সফর করা অর্থহীন। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. কীভাবে শুধু তাঁর শহরের মুহাদ্দিসদের হাদীসকেই যথেষ্ট মনে করবেন অথচ হাদিসের জন্য সফর করা একটি অবধারিত বিষয়?

এটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়।এখানে আমি এবিষয়ে এর চেয়ে বেশি আলোচনা করতে আগ্রহী নই। এই বিষয়ে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুহাক্কিক আলামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৪হি:) তাঁর ইনজাউল ওয়াতান আনিল ইযদিরা বিইমামিয যামন নামক গ্রন্থে। এ কিতাবে তিনি এমন সব উক্তি বর্ণনা করেছেন, যা একত্রে অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর।

এ বিষয়ে একটি মূল্যবান ইলম গবেষণাও প্রকাশিত হয়েছে। ড. মুহাম্মাদ কাসেম হারেসী এর ছয়শ' পৃষ্ঠাব্যাপী অসাধারণ এই গবেষণা কর্মের নাম হলো, মাকানাতুল ইমাম আবি হানিফা রহ. বাইনাল মুহাদ্দিসীন। এই কিতাবে অনেক নতুন ও গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। তবুও এক শ্রেণির অন্ধ যুগশ্রেষ্ঠ এই ইমামের সমালোচনার দু:সাহস দেখায়!

তবে আমাদের সকলেই স্বীকার করে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এককভাবে সমস্ত হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ইমাম শাফি রহ.ও এককভাবে সমস্ত হাদিস একত্রিত করেননি। একই কথা

ইমাম মালিক, আহমাদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাউরি, লাইস ইবনে সা'য়াদ ও ইমাম আওযায়ী রহ. এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।

এবিষয়ে ক'টি উদাহরণ উল্লেখ করা সংগত মনে করছি, যার দ্বারা স্পষ্ট হবে সামান্য কিছু বর্ণনা কোন কোন ইমামের নিকট পৌঁছেনি ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, কেউ যদি কোন জিনিস ওয়াকফ করে তবে তা কার্যকর করা তার জন্য আবশ্যক নয় । সে ইচ্ছা করলে ওয়াকফ থেকে ফিরে আসতে পারবে । তবে সে যদি এটি কার্যকর করার ওসিয়ত করে কিংবা কাজি যদি তা কার্যকর করে, তবে সে ওয়াকফ প্রত্যাহার করতে পারবে না । ওয়াকফের আবশ্যকতার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট কোন সহিহ হাদিস পৌঁছয়নি ।

এই মাস-আলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.সহ অন্যান্য ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন । হানাফি মাজহাবে সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্যের উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়, অর্থাৎ ওয়াকফ আবশ্যক এবং প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না ।

ঈসা ইবনে আবান রহ. বলেন, যখন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বাগদাদে আগমন করলেন, তখন তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্যের উপর আমল করতেন এবং ওয়াকফকৃত বস্তুর বিক্রয় বৈধ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করতেন । অত:পর, যখন তাঁর নিকট ইবনে উলাইয়্যা রহ. নিজ সনদে হজরত ইবনে আউন থেকে, তিনি হজরত নাফে থেকে, তিনি হজরত ইবনে উমর রা. থেকে হজরত উমর রা. এর খায়বারের অংশ সদকা করে দেয়ার বর্ণনা উল্লেখ করা হলো, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. যেহেতু ফিকাহের পাশাপাশি হাদিসেরও ইমাম ছিলেন, তিনি বললেন, "এটি এমন একটি হাদিস, যার বিপরীত আমল করার কোন সুযোগ নেই । যদি হাদিসটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট পৌঁছতো, তবে তিনি কখনও এর বিপরীত ফতোয়া প্রদান করতেন না" [২৬০]

ইমাম আবু হাতেম রাযি রহ. তাঁর তাকাদ্দুমাতুল জারহি ওয়াত তা'দিল গ্রন্থে নিজ সনদে ইমাম মালেক রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওহাবের উক্তি বর্ণনা করেছেন,

[২৬০] আল্লামা কাউসারী রহ. এর আন নুকাতুত ত্বরীফা, পৃ.৪০, ওয়াকফের মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.এর অবস্থান স্পষ্টভাবে জানতে দেখুন, আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. কৃত ই'লাউস সুনান, খ.১৩, পৃ.৯৬-১২৭ । তিনি ১০২ নং পৃষ্ঠায় ইমাম ইসা ইবনে আবান রহ. এর ঘটনা আলোচনা করেছেন ।

“ইমাম মালেক রহ. এর নিকট ওযুর সময় পায়ের আঙ্গুল খেলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, এটা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ইবনে ওহাব রহ. বলেন, আমি মানুষের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অত:পর, ইমাম মালেক রহ. কে বললাম, এ বিষয়ে আমার নিকট হাদিস রয়েছে। তিনি বললেন, হাদিসটি কী?

আমি বললাম, আমার নিকট লাইস ইবনে সায়াদ, ইবনে লাহিয়া ও আমর ইবনুল হারেস, ইয়াযিদ ইবনে আমর আল-মায়াফেরি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আব্দুর রহমান আল-হুবালী রহ. থেকে, তিনি মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ আল-কারাশী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের মাঝের অংশ খেলাল করছেন।

ইমাম মালেক রহ. বললেন, হাদিসটি হাসান (উত্তম), ইতোপূর্বে আমি হাদিসটি শুনিনি।

ইবনে ওহাব রহ. বলেন, অত:পর ইমাম মালেক রহ. কে পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা করার নির্দেশ দিতেন। ইবনে আব্দুল বার রহ. আল-ইস্তেযকার গ্রন্থে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন, ইমাম মালেক রহ. ওযুতে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত এর উপর আমলও করতেন।[২৬১]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. আমাকে বলেছেন, তোমরা হাদিস ও রাবিদের সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক অবগত। যদি তোমাদের নিকট কোন হাদিস থাকে, তবে তা আমাকে জানাবে, কুফাবাসীর হাদিস হোক, বসরা কিংবা শামের অধিবাসীদের হাদিস হোক। হাদিস সহিহ হলে সেটা যেন গ্রহণ করতে পারি।[২৬২]

হাম্বলি মাজহাবের ইমাম আবু বকর খালাল (৩১১ হি:) এর আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার নামক কিতাবে কবরের নিকট কুরআন পাঠের পরিচ্ছেদে লিখেছেন, আমার কাছে আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ-দূরী বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট ইহইয়া বিন মাঈন বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট মুবাশশির আল-হালাবী বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আব্দুর রহমান ইবনে আলা ইবনে লাজলাজ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন,

[২৬১] আল-ইস্তেযকার, খ.১, পৃ.১৮।
[২৬২] আল-ইলাল, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.খ.১, পৃ.১৫৫। মানাকিবুশ শাফেয়ী, খ.১, পৃ.৫২৮।

আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো, আমাকে কবরে রাখবে। এবং বিসমিল্লাহি ওআলা সুন্নাতি রাসূলুলিল্লাহ পড়বে। আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি দেবে। মাথার নিকট সূরা ফাতেহা পড়বে এবং সূরা বাকার শুরু ও শেষের অংশ পড়বে। আমি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে এটি বলতে শুনেছি।

আব্বাস আদ-দূরী রহ. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, কবরে কুরআন পাঠের ব্যাপারে আপনার কোন হাদিস মুখস্থ আছে? তিনি বললেন, না। আমি ইহইয়া ইবনে মাঈন রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমার নিকট উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করলেন।

অত:পর, ইমাম খাল্লাল বলেন, আমার নিকট হাসান ইবনে আহমাদ আল-ওররাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আলী ইবনে মুসা আল-হাদ্দাদ বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী তথা বিশ্বস্ত ছিলেন, ইবনে হাম্মাদ আল-মুকরী লোকদেরকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, আলী ইবনে মুসা বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা আল-জাওহারীর সঙ্গে একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। মৃতকে দাফন করার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করলো। ইমাম আহমদ রহ. তাকে বললেন, কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত বিদআত।

আমরা কবরস্থান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা ইমাম আহমদ রহ. কে বললেন, হে আবু আব্দুলাহ, আপনি মুবাশশির আল-হালাবী সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বললেন, সে সিকা (বিশ্বস্ত)। তিনি বললেন, আপনি কি তার নিকট থেকে কোন হাদিস লিখেছেন? ইমাম আহমদ রহ. বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমার নিকট মুবাশশির আব্দুর রহমান ইবনে আলা ইবনে লাজলাজ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ওসিয়ত করেছেন, তাঁকে যখন দাফন করা হবে তখন তার মাথার নিকট সে যেন সূরা বাকারা এর শুরু ও শেষ অংশ তেলাওয়াত করে। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে এই ওসিয়ত করতে শুনেছি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁকে বললেন, আপনি ফিরে গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে তেলাওয়াত করতে বলুন।

সিরাজুদ্দিন আল-কাযওয়াইনি মেশকাত শরীফের যেসমস্ত হাদিসকে জাল বলেছেন, সেগুলোর উত্তর প্রদান করতে গিয়ে ইবনে হাজার আসকালানি রহ. আলী ইবনে সাঈদ নাসায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে সালাতুত তাসবিহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট কোন সহিহ হাদিস নেই। আমি বললাম,

মুসতামির ইবনুর রাইয়্যান আবুল জাওযা থেকে বর্ণনা করেছেন, (হারিরা থেকে নয়) তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তোমার নিকট কে বর্ণনা করেছে? আমি বললাম, মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম। তিনি বললেন, মুসতামির সিকা। সম্ভবত: সনদটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর নিকট পছন্দ হলো। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর এই বর্ণনাটি প্রমাণ করে, তিনি সালাতুত তাসবিহ মোস্তাহাব হওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।[২৬৩]

ইবনুল জাওযী রহ. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া নামক গ্রন্থে ছয়জন সাহাবি থেকে নীচের হাদিসটি তেরটি সনদে বর্ণনা করেছেন। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صلوا خلف كل بر و فاجر

তোমরা প্রত্যেক সৎ ও অসৎ ব্যক্তির পিছে নামাজ আদায় করো।[২৬৪]

ইবনুল জাওযী রহ. উক্ত হাদিসের সকল সনদকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন এবং আলোচনা ইতি টেনেছেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর একটি উক্তি দ্বারা। তিনি বলেন, আমি হাদিসটি শুনিনি।

ইমাম আবু বকর আল-মারওয়াযী রহ. রচিত আল-ইলাল ও মা'রেফাতুর রিজাল গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.কে আবুস সালত আব্দুস সালাম ইবনে সালেহ আল-হারাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, সে মুনকার হাদিস বর্ণনা করে। তাঁকে বলা হলো, সে ইমাম মুজাহিদ রহ. এর সূত্রে হজরত আলী রা. এর এই হাদিসটি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে, أنا مدينة العلم و علي بابها অর্থাৎ আমি ইলমের শহর আর আলী রা. হলো এর দরজা। ইমাম আহমাদ রহ. বললেন, এই বর্ণনাটি আমি শুনিনি। ইমাম আহমাদ রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, এই হাদিসের কারণে আপনি তাকে মুনকার বলছেন? তিনি বললেন, অন্য হাদিসের কারণে। তবে এই হাদীসটিও আমি শুনিনি।[২৬৫]

অথচ এই হাদিসের অনেক সনদ রয়েছে। অন্ত:ত এটি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস হিসেবে প্রমাণিত অর্থাৎ এটি জাল নয়। যেমটা হজরত ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিসানুল

[২৬৩] মেশকাত শরীফ, সংযুক্ত অংশ, খ.৩, পৃ.১৭৭৯-১৭৮০।
[২৬৪] আল-ইলালুল মুতানাহিয়া, খ.১, পৃ.৪১৮-৪২৫।
[২৬৫] আল-ইলাল ও মা'রেফাতুর রিজাল, ৩০৮।

মি'যানে[২৬৬] উল্লেখ করেছেন। বরং তিনি একটি বিশেষ ফতোয়ায় উক্ত হাদিসকে হাসান বলেছেন। জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর বক্তব্য আল-লাআলী নামক গ্রন্থে[২৬৭] উল্লেখ করেছেন। এর পূর্বে তিনি ইমাম আলাবীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। বাহ্যিক বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, হাদিসটি তার নিকট সহিহ লিগাইরিহি। এদের পর, ইমাম সাখাবি রহ. আল-মাকাসিদ গ্রন্থে উক্ত হাদিসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[২৬৮]

এগুলো কোন কোন ইমাম থেকে একটি বা দু'টি হাদিস অবগত না হওয়ার উদাহরণ। তাদের শাগরেদগণ তাদের জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর পরে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এতে ইমামগণের মর্যাদায় সামান্য প্রভাব পড়বে না। সাথে সাথে মনে রাখা আবশ্যক, এই জাতীয় হাদিসের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত হাদিসকে আয়ত্ব করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। একক পূর্ণতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

মতানৈক্যের চতুর্থ কারণের উপর উত্থাপিত তিনটি সন্দেহ

ইমামগণের মতানৈক্যের উল্লেখিত কারণগুলোর উপর মৌলিকভাবে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো উল্লেখ করে পরবর্তীতে এর উত্তর আলোচনা করবো। এবিষয়ে আলোচনা শুরুর পূর্বে অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান সংগত মনে করছি। প্রশ্নটি হলো, মতানৈক্যের চতুর্থ কারণকে সর্বশেষ কেন উল্লেখ করলেন?

এর উত্তর হলো, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কারণটিকে সর্বশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছি। এবিষয়ে আমার সম্যক ধারণা রয়েছে, অনেকের তাদের লেখনী ও মৌখিক আলোচনায় গুরুত্বের সঙ্গে এটা আলোচনা করে এবং একে মতানৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। কোন ইমাম কোন একটি হাদিসের উপর আমল না করলে তারা সাথে সাথে বলে বসে, "ইমাম হাদিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি যদি হাদিসটি সম্পর্কে অবগত হতেন, তবে তিনি হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। এককভাবে কারও পক্ষে নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।"

---

[২৬৬] লিসানুল মি'যান, খ.৩. পৃ.১২৩।
[২৬৭] খ.১, পৃ.৩৩৪।
[২৬৮] আল-মাকাসিদ, ১৮৯।

দু'টি কারণে এদের বিষয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

প্রথম কারণ:

তারা যদি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিতাবগুলো পরিপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করতো এবং সেগুলো অনুসন্ধান করতো, তবে তারা বলতে পারতো যে ইমাম আবু হানিফা রহ. উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। একারণে তিনি হাদিসের বিপরীত বলেছেন। অথচ তারা তাঁর কিতাব অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করে না। আমি অনেক ইলমের অধিকারী ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফা রহ. لا صلوة إلا بفاتحة الكتاب (সূরা ফাতেহা ব্যতীত কোন নামাজ নেই।) এই হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর মুসনাদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মুসনাদটি বার বার প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকেই এর উপর ব্যাখ্যা লিখেছেন। (অথচ এ সম্পর্কে অবগত না হয়েই তারা একটা মৌখিক উক্তি করে থাকে, তিনি উক্ত হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।)

আমাদের উস্তাদের উস্তাদ আলামা শায়খ মুহাম্মাদ বাখীত আল-মুতীয়ী রহ. الولد للفراش (বিছানা যার সন্তান তার), এই হাদিস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ইমাম গাজালী রহ. বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট পৌঁছয়নি। তাঁর নিকট হাদিসটা পৌঁছলে তিনি সহবাসকৃত বাদীকে হুকুমের বাইরে রাখতেন না। ইমামুল হারামাইন রহ. স্পষ্টভাবে এটা উল্লেখ করেছেন। কয়েক লাইন পরে তিনি লিখেছেন, আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেছেন, তাঁরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে এমনটি বলেছেন। হাদিসটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট পৌঁছয়নি, এটি একটি ভুল কথা। কেননা, হাদিসটি তাঁর মুসনাদে উল্লেখ রয়েছে।[২৬৯]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবেদ সিন্ধি রহ. এর বিন্যাস অনুযায়ী এটি কিতাবুন নিকাহ এর সর্বশেষ হাদিস। শায়খ মুহাম্মাদ হাসান ছাম্ভলী রহ. এর ব্যাখ্যা লিখেছেন তানসিকুন নিজাম। উক্ত হাদিস ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর শায়খ হাম্মাদ বিন সালাম রহ. থেকে তিনি হজরত ইব্রাহীম নাখয়ি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রহ. থেকে, তিনি হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সনদটি কুফার ফকিহগণের মুসালসাল বর্ণনা দ্বারা হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[২৬৯] সুল্লামুল উসুল লিশরহি নিহায়াতিস সুল, আল্লামা ইসনাবী রহ., খ.২, পৃ.৪৮০।

মু'জামু শুয়ূখিল ইসমাইলী নামক কিতাবে রয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রমযানের সুবহে সাদিকের সময় কেউ বড় নাপাকী অবস্থায় থাকলে তিনি রোজা রাখা আবশ্যক মনে করতেন। সুফিয়ান সাউরি রহ. বলেন, ইব্রাহীম নাখয়ি রহ. বলতেন, এব্যক্তি রোজা কাজা করবে। সুফিয়ান সাউরি রহ. ইব্রাহীম নাখয়ি রহ. এর এবক্তব্যে আশ্চর্য প্রকাশ করতে লাগলেন। ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস রহ. তাঁকে বললেন, সম্ভবত: ইব্রাহীম নাখয়ি রহ. রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসটি সম্পর্কে অবগত নন। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে সুবহে সাদিকের সময় জুনুবী তথা বড় নাপাকী অবস্থায় থেকেছেন। সুফিয়ান সাউরি রহ. বললেন, তিনি অবশ্যই শুনেছেন। আমার নিকট হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান হজরত ইব্রাহীম নাখয়ি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আসওয়াদ থেকে, তিনি হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

একটু চিন্তা করুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন, কীভাবে তিনি ইব্রাহীম নাখয়ি রহ. এর অবহিত না থাকার ধারণা করে ভুল প্রমাণিত হয়েছেন।

কেউ যদি মনে করে যে, সে ইমামের সমস্ত কিতাব পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করেছে এবং সংশিষ্ট হাদিসটি ইমামের কোন কিতাবে পায়নি, তবে কি সে এ সিদ্ধান্ত দিতে পারবে যে, ইমাম হাদিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? যেমন, আপনি কোন একটি সহিহ হাদিস সম্পর্কে বোখারি ও মুসলিম শরীফে অনুন্ধান করলেন। অথচ হাদিসটি বোখারি ও মুসলিমে পেলেন না, তখন আপনার জন্য তাদের হাদিসটি সম্পর্কে অবগত না হওয়ার ফয়সালা দেয়া জায়েয নয় এবং এ কথা বলা আদৌ বৈধ নয় যে, "এই হাদিসটি সহিহ! অথচ বিখ্যাত দুই মুহাদ্দিসের (বোখারি ও মুসলিম) একজনও হাদিসটি সম্পর্কে জানেন না। আপনার বক্তব্য যদি এমন হয়, তবে আপনি কত বড় ইমাম হয়েছেন যে এধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলেন?

দ্বিতীয় কারণ:

ইমাম হাদিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না' এ কথা যারা বলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে না জেনে অনুমান করে বলে থাকে। বড় বড় ইমামদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বানিয়ে বানিয়ে বলে। তাকে কি ইমাম একথা বলেছেন যে, আমি এ হাদিসটি সম্পর্কে অবগত নই।" সুতরাং কারও পক্ষে যে কোন হাদিস সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া এ কথা বলা আদৌ বৈধ নয় যে, ইমাম হাদিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

ইলম আলোচনা ও ইমামগণের সাথে ইসলামি আদবের আবেদন অনুযায়ী মতাপার্থক্যের এই কারণটি স্বাভাবিকভাবেই সর্বশেষ উল্লেখ করেছি। একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে নিজেকে অভিযুক্ত করবে। এবং বড় বড় ইমামগণের ব্যাপারে অমূলক উক্তি থেকে বিরত থাকবে। সে ইমামগণের উপর এমন বিষয়ে না জানার অপবাদ আরোপ করছে, যা তার মতো একজন সাধারণ লোক অবগত হয়েছে।

ইমাম বাইহাকি রহ. মানাকিবুশ শাফেয়ি-তে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর খুবই সুন্দর একটা উক্তি বর্ণনা করেছেন।

হুমাইদ ইবনে আহমাদ আল-বাসরী বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এবং একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ, এবিষয়ে কোন সহিহ হাদিস নেই। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, এবিষয়ে যদি কোন হাদিস না থাকে, তবে এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য রয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যই শক্তিশালী দলিল।[২৭০]

অত:পর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ঐ ব্যক্তিকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সঙ্গে তাঁর নিজের ঘটনার শোনালেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. যখন কোন কথা বলেন, তাঁর কথার স্বপক্ষে হাদিসের কোন দলিল থাকে। কিন্তু কখনও উক্ত দলিল কারও নিকট অস্পষ্ট থাকে। প্রশ্ন দেখা দেয়, দলিল কাদের নিকট অস্পষ্ট থাকে? ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতো হাদিসের এতো বড় ইমামের নিকট।

অত:পর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, " আমি ইমাম শাফেয়ি রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মাসআলাগুলোর ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? তিনি এগুলোর সমাধান দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এগুলো কোথা থেকে বলেছেন? এ ব্যাপারে কোন হাদিস কিংবা আয়াত রয়েছে? তিনি উক্ত বিষয়ে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস উল্লেখ করলেন। হাদিসটি উক্ত মাস-আলার ব্যাপারে স্পষ্ট অর্থবোধক ছিলো (অথাৎ এমন সুস্পষ্ট ছিলো যে, হাদিসের শব্দ দ্বিতীয় কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখে না)।[২৭১]

---

[২৭০] মানাকিবুশ শাফেয়ী, খ.২, পৃ.১৫৪।
[২৭১] মানাকিবুশ শাফেয়ী, খ.২, পৃ.১৫৪।

এটি ইমাম আহমাদ রহ. এর উচ্চাঙ্গের শিষ্টাচারিতা। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই আদবের ভূষণে সজ্জিত হওয়া কর্তব্য। অন্য ইমামের সঙ্গে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর শিষ্টাচারের আরেকটি নমুনা দেখুন।

তাহযীবুত তাহযীবে ইমাম ইসহাক ইবনে ইসমাইল ত্বালকানী রহ. এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি একজন সিকা রাবি ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁর প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তিনি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি রহ. এর সমালোচনা করায় তার সম্পর্কে বলেছেন,

بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي، وما أعجب هذا، ثم قال الإمام أحمد و هو مغتاظ: ما لك أنت ويلك ولذكر الأئمة

অর্থাৎ আমার নিকট পৌঁছেছে, সে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি রহ. এর সমালোচনা করেছে। এটি খুবই আশ্চর্যজনক। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমার কী হয়েছে? তোমার জন্য ধ্বংস। বড় বড় ইমামগণ সম্পর্কে কথা বলার তোমার কী অধিকার রয়েছে?[২৭২]

এ বিষয়ে ইমামগণের কিছু উক্তি উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানবো।

মালেকি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম আবুল হাসান ক্বাবেসী রহ. (মৃত:৪০৩ হি:) বলেন, যে শুধু হাদিসের সহিহ বর্ণনা ও বিশুদ্ধ শব্দ সম্পর্কে অবগত, তার জন্য হাদিসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উল্লেখ করা সমীচীন নয়। এবং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে হাদিসের মৌলিক বক্তব্যকে কোন মুবাহ বা নিষিদ্ধ বিষয়ের উপর আরোপ করা সংগত নয়। ইলমুর রিওয়াহ তথা হাদিসের বর্ণনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও ইলমুদ দিরায়া তথা হাদিসের মর্ম উপলব্ধি সংক্রান্ত জ্ঞান কখনও এক নয়। হাদিসের মর্ম উপলব্ধির জ্ঞান অর্জিত হবে, ইমামগণের জীবনী, সুন্নাহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ফকিহগণের নিকট জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে। কেননা হাদিসের মাঝে নাসেখ ও মানসুখ রয়েছে। মানসুখ বা রহিত বিষয়ের উপর আমল বৈধ নয়। কেননা, এটি রহিত হওয়ার মাধ্যমে বাতিল হয়েছে।

একটি হাদিসের বিভিন্ন অর্থ ও উদ্দেশ্য থাকে, যেগুলো কেবল ফকিহ ও আলেমগণ উপলব্ধি করে থাকেন। অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য বিদায় হজে

[২৭২] তাহযীবুত তাহযীব, খ.১, পৃ.২২৬।

রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই একটি বাণী-ই যথেষ্ট। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ليبلغ الشاهد الغائب،فإن الشاهد عسي أن يبلغ من هو أوعي له منه

"তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত রয়েছো, তারা যেন অনুপস্থি লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা উপস্থিত ব্যক্তি এমন কারও কাছে পৌঁছে দেবে যে তার চেয়ে অধিক বুঝবান।"[২৭৩]

এবিষয়ে ইমাম ত্বকীউদ্দিন সুবকি রহ. তাঁর আদ-দুররাতুল মুজিয়্যা[২৭৪] নামক কিতাবে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পাঠকের জন্য সামান্য কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি। ত্বকীউদ্দীন সুবকি রহ. বলেন,

"মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত।
১. মুজতাহিদ আলেম, যিনি কিতাব ও সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান বের করতে সক্ষম।
২. আলেমগণের অনুসারী সাধারণ মানুষ।

কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে মুজতাহিদের কর্তব্য হলো, শরিয়তের দলিলের আলোকে তার বিধান বের করা এবং সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো, মুজতাহিদের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা। যারা মুজতাহিদ নয় তাদের জন্য কোন একটি আয়াত বা হাদিস দেখে মুজতাহিদ আলেমের বক্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা সে যখন দেখল যে, এই দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা এর উপর আমল করা থেকে বিরত থেকেছেন, তখন সে নিশ্চিত থাকবে যে, তারা সুনির্দিষ্ট দলিলের আলোকেই এর বিরোধিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা যদি না জানো, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, মুজতাহিদ আলেম নয় এমন ব্যক্তি বিশেষভাবে সাধারণ মানুষ যখন কোন আয়াত শুনবে যেখানে আম বা মুতলাক হুকুম রয়েছে, তাদের জন্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ছাড়া এই আম বা মুতলাকের উপর আমল করা বৈধ নয়। নাসেখ-মানসুখ, আম-খাস, মুজমাল-মুবায়্যান, ও হাকীকত-মাজাস সম্পর্কে অবগত না হয়ে আম ও মুতলাক বিষয়ের উপর আমল করা বৈধ নয়।"

[২৭৩] আল-মুলাখখাস এর ভূমিকা, পৃ.৪৭-৪৮।
[২৭৪] পৃ.২০-২৫

এরপর তকিউদ্দীন সুবকি রহ. এ ব্যাপারে দু'পৃষ্ঠাব্যাপী বেশ ক'টি উদাহরণ উল্লেখ করে লিখেছেন,

"উল্লেখিত উদাহরণ থেকে স্পষ্ট, খাস ও মুকায়্যাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ছাড়া সাধারণভাবে কোন আয়াত বা হাদিসের উপর আমল করা একটি ভুল পদ্ধতি। কোন আ'মের উপর আমল করার জন্য তার কোন খাস এবং উক্ত বিধানের বিরোধী কোন দলিল আছে কি না, সেটা জানা আবশ্যক। সুতরাং প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, সে বিষয়টিকে যোগ্য ব্যক্তির নিকট ন্যস্ত করবে। সে অবশ্যই অবগত রয়েছে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে মহাজ্ঞানী রয়েছে। একইভাবে কুরআনের কোন আয়াতের উপর আমল করার পূর্বে উক্ত আয়াতের খাস বা মুকায়্যাদ কোন হাদিস আছে কি না, সেটা জানা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি আপনার নিকট পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি তাদের নিকট অবতীর্ণ বিষয়গুরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন।"

অত:পর, তিনি লিখেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইমামগণের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য কোন ইমামের দিক-নির্দেশনা ব্যতীত কোন দলিল শুনে তার উপর আমল করা সংগত নয়।"

এবিষয়ে ইমামগণের অনেক বক্তব্য রয়েছে। যে মুজতাহিদ নয়, সে সাধারণ একজন মুকালিদ। এবিষয়ে ইমামগণের বক্তব্য উসুলে ফিকাহের কিতাবের শেষের দিকে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য আলোচনার ক্ষেত্রেও তারা এজাতীয় বক্তব্য বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ কারণের উপর উত্থাপিত তিনটি সন্দেহ নিরসন

প্রথম সন্দেহ: আপনি যখন প্রমাণ করলেন, ইমামগণ থেকে কিছু হাদিস ছুটে গেছে। তাহলে তো তাদের ক্ষেত্রে এ কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়, এই মাস-আলায় তাদের কিছু হাদিস ছুটে যেতে পারে, দ্বিতীয় একটি মাস-আলায় কিছু হাদিস এবং তৃতীয় আরেকটি মাস-আলায় কিছু হাদিস ছুটে যেতে পারে। এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আত্মপ্রশান্তির উদ্দেশ্যে আমরা নিজেরা দলিল দেখে তার উপর আমল করবো।

উত্তর: যদি ইমাম থেকে কোন কিছু ছুটে গিয়ে থাকে, তবে তাঁর ছাত্ররা সেটা সংকলন করেছেন এবং শুরু থেকেই তাঁদের মাযহাবগুলো পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী দলিল সমৃদ্ধ অবস্থায় মানুষের সামনে

এসেছে। যেমন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্রদের মাঝে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ছাত্রদের মাঝে ইমাম মুযানি রহ. ও ইমাম বুয়াইতী রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. এর ছাত্রদের মাঝে ইমাম আশহাব ও ইমাম ইবনে কাসেম, একইভাবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর শাগরেদগণ তাদের ইমামের মাযহাবকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছেন।

ইসলামের প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগে যখন কোন মুজতাহিদ ইমাম থেকে কোন কিছু ছুটে গেছে, তখন পিছনের কাতারের পরবর্তী অনুসারী থেকে কতো মৌলিক বিষয় ছুটে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সুতরাং একারণে যদি ইমামগণ অভিযুক্ত হন, তবে পরবর্তীগণ আরও বেশি অভিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

যখন হাতে-গোনা সামান্য ক'টি বিরল বিষয় ইমামগণের নিকট পৌঁছেনি, তখন এক্ষেত্রে ইমামগণের সামান্য ক'টি বিষয়কে তাদের হাজার হাজার বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে বিচার করা হয়, তবে তাদের অসংখ্য বিষয়কে সামান্য ক'টি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

আমরা একথা বলব না যে, " ইমাম এই হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, ফলে তিনি এই মাস-আলায় উক্ত বিধান দিয়েছেন। সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি অন্য একটি হাদিসের উপরও অবগত ছিলেন না। একইভাবে ইমামের সকল মাস-আলায় এই সম্ভাবনা সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এজন্য আমাদের জন্য সমস্ত ইমাম থেকে পৃথক হয়ে নতুন একটা ফিকাহের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত।" এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এক ইমাম থেকে অন্য ইমাম পৃথক নয়। বরং আমরা বলবো, ইমাম একটি মাস-আলার দলিল সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত হয়ে সমাধান প্রদান করেছেন। অত:পর, দ্বিতীয় আরেকটি মাস-আলার দলিল সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে তার বিধান বর্ণনা করেছেন। একইভাবে হাজার হাজার মাস-আলার দলিল সম্পর্কে অবগত হয়ে তার সমাধান দিয়েছেন। তবে হাজার হাজার[২৭৫] মাস-

[২৭৫] আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ. আন-নুকাতুত তরীফা এর ভূমিকায় লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মজলিশে যেসমস্ত বিষয় এখনও সজ্ঘটিত হয়নি, এজাতীয় মাসআলার সংখ্যা ছিলো কম পক্ষে ৮৩ হাজার। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ মাসআলার বিপরীতে দু'একটি মাসআলা কী মূল্য রাখে?
আবু জুরয়া দিমাস্কি রহ. তাঁর তারীখে (খ.১, পৃ.২৬৩) লিখেছেন, ইমাম আওযায়ী রহ. সত্তর হাজার মাসআলার সমাধান প্রদান করেছেন। ইমাম খলীলি রহ. তাঁর আল-ইরশাদ (খ.১, পৃ.১৯৮) নামক কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আওযায়ী রহ. আশি হাজার ফিকহী মাসআলার মুখস্থ সমাধান প্রদান করেছেন। এই সংখ্যা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম বাগান্দী রহ. বলেন, আমি রাসূল স. এর হাদীস সংক্রান্ত তিন লক্ষ্য মাসআলার সমাধান প্রদান করেছি। ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ. তাঁর লাতাইফুল ইশারাত (খ.১, পৃ.৯৫) নামক কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আসমায়ী রহ. বলেন, আমি কিরাত ও আরবী শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবু আমর ইবনুল আলাকে আরবী কবিতা, কিরাত ও আরবী ভাষা

আলার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাস-আলার দলিল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সুতরাং না জানার বিষয়টি এই একটি মাসআলাল মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এর বাইরে অন্য বিধানকে এর অন্তর্ভূক্ত করা সংগত নয়। কেননা আমরা নিশ্চিতভাবে অবগত যে, তারা অন্যান্য অসংখ্য মাস-আলার ক্ষেত্রে দলিল সম্পর্কে অবগত হয়েই মাসআলা প্রদান করতেন।

নিষ্ঠাবান পাঠকের কাছে আশা রাখি, এই বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধির পর নীচের বক্তব্যটি পড়বেন। দেখুন, কীভাবে একটি সঠিক চিন্তা-ধারাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। জনৈক লেখক লিখেছে,

"আমরা প্রথম ও শেষ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণে বাধ্য এবং একে অন্য সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক। আমরা যখন কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীতে কোন ইমামের বক্তব্য পাবো, তখন সবার উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ ও তাঁর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্যের বিপরীতে ইমামের বক্তব্যকে পরিত্যাগ করা। কেননা, ইমামগণ সকল হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং তাদের অনেক অনেক হাদিস ছুটে গেছে।"[২৭৬] এই বক্তব্য খন্ডন করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় সন্দেহ: কেউ কেউ বলে থাকে, বর্তমানে হাদিসের অনেক কিতাব রয়েছে। বর্তমান সময়ের গবেষকদের জন্য সেগুলো পূর্ববতীদের তুলনায় অনেক সহজলভ্য। এগুলোর উপর বিভিন্ন সূচী ও সংস্করণের কারণে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়াও অনেক সহজ। সুতরাং শক্তিশালী ও প্রামাণিক বিষয়গুলো গ্রহণ, দুর্বল বিষয়গুলো পরিত্যাগ এবং দলিলভিত্তিক ফিকহি মতামতগুলো প্রতিষ্ঠিত রেখে দলিলবিহীন বিষয়গুলো বাছাই করে সেগুলোকে ফিকাহ থেকে পৃথক করা কর্তব্য।

উত্তর: উক্ত সন্দেহের কয়েকটি উত্তর দেয়া যেতে পারে,

ক. এজাতীয় বক্তব্য নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞজন বলেছেন,

---

সংক্রান্ত আট-লাখ মাসআলা জিজ্ঞেস করেছি। তিনি এর উত্তর প্রদান করেছেন। এমনভাবে উত্তর প্রদান করেছেন, তিনি যেন আরবদের মাঝে অবস্থান করছেন।

[২৭৬] হাকীকাতুত তা'য়ীন লিমাযহাবিল আইম্মাতিল আরবায়াতিল মুজতাহিদীন, মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, পৃ.৬৬।

وكم للشيخ من كتب كبار

ولكن ليس يدري ما دحاها

অনেক শায়খের নিকট বড় বড় কিতাব থাকে, কিন্তু সে জানে না, এই কিতাবগুলোতে কী রয়েছে।

ليس بعلم ما حوي القمطر

ما العلم إلا ما وعاه الصدر

বইয়ের পৃষ্ঠায় কিংবা সিন্দুকে রক্ষিত জ্ঞানকে ইলম বলে না। প্রকৃত ইলম তে সেটিই, যা মানুষের বুকে সংরক্ষিত রয়েছে।

আমাদের সমস্ত উলামায়ে কেরামের অবস্থা ইবনে হাযাম রহ. এর নীচের কাব্যের ব্যতিক্রম নয়। তিনি লিখেছেন,

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

تضمنه القرطاس، بل هو في صدري

يسير معي حيث إستقلت ركائبي

وينزل إن أنزل و يدفن في قبري

তোমরা যদি বইয়ের পৃষ্ঠা জ্বালিয়ে দেও, তবে পৃষ্ঠায় যে ইলম রয়েছে, তা জ্বালাতে পারবে না। কেননা এগুলো আমার অন্তরে রক্ষিত আছে। আমি যখন সফর করি, এগুলো আমার সাথে সফর করে। আমার বাহন যেখানে থামে, এগুলোও সেখানে থামে। এমনকি তা আমার সঙ্গে কবরে দাফন হবে।

খতিব বাগদাদি রহ. তাঁর আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নামক কিতাবে লিখেছেন,

قيل لبعض الحكماء : إن فلانا جمع كتبا كثيرة! فقال : هل فهمه علي قدر كتبه؟ قيل : لا، قال فما صنع شئا، ما تصنع البهيمة بالعلم .

কোন এক বিজ্ঞজনকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। তিনি তাকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? লোকটি উত্তর দিল, না। তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি। চুতষ্পদ জন্তু ইলেম দিয়ে কী করবে?[২৭৭]

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেছেন,

لو فرض إنحصار حديث رسول الله صلي الله عليه و سلم فيها اي في الدواوين: فليس كل ما في الكتاب يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد ، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة و هو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم با لسنة بكثير... فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين ، و هذا أمر لا يشك فيه من علم القضية

"যদি ধরে নেয়া হয় যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত হাদিস কিতাব সমূহে সংকলন করা হয়েছে। সংকলিত কিতাবের মাঝেই রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস সীমাবদ্ধ, এরপরেও কোন আলেম সঙ্কলিত কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আর কারও পক্ষে এটি ঘটেও না। বরং কারও নিকট সংকলিত অনেক হাদিসের কিতাব থাকতে পারে, কিন্তু সে এসমস্ত কিতাবের সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এসব কিতাব সংকলনের পূর্বে যারা ছিলেন, তারা সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাদের কিতাব ছিল, তাদের অন্তর, যাতে সংরক্ষিত ছিল এ সমস্ত সংকলিত কিতাব থেকে কয়েকগুণ বেশি হাদিস। আর এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে এমন কেউই বিষয়টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না।"[২৭৮]

খ. পূর্ববর্তী ইমামগণের অধিক সংকলন এবং তাদের প্রচুর পরিমাণ ইলম ধারাবাহিকভাবে আমাদের নিকট পৌঁছলেও একটা বিষয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তারা তাদের মুখস্থ ইলমের খুবই সামান্য পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন একটু পূর্বে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে। পূর্বে ইমাম লাইস ইবনে সায়াদ ও আহমাদ ইবনে ফুরাত এর বক্তব্যেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত ইমাম বাগান্দী রহ. এর বক্তব্যটা স্মরণ করুন। তিনি বলেছেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের ব্যাপারে তিন লাখ মাস-আলার উত্তর দিয়েছি।

[২৭৭] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৮
[২৭৮] রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৮

সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানে হাদিসের কিতাবের মাঝে সবচেয়ে বড় কিতাব হলো, মুত্তাকি আল-হিন্দি রহ. এর কানযুল উম্মাল। এখানে ৪৬ হাজারের উপরে হাদিস রয়েছে। কিন্তু এই কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া সহজ নয়। কেননা, এই কিতাবের মূল উৎস কিতাবগুলো এবং প্রত্যেক হাদিসের সনদ বিশ্লেষণ একটি কঠিন বিষয়। সুতরাং এই কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা সনদ বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল।

ঘ. কানযুল উম্মালে যে পরিমাণ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, মুজতাহিদ ইমামগণের মুখস্থ হাদিসের তুলনায় তা খুবই নগন্য। অথচ অনেক ক্ষেত্রে কানযুল উম্মালে একই হাদিস বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর রচনায় সত্তর হাজারের বেশি হাদিস উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি যেগুলো উল্লেখ করেননি, তার সংখ্যা কতো হবে, তা সহজেই অনুমেয়। পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি চল্লিশ হাজার হাদিস থেকে বাছাই করে তাঁর কিতাবুল আসার লিপিবদ্ধ করেছেন।

পূর্বে ইবনুল হায়্যাব রহ.এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মালেক রহ. এক লাখ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে তিনি যেগুলো মুখস্থ রেখেছেন এবং বর্ণনা করেননি, সেগুলোর সংখ্যা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে, তিনি সাড়ে সাত লাখ হাদিস বাছাই করে তাঁর মুসনাদ রচনা করেছেন।

ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, "একদা একব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ:) কে জিজ্ঞেস করল, কেউ যদি এক লাখ হাদিস মুখস্থ করে, তবে সে কি ফকিহ হতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন, যদি দুই লাখ হাদিস মুখস্থ করে? ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বললেন, না। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, যদি সে তিন লাখ হাদিস মুখস্থ করে? তিনি বললেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, কেউ যদি চার লাখ হাদিস মুখস্থ করে তবে কি সে ফকিহ হতে পারবে? অতঃপর তিনি হাত নাড়ালেন। অর্থাৎ এখন হয়তো সে ফকিহ হতে পারবে।[২৭৯]

[২৭৯] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. খ.১, পৃ.৪৫

খতিব বাগদাদি (রহ:) ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (রহ:) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ যদি এক লাখ হাদিস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, দু'লাখ হাদিস মুখস্থ করলে কি ফতোয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, যদি তিন লাখ হাদিস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, না। চার লাখ? তিনি বললেন, না। যদি পাঁচ লক্ষ হাদিস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, আশা করা যায়।

খতিব বাগদাদি (রহ:) এ উক্তি বর্ণনার উপর মন্তব্য লিখেছেন,

وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره-يحي بن معين-دون معرفته به و نظره فيه، و إتقانه له، فإن العلم هو الفهم و الدراية و ليس با لإكثار و التوسع في الرواية

"কারও পক্ষে নিজেকে ফতোয়ার আসনে সমাসীন করার জন্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (রহ:) যে পরিমাণ হাদিসের কথা বলেছেন, তা সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ট নয়। বরং সেগুলো সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তীক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনই মূল বিষয়। কেননা ইলম হল, প্রকৃত বুঝ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের নাম। অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার নাম ইলম নয়।"[২৮০]

ইবনে তাইমিয়া রহ. আল-মুসাওয়াদা নামক কিতাবে উক্ত সংখ্যার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২৮১]

আমরা অস্বীকার করি না যে, ইমামদের বিপুল পরিমাণ মুখস্থ হাদিসের মাঝে মাওকুফ, মাকতু ও একাধিক সনদ বিশিষ্ট হাদিস অন্তর্ভূক্ত। এরপরও বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ। কেননা, মাওকুফ, মাকতু ও একাধিক সনদ বিশিষ্ট হাদিসের শব্দের মাঝে পার্থক্য থাকে, যা হাদিসের বুঝ অর্জনে খুবই উপকারী বিবেচিত হয়।

ঙ. আমরা যদি মেনে নেই যে, উল্লেখিত অধিক সংখ্যক হাদিস সবার কাছে সহজলভ্য, এরপরেও ইমামগণের মতানৈক্য চলতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মতবিরোধের অন্যান্য কারণ বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মতবিরোধও থাকবে। মতবিরোধ সৃষ্টিতে অন্যান্য কারণ মূলত: চতুর্থ কারণের চেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে।

---

[২৮০] [আল-জামে, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৪]

[২৮১] আল-মুসাওয়াদা, পৃ.৫১৪।

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নীচের ঘটনাটি উপদেশ সমৃদ্ধ। এজাতীয় অনেক ঘটনা রয়েছে।

ইমাম রামাহুরমুযি রহ. আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

জনৈক মহিলা মুহাদ্দিসগণের একটি মজলিশে উপস্থিত হলো। যেখানে ইমাম ইহইয়া ইবনে মাঈন রহ, ইমাম আবু খাইসামা ও খালাফ ইবনে সালেম রহ. সহ একদল মুহাদ্দিস হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করছিলেন। মহিলা তাদের এই আলোচনা শুনলো, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলেছেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, এটি অমুকে বর্ণনা করেছে, অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এটা বর্ণনা করেনি ইত্যাদি।

মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, হায়েযা মহিলা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারবে কি না? মহিলা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতো। মজলিশের কেউ মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। তাদের একজন অপরজনের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইতোমধ্যে ইমাম আবু সাউর রহ. আগমন করলেন। মহিলাকে বলা হলো, আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করুন। মহিলা ইমাম আবু সাউর রহ. কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যা। হায়েযা মহিলা মৃত ব্যক্তির গোসল দিতে পারবে। এ ব্যাপারে উসমান বিন আহনাফ কাসেম থেকে, তিনি হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নেই। দ্বিতীয় দলিল হলো, হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানি দ্বারা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথা ধৌত করতাম। সুতরাং তিনি যখন পানি দ্বারা জীবিত মানুষের মাথা ধৌত করলেন, তখন মৃত ব্যক্তির গোসল প্রদান নি:সন্দেহে বৈধ।

অত:পর, মুহাদ্দিসগণ বললেন, হ্যাঁ। হাদিসটি অমুকে অমুকে বর্ণনা করেছেন। আমরা এই সনদগুলোতে হাদিসটি পেয়েছি। তারা হাদিসে বিভিন্ন সনদ ও বর্ণনার মাঝে ডুবে গেলেন। তখন মহিলা তাদেরকে বলল, এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে?[২৮২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. নিজের সমযুগীয় মুহাদ্দিস ও সাথীদেরকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সংস্পর্শে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[২৮৩] তারা রাত-দিন হাদিস সংগ্রহ, অন্যের নিকট বর্ণনা এবং

[২৮২] আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, পৃ.২৪৯। খতীব বাগদাদী রহ. নিজ সূত্রে আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। খ.২, পৃ.৮৮।

[২৮৩] আদাবুশ শাফেয়ী ও মানাকিবুহু, পৃ.৪৩,৫৮। ইমাম বাইহাকী রহ. এর মানাকিবুশ শাফেয়ী, খ.২, পৃ.২৫২, খ.১, পৃ.৩৯৯।

হাদিসের জন্য দূর-দূরান্তে সফরে মগ্ন থাকতেন, কিন্তু ফিকাহ অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন না। তাদেরকে তিনি এই আহ্বান করার ছিলো, তারা যেন ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ফিকাহ ও হাদিস উভয়টি থেকে উপকৃত হতে পারে। যাদেরকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এই আহ্বান করেছেন, তারা সে যুগের বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। এদের মাঝে ইমাম ইহইয়া ইবনে মাঈন রহ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম হুমায়দীসহ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এদের প্রত্যেকেই হাদিস হেফজ, রিজাল শাস্ত্র, ও হাদিসের উপর আলোচনা-পর্যালোচনার ইমাম ছিলেন। অনেক যুবকের চেতনা অনুযায়ী শুধু হাদিস জানাই যদি যথেষ্ট হতো, তাহলে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর এই আহ্বানের কোন প্রয়োজন ছিলো না এবং এর উল্লেখযোগ্য কোন কারণও ছিলো না। এছাড়াও ইমাম আহমাদ রহ. নিজে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সংশ্রব অবলম্বন করেছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর এই সংশ্রবেরও কোন উপকারিতা ছিলো না। অথচ অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইমাম শাফেয়ি রহ. হাদিস বিশ্লেষণের জন্য ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতামত চেয়েছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁকে বলেছেন, তোমরা হাদিস ও রাবিদের সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং কোন সহিহ হাদিস পেলে আমাকে জানাবে। যদিও হাদিসটি কুফা, বসরা কিংবা শামের অধিবাসী কারও বর্ণিত হোক।[২৮৪]

চ. আমরা যদি মেনেও নেই যে, বর্তমানে যে পরিমাণ হাদিস রয়েছে সেগুলো ইজতেহাদের জন্য যথেষ্ট তাহলে ইজতেহাদের অন্যান্য শর্তগুলো কোথায়? ইমাম ইবনে মাঈন রহ. ও অন্যান্য ইমামগণ পর্যাপ্ত পরিমাণ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তারা মুজতাহিদ ছিলেন না। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের জন্য শরিয়তের সকল ইলমের ব্যাপারে পারদর্শী হওয়া এবং মাকাসেদে শরইয়্যা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক।

ইমাম শাফেয়ি রহ. সংক্ষেপে মুজতাহিদ হওয়ার শর্তগুলো সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। খতিব বাগদাদি রহ. আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নামক গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، وتأويله وتنزيله ، ومكيه ومدنيه ، وما أريد به ، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث

[২৮৪] আদাবুশ শাফেয়ী ও মানাকিবুহু, পৃ.৯৫।

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالناسخ والمنسوخ ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ، ويكون بصيرا باللغة ، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ، ويستعمل هذا مع الإنصاف ، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ، وتكون له قريحة بعد هذا ، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام ، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي.

আলাহ্‌র দীনের ব্যাপারে কারও জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেয়া বৈধ হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সে কুরআনের নাসেখ-মানসুখ, মুহকাম-মুতাশাবেহ, তা'বীল-তানযীল অবগত না হবে। এছাড়া আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, আয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি।[২৮৫] অত:পর, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া অর্থাৎ হাদিসের নাসেখ-মানসুখসহ কুরআনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অর্জন করেছে, হাদিসের ক্ষেত্রেও সেগুলো অর্জন করা। আরবি ভাষা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। আরবি কবিতার উপর দক্ষ হওয়া।[২৮৬] পাশাপাশি কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় সব ইলম হাসিল করা। এগুলো অর্জনের সাথে সাথে সে ন্যায়-পরায়ণ ও স্বল্পভাষী হবে। এবং শহরবাসীর অবস্থা ও তাদের রীতি-নীতি ও মতানৈক্যের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করবে।[২৮৭] এগুলো অর্জন করলেই কেবল সে ফতোয়া দিতে পারবে এবং হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে ফয়সালা দিতে পারবে। এভাবে তার মাঝে

---

[২৮৫] কুরআনের ক্ষেত্রে যেসমস্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক তন্মধ্যে একটি হলো, ইলমুল কিরাত। ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ. লাতাইফুল ইশারাত গ্রন্থে (খ.১,পৃ.১৭১) ইলমুল কিরাতের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, উলামায়ে কেরামগণ কারীদের প্রত্যেক শব্দ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে থাকেন, যা অন্য কিরাতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইজতেহাদের মাধ্যমে মাসআলা ইস্তেম্বাতের ক্ষেত্রে কিরাতের ভিন্নতা ফকীহগণের হুজ্জত বা দলিল এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষ পাথেয়।

কিরাতের ভিন্নতার মাধ্যমে সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো, নিচের আয়াতের প্রচলিত ক্বিরাত অস্পষ্ট থাকায় এক্ষেত্রে ইমাম হামযা রহ. ও কাসায়ী রহ. এর ক্বিরাত গ্রহণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا অর্থাৎ যারা দীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। ইমাম হামযা রহ. ও কাসায়ী রহ. এর ক্বিরাত হলো, الذين فارقوا دينهم و كانوا شيعا অর্থাৎ যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। যারা প্রসিদ্ধ কিরাত অনুযায়ী উক্ত আয়াত দ্বারা মাযহাবের অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছে, তারা মারাত্মক ভুল করেছে এবং সীমাহীন বক্রতার শিকার হযেছে। তারা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতকে মু'মিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। আর এটা হলো পথভ্রষ্ট খারেজীদের স্বভাব। সুতরাং নিশ্চয় তুমি ইলমুল ক্বিরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছো।

[২৮৬] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (খ.২, পৃ.২২) খতীব বাগদাদী রহ. লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. ২০ বছর যাবৎ আরবী ভাষা ও মানুষের রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি উত্তর দিলেন, আমি শুধু ফিকহের জন্য সহযোগী হিসেবে এগুলো শিখেছি।

[২৮৭] তাহযীবুল কামাল, খ.৫, পৃ.৮০, এর টীকায় হাফেয মিযযি রহ.লিখেছেন, ইমাম সাইদ ইবনে জুবায়ের রহ. বলেন, উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় আলেম।

স্বভাবগত একটি যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। সে যদি উপর্যুক্ত বিষয়গুলো অর্জন না করে, তবে তার জন্য ইলম কোন বিষয় আলোচন করা কিংবা ফতোয়া দেয়া বৈধ নয়।[২৮৮]

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বাবু রুতাবিত তলব ওযান নাসিহা ফিল মাজহাব নামক পরিচ্ছেদের অধীনে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর উল্লেখিত বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। সালাফে-সালেহিনের বিভিন্ন উক্তি দ্বারা উক্ত বিষয়ের উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে তিনি নীচের কিছু বিষয় যোগ করেছেন, "রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সিরাত সম্পর্কে খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়া-লেখা করবে, সাহাবায়ে কেরাম রা. যারা রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে দীনকে অন্যের নিকট পৌঁছেছেন, তাদের সম্পর্কে অবগত হবে। এর মাধ্যমে সে মুরসাল হাদিসকে মুত্তাসিল হাদিস থেকে পৃথক করতে পারবে। বর্ণনাকারীগণের জীবনী ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাহাবীগণ থেকে যারা হাদিস বর্ণনা করেছে এবং তাদের থেকে পরবর্তী যারা হাদিস বর্ণনা করেছে, তাদের জীবনী, তাদের সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। এর মাধ্যমে আদেল বা ন্যায়-পরায়ণ বর্ণনাকারীকে অন্যদেরকে থেকে পৃথক করতে পারবে।"[২৮৯]

আমি বলবো, এটা হলো, ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল তথা রিজাল শাস্ত্র। এই একটি ইলমই একজন তালিবুল ইলমের গোটা জীবন নি:শেষ করার জন্য যথেষ্ট। এরপরে হয়তো সে এবিষয়ে কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

এজাতীয় শর্ত ইমাম গাজালী রহ. তাঁর আল-মানখুল নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ইমাম শাফেয়ি রহ. উল্লেখিত বক্তব্য তথা তার মাঝে একটি স্বভাবগত যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উসুলবিদদের ব্যাপক ব্যবহৃত একটি পরিভাষা উল্লেখ করে লিখেছেন, "মুজতাহিদের জন্য ফকীহুন নাফস হওয়া আবশ্যক। আর এটি তাঁর অভ্যন্তরীণ একটি যোগ্যতা, যা স্বাভাবিকভাবে অর্জন করা যায় না।" উসুলে ফিকাহের কিতাবে যখন কোন ফকীহকে ফিকাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, তখন তার ক্ষেত্রে ফকীহুন নাফস পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। মুহাদ্দিসগণের উচ্চ মর্যাদা বোঝানোর জন্য ফকীহুল বদন পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

[২৮৮] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খ.২, পৃ.১৫৭।
[২৮৯] জামিউ বয়ানিল ইলম, খ.২, পৃ.১৬৬।

ফকীহুন নাফস এর বৈশিষ্ট্য হলো, সে তাঁর ইমামের মাজহাবের হাফেজ হবে, মাজহাবের দলিল সম্পর্কে অবগত হবে, সেগুলো বিশ্লেষণ, নতুনভাবে রূপায়ন ও লিপিবদ্ধ করার কাজে মগ্ন থাকবে, সে মাজহাবের স্বীকৃত বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে, মাযহাবকে বিন্যস্ত করবে, মাযহাবকে দলিলবিহীন মাসআলা থেকে মুক্ত রাখবে এবং একটাকে আরেকটার উপর প্রাধান্য দেবে। তবে সে ফকিহগণের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর থেকে নিম্নস্তরের কেননা, সে পূর্ণভাবে মাজহাবের মাসআলাগুলো মুখস্থ করেনি অথবা মাসআলা ইস্তেম্বাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করেনি, কিংবা উসুলে ফিকাহ বা এজাতীয় কিছু বিষয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে।"[২৯০]

ইমাম নববি রহ. আল-মাজমু গ্রন্থে একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হিজরী চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত এই গুণটি অনেক পরবর্তী লেখকদের মাঝেই বিদ্যমান ছিলো, যারা মাযহাবকে বিন্যস্ত করেছেন এবং লিপিবদ্ধ আকারে মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছেন।[২৯১]

আমি বলবো, ইমাম গাজালী রহ. ফকীহুন নাফস দ্বারা যেই স্তরের কথা বলেছেন, এটা হলো ফকিহগণের সর্বোচ্চ স্তর। কেননা, এটা মুজতাহিদে মুসতাকিল এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইমাম নববি রহ. যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, এটা হলো মাজহাবের মাসআলা-মাসাইলকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের স্তর বিন্যাস।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-এ পূর্বোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন এবং নীচের শিরোনামের অধীনে আরও কিছু শর্ত যোগ করেছেন। ইবুনল কাইয়্যিম রহ. এর শিরোনাম হলো, فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتاوي وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي وأين يسع قول المفتي: لا أدري

অর্থাৎ ফতোয়া প্রদানের শর্তগুলো সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য, কার জন্য ফতোয়া দেয়া উচিত এবং কোন ক্ষেত্রে মুফতি বলবে, আমি জানি না।[২৯২]

ইবনে তাইমিয়া রহ. আল-মুসাওয়াদা নামক কিতাবে ফতোয়া প্রদানের শর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন,

---

[২৯০] আল-মানখুল, পৃ.৪৬৩।
[২৯১] আল-মাজমু, খ.১, পৃ.৭৩।
[২৯২] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খ.১, পৃ.৪৪।

فصل في صفة من يجوز له الفتوي او القضاء

অর্থাৎ যেসমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে কারও জন্য ফতোয়া দেয়া বা বিচারকার্য পরিচালনা বৈধ।

এখানে তিনি অনেক সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার পাশাপাশি সে আমলে সালেহ তথা নেক আমলের ভূষণে সজ্জিত হবে। অর্থাৎ ইবাদাত, তাকওয়া, খোদাভীতি, দুনিয়া বিমুখতা, আত্মশুদ্ধি ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে গুনান্বিত হবে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও সে ইমাম হবে।

নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে এই গুণগুলো অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। মু'জামুল আওসাতে হজরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আলাহর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমরা এমন বিষযের মুখোমুখি হই, যে বিষয়ে শরিয়তের কোন আদেশ-নিষেধ পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আপনি কী নির্দেশ প্রদান করেন? রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এবিষয়গুলো ফকিহ ও আবেদগণের সাথে পরামর্শ করো। কারও একক ব্যক্তির মতের উপর আমল করবে না।[২৯৩]

উল্লেখিত হাদিসে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিকাহের পাশাপামি ইবাদতের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। দারমী শরীফে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদিস দ্বারাও বিষয়টি শক্তিশালী হয়। এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী সিকা বা বিশ্বস্ত। হাদিসের পাঠ এরূপ, নবি কারীম সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন ও সুন্নাহের কোন নির্দেশনা নেই এমন একটা নতুন বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে মু'মিনদের মধ্য থেকে আবেদরা মতামত দেবে।[২৯৪]

ইমাম নাসায়ী রহ. সুনানে সুগরা-তে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, একটা সময় ছিলো যখন আমরা বিচার করতাম না এবং বিচারের পদে ছিলাম না। অত:পর, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সমৃদ্ধির এই স্তরে পৌঁছার তৌফিক দিয়েছেন, যা তোমরা দেখছো। তোমাদের কেউ যদি কোন বিচারের মুখোমুখি হয়, সে যেন আলাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে, যদি এমন বিষয় আবির্ভূত হয়, যার সমাধান কুরআনে নেই, তাহলে সে রসুল সল্লল্লহু

[২৯৩] ইমাম হাইসামী রহ. মাজমাউয যায়েদ-এ লিখেছেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই সিকা ও সহীহ বর্ণনাকরী। খ.১, পৃ.১৭৮। ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ূতী রহ. মিফতাহুল জান্নাহ নামক কিতাবে একে সহীহ বলেছেন। পৃ.৪০।
[২৯৪] সুনানে দারমী, খ.১, পৃ.৪৯।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়াসালা অনুযায়ী বিচার করবে। বিষয়টা যদি এমন হয়, যা কুরআনে নেই এবং রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসেও নেই, তাহলে সে সৎলোকদের ফয়সালা অনুযায়ী বিচার করবে। যদি বিষয়টা এমন হয়, যার ফয়াসালা আল্লাহর কিতাব, নবিজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার কিংবা সৎলোকদের ফয়সালায় পাওয়া যায় না, তাহলে এক্ষেত্রে সে ইজতিহাদ করবে। সে একথা বলবে না, আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। উভয়ের মাঝে সন্দেহপূর্ণ বিষয়। সুতরাং সন্দেহপূর্ণ বিষয়কে পরিত্যাগ করো এবং সন্দেহহীন বিষয়গুলো গ্রহণ করো। ইমাম নাসায়ী রহ.বলেন, এই হাদিসের সনদ জায়্যেদ স্তরের।[২৯৫]

অত:পর, নিজ সনদে হজরত উমর রা. এর চিঠি উল্লেখ করেন। হজরত উমর রা. এটি কাজি শুরাইহ এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। উক্ত পত্রে একই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিখ্যাত সিকা রাবি ও হাদিসের ইমাম, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র হিসেবে ইমাম আবু ইউসুফ এর সঙ্গী ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, হাফস ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা তাহাজ্জুদের জন্য রাতে কষ্ট করে। কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ হলো বুযুর্গদের বিশেষ চিহ্ন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তাঁর সম্পর্কে অন্যত্র বলেন, হাফস আল্লাহ তায়ালাকে চেয়েছেন, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তৌফিক দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাহাজ্জুদ আদায়ের তৌফিক দান করেছেন।[২৯৬]

ইমাম মালেক রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র আব্দুল ওহাব বিন আব্দুল হাকাম আল-ওররাক সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, সে একজন নেককার লোক, তাঁর মতো লোকদেরকে সত্য ও সঠিক বিষয়ের তৌফিক প্রদান করা হয়।

আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মূল বর্ণনাটি তাঁর আল-ওরা কিতাবে দেখেছি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মৃত্যুশয্যায় ফাতাহ ইবনে আবুল ফাতাহ তাঁকে বললেন, আপনি আল্লাহর নিকট দুয়া করুন, যেন আলাহ তায়ালা আপনার যোগ্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পরে আমরা কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি বললেন, আব্দুল ওহাব আল-ওররাককে জিজ্ঞাসা করো। উপস্থিত কেউ তাঁকে

[২৯৫] আস-সুনাসুস সুগরা, খ.৮, পৃ.২৩০।
[২৯৬] আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা। খ.১, পৃ.২২২ ও ২২৩।

বললেন, সে তো বড় আলেম নয়। ইমাম আহমাদ রহ. বললেন, সে একজন বুযুর্গ লোক, তাঁর মতো লোকদেরকে সত্য ও সঠিক বিষয়ের তৌফিক প্রদান করা হয়।"[২৯৭]

বরং তারা ইলম অন্বেষণের পূর্বে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন; যেন ইবাদত, তাকওয়া, আলাহর ভয় ও দুনিয়া বিমুখতার উপর অটল থেকে ইলম অর্জন করতে পারে।

ইমাম ইবনে আবি হাতিম তাঁর তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দিল নামক কিতাবে সুফিয়ান সাউরি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ যখন ইলম অর্জনের ইচ্ছা করতো, ইলম অর্জনের পূর্বে সে বিশ বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতো।[২৯৮]

তৃতীয় সন্দেহ: মতানৈক্যের চতুর্থ কারণের উপর উত্থাপিত সর্বশেষ অভিযোগ হলো, অনেকেই বলে থাকে, যদি প্রত্যেক ইমাম হাদিসের উপর পরিপূর্ণভাবে অবগত হতেন, তাহলে তাদের কেউ কোন মাস-আলায় যয়িফ হাদিস দ্বারা দলিল দিতেন না। অথচ একই মাস-আলায় অন্য ইমামের নিকট সহিহ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যয়িফ হাদিস দ্বারা দলিল প্রদান প্রমাণ করে যে, ইমাম উক্ত সহিহ হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

উত্তর: ইমামগণের অবস্থা ও জীবনী পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হাদিস সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিলো। তবে ইমামগণ কর্তৃক একটা সহিহ হাদিস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যয়িফ হাদিসের সাহায্য নেয়া এবং তা দ্বারা দলিল প্রদানের যে অভিযোগ রয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগের মাঝে বাড়াবাড়ি ও বাস্তবতার বিপরীত উক্তি করা হয়ে থাকে। প্রকৃত সত্য অনুধাবনের জন্য নীচের ক'টি পর্যালোচনা লক্ষ করুন,

প্রথম পর্যালোচনা:

ফিকাহের কিতাবে যেসমস্ত মাসআলা উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সংশিষ্ট ইমামের, কিন্তু ফিকাহের কিতাবে দলিল হিসেবে যেসব হাদিস উল্লেখ করা হয়, সেগুলো উক্ত মাসআলা প্রমাণে সংশিষ্ট ইমামের দলিল নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত দলিলের সাথে ইমামের একাত্মতা পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমামের গৃহীত সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতা পাওয়া যায় না।

---

[২৯৭] তাযকেরাতুল হুফফায, পৃ.৫২৬। তাহযীবুত তাহযীব, খ.৬, পৃ.৪৪৮। আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবী, খ.১১, পৃ.১৯৪।

[২৯৮] তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, পৃ.৯৫। আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিলে এজাতীয় আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। পৃ.১৮৭।

সুতরাং ফিকাহের কিতাবে উল্লেখিত মাসআলা সংশিষ্ট ইমামের, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিকাহের কিতাবে উল্লেখিত দলিল হুবহু ইমামের দলিল নয়। ফিকাহের কিতাবে যে দলিল উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো মূলত: উক্ত ফকিহ ইমামের মাজহাবের অনুগামী পেয়েছেন। একারণে তিনি একে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমামের অন্য কোন দলিল থাকতে পারে। আল্লাহ পাক ভালো জানেন।

এই পর্যালোচনাটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর কারণ হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. নিজে তাঁর ফিকাহ ও দলিল সংকলন করেননি। একইভাবে ইমাম মালেক ও আহমাদ রহ. এর মাজহাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইমাম শাফেয়ি রহ.ও তাঁর আল-উম কিতাবে তাঁর সকল ফিকহি মাসআলা ও দলিল সংকলন করেননি।

উদাহরণস্বরূপ, হানাফি মাজহাবের ইমাম মারগিনানী রহ. এর হেদায়া, মালেকি মাজহাবের ইমাম ইবনে আবি যায়েদ আল-কাইরাওয়ানি রহ.এর আর-রিসালা, শাফেয়ি মাজহাবের ইমাম শিরাযী রহ. এর আল-মুয়াহাজ্জাব এবং হাম্বলি মাজহাবের ইমাম ইবনে কুদামা রহ. এর মুগনীসহ এজাতীয় কিতাবে যেসমস্ত হাদিস দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক হাদিস এমন রয়েছে যেগুলো স্বয়ং ইমামের দলিল নয়।

অনেকেই ফিকাহের কিতাবে উল্লেখিত হাদিসগুলো উল্লেখ করে বলে, "আমরা কীভাবে এমন মুজতাহিদের অনুসরণ করবো, যার কিতাবে মওজু, যয়িফ, মাওকুফ ও গাইরে মারফু হাদিস রয়েছে। এসমস্ত কিতাবে মওযু হাদিস দ্বারা দলিল দেয়া হয়েছে এবং মাকতু বর্ণনাকে মুসনাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।"

আমাদের এই পর্যালোচনার প্রমাণ হলো, ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. তাঁর মুকাদ্দামায় অষ্টম ফায়দা এর শিরোনামে লিখেছেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে হাদিসের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে এবং হাদিসের উপর আমলের যোগ্যতা রাখে অর্থাৎ ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখার পাশাপাশি যে হাদিসের ব্যাখ্যা করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে অথবা, যে ব্যক্তি ইমামের কোন মাস-আলার দলিল উল্লেখের যোগ্যতা রাখে, তার জন্য আবশ্যক হলো, মূল দলিল অনুসন্ধান করবে। যদি সে নিজে মূল দলিল অনুসন্ধান করতে না পারে, তবে অন্য কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করবে.. ।[২৯৯]

[২৯৯] আল-মুকাদ্দামা, পৃ.২৫।

এখানে, لذي مذهب به او الإحتجاج শব্দটি আমার বক্তব্যকে সুষ্টষ্টভাবে শক্তিশালী করে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তাঁর বাদাইয়ূল ফাওয়াইদ গ্রন্থের প্রথম ফায়দা উল্লেখ করেছেন, হাম্বলি মাজহাবের অনেক আলেম لا شفعة للنصراني দ্বারা দলিল দিয়েছেন। অথচ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ভালভাবে জানতেন, কোনটি দলিল হওয়ার যোগ্য। কেননা, তাহকীক দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এটি কোন তাবেয়ীর বক্তব্য। অথচ ইবনে কুদামা রহ. আল-মুগনীতে ইমাম বাইহাকি রহ. এর আল-ইলাল এর সূত্রে আনাস রা. থেকে মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০০] ইমাম বাইহাকি রহ. তার সুনানে[৩০১] স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, এটা হাসান বসরী রহ. এর উক্তি।

এছাড়াও বিষয়টি ভালভাবে বোঝার জন্য আমাদের তৃতীয় পর্যালোচনাটি লক্ষ করুন।

দ্বিতীয় পর্যালোচনা:

ফকিহ কখনও দলিল উল্লেখ করে থাকে এবং এটি সংশিষ্ট ইমামেরও দলিল। তবে উক্ত ফকিহ হাদীসটাকে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের সঙ্কলিত কিতাব থেকে উদ্ধৃত করে থাকেন। আর পরবর্তী মুহাদ্দিসরা মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে অনেক পরবর্তী যুগের হয়ে থাকে। যেমন, সুনানে আরবায়া তথা, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজা সহ অন্যান্য মুসনাদ ও মু'জাম গ্রন্থগুলো। অনেকেই পরবর্তীতে সঙ্কলিত এই মুহাদ্দিসগণের কিতাবে বর্ণিত সনদের আলোকে উক্ত হাদিস মওযু বা যয়িফ হওয়ার ফয়সালা করে দেয়। ফলে হাদিসটি দলিলযোগ্য থাকে না। অথচ সংশিষ্ট ইমাম উক্ত হাদিসকে নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন, যা সহিহ হওয়ার পাশাপাশি দলিলযোগ্য। সুতরাং যারা প্রচলিত হাদিসের কিতাবের সনদ অনুযায়ী হাদিস বিশ্লেষণ করেছে, সে উক্ত হাদিসকে দলিলের অযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। একারণে সে ইমামগণের ব্যাপারে অমূলক উক্তি ও সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার অভ্যন্তরের কলুষতাকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করে ইমামগণের নিন্দা করে। কিন্তু যারা মাজহাবের ইমামগণের কিতাবে উক্ত হাদিসকে অনুসন্ধান করেছেন তারা হাদীসটাকে সহিহ ও দলিল যোগ্য পেয়েছেন। সুতরাং তারা বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং ইমামগণকে সঠিক পথপ্রাপ্ত ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

আমি এ বিষয়ের একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি,

---

[৩০০] আল-মুগনী, খ.৫, পৃ.৫৫১।
[৩০১] সুনানে বাইহাকী, খ.৬, পৃ.১০৯।

ইমাম মারগিনানী রহ. হেদায়াতে নীচের হাদিসটি মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

إدروا الحدود بالشبهات

অর্থাৎ সন্দেহের কারণে দন্ডবিধি বাতিল করো।[৩০২]

ইমাম যায়লায়ী রহ. হাদীসটাকে নাসবুর রায়াতে মাউকুফ হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি একে হজরত উমর রা, হজরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. ইবনে মাসউদ রা. ও হজরত উকবা ইবনে আমের রা. এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবি ফাউরা নামক একজন মাতরুক বর্ণনাকারী রয়েছে। ইমাম যায়লায়ী রহ. একে ইমাম যুহরি রহ. এর বক্তব্য হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য শরিয়তের দলিল হতে পারে না।

ইবনে হাযাম রহ. উক্ত হাদিসকে মারফু সূত্রে না পাওয়ার কারণে আল-মুহাল্লাতে উক্ত বর্ণনা এবং যেসমস্ত ফকিহ এর দ্বারা দলিল পেশ করেছে তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ফকিহদের সম্পর্কে অমূলক উক্তি করেছেন।

আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম রহ. ইবনে হাযাম রহ. এর উক্ত বক্তব্য খন্ডন করেছেন। উক্ত বর্ণনার সমার্থ বোখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সুনিশ্চিতভাবে সেটাই প্রমাণিত, যা ফকিহগণ গ্রহণ করেছেন। কেননা, হজরত মায়েজ রা. যিনার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদানের পর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, لعلك غمزت، لعلك لمست، لعلك قبلت অর্থাৎ সম্ভবত তুমি তাকে চুম্বন করেছো, হয়তো তাকে স্পর্শ করেছো কিংবা তাকে আলিঙ্গন করেছো।

তিনি যদি এই বিষয়গুলো স্বীকার করে নিতেন, তবে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হতো। নতুবা যিনার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ আছে কি না, সেটা প্রমাণ করা ছাড়া এগুলো জিজ্ঞাসা করার অন্য কোন অর্থ নেই।

[৩০২] হেদায়া, খ.৪, পৃ.১৩৯।

অবশেষে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে যিনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শব্দ هل نكتة দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে সহবাস উদ্দেশ্য নিলেন, তখনও তিনি স্বীকার করলেন। অত:পর, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর হদ বা যিনার দন্ডবিধি কার্যকর করেন। কারও ঋণের ব্যাপারে এ প্রশ্ন করা হয় না যে, সম্ভবত এটা আমানত বা রক্ষিত সম্পদ ছিলো, অথবা হয়তো সম্পদ হারিয়ে গেছে? সুতরাং এই আলোচনার সার মর্ম হলো ফকিহগণের উল্লেখিত বক্তব্যটি সুনিশ্চিতভাবে শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এর তাহকীকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। সুতরাং এই আলোচনার দাবি হলো, উক্ত হাদিসটি বিশুদ্ধ মারফু সূত্রে প্রমাণিত হওয়া। সন্দেহের কারণে হদকে বাতিল করো, এই হাদিসটি ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর মুসানদে উল্লেখ করেছেন। এটি কিতাবুল হদ এর চতুর্থ হাদিস। উক্ত হাদিসের সনদ হলো, হজরত মিকসাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إدرؤوا الحدود بالشبهات

সন্দেহের কারণে হদ বাতিল করো।[৩০৩]

উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী ইমাম মিকসাম রহ. একজন সিকা রাবি। তাকে সিকা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মিশরের বিখ্যাত ইমাম আহমাদ ইবনে সালেহ আল-মিসরী, ইমাম ইজলী রহ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ও ইমাম দারে কুতনী। এই হাদিসের উল্লেখিত সনদ ছাড়া অন্য কোন মারফু সনদ নেই।[৩০৪]

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইমামগণের নিজস্ব সনদ রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমামগণের ফিকহি মাস-আলার দলিল তাদের হাদিসের কিতাবে অনুসন্ধান করা জরুরি। যদি তাদের কিতাব থেকে উক্ত মাস-আলার দলিল গ্রহণ সম্ভব না হয়, তবে আমরা অন্যান্য ইমামের হাদিসের কিতাব থেকে তার দলিল গ্রহণ করবো। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, কখনও বলা যাবে না যে

[৩০৩] মুসনাদে আবি হানিফা, পৃ.৩২, তানসিকুন নিজাম শরহু মুসনাদিল ইমাম, পৃ.১৫৭।

[৩০৪] ইমাম জালালুদ্দিন মাহাল্লী রহ. এর সূক্ষ্মদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, তিনি জমউল জাওয়ামে এর ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীসকে মুসনাদে আবি হানিফা এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অন্য কোন কিতাবের তাখরীজাত উল্লেখ করেননি। দেখুন, জমউল জাওয়ামে এর ব্যাখ্যা, খ.২, পৃ.১৬০।

ইমামদের জন্য পরবর্তীতে সঙ্কলিত হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া জরুরি। এছাড়া পরবর্তীতে সঙ্কলিত হাদিসের কিতাব দ্বারা উক্ত ইমামের মাযহাবকে দুর্বল প্রমাণের উপলক্ষ্য বানানো যাবে না।

বিখ্যাত উসুলবিদ, ফকিহ ও হাফেজে হাদিস ইমাম কাসেম ইবনে কুতলুবাগা রহ. এর তাঁর মুনয়াতুল আলমায়ী ফিমা ফাতা মিন তাখরীজিল হিদায়া লিজ জায়লায়ী কিতাবে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেখান থেকে এই পর্যালোচনাটি আমি গ্রহণ করেছি। কেননা তিনি নাসবুর রায়া এর ছুটে যাওয়া অধিকাংশ বিষয় হানাফি মাজহাবের মৌলিক উৎস তথা হানাফি মাজহাবের হাদিস ও ফিকাহ এর কিতাব থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. রফউল মালামে লিখেছেন,

الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية

হাদিসের কিতাব সমূহ সংকলনের পূর্বে যারা ছিলেন, তারা পরবর্তীদের তুলনায় রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা অসংখ্য হাদিস এমন রয়েছে যে, সেটি তাদের নিকট বিশুদ্ধ ও সহিহ সূত্রে পৌঁছেছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের নিকট অস্পষ্ট, অজ্ঞাত কিংবা বিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে। অথবা হয়তো হাদিসটি আমাদের নিকট একেবারে পৌঁছেনি। সুতরাং তাদের কিতাব ছিল, তাদের অন্তর, যাতে সংকলিত হাদিসের কিতাবের তুলনায় বহুগুণ বেশি হাদিস সংরক্ষিত ছিল। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার ব্যাপারে কেউই সন্দেহ পোষণ করবে না"[৩০৫]

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন,

"যারা বলে থাকে রক্ত, বমি কিংবা উচ্চস্বরে হাসি দ্বারা ওজু ভাঙ্গার ব্যাপারে কোন সহিহ হাদিস নেই, যদি তাদের কথা মেনে নেওয়া হয়, তবুও মূল বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা, কোন হাদিস দলিল হওয়ার জন্য সহিহ হওয়া আবশ্যক নয়, বরং হাসান হওয়া যথেষ্ট। বিষয়টি তাদের বক্তব্য দ্বারাই প্রমণিত। কিন্তু মুজতাহিদ হাদিস সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ রাখেন। যদি তাঁর দৃষ্টিতে হাদিস সহিহ হওয়ার দিক প্রাধান্য পায়, তবে তার

[৩০৫] রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৮

নিকট হাদিসটি সহিহ। কেননা, হাদিস সহিহ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধের কারণে মৌলিকভাবে হাদিস সহিহ হবে না এমন কোন মূলনীতি নেই। সুতরাং এই মতবিরোধ সহিহ হওয়া ও একটা দিক প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখে না।"[৩০৬]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. আরও বলেছেন,

"একজন মুজতাহিদ কোন একটি শর্ত গ্রহণ ও বর্জনের এবং কোন রাবির বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের ইজতেহাদের উপর নির্ভর করবে"[৩০৭]

তৃতীয় পর্যালোচনা:

কোন কোন ক্ষেত্রে ফকিহ ইমামগণের মাস-আলার দলিলটি প্রকৃত পক্ষে একটা যয়িফ হাদিস হতে পারে। উক্ত হাদিসটি উক্ত ইমামের সনদ অনুযায়ী যয়িফ হোক, কিংবা অন্যান্য মুহাদ্দিসের সনদ অনুযায়ী যয়িফ হোক। কিন্তু এক্ষেত্রে কুরআন বা সুন্নাহ অথবা উভয়টির এমন কিছু নির্দেশনা রয়েছে, যা উক্ত যয়িফ হাদিসকে শক্তিশালী করে থাকে।

এই পর্যালোচনাটি ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য থেকে গৃহীত। সন্দেহের কারণে হদ বাতিল করো বিষয়ক হাদিস যয়িফ হওয়া সত্ত্বেও তা শক্তিশালী করার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা থেকেই আমাদের এই পর্যালোচনা। এ বিষয়ের আরেকটি উদাহরণ হলো,

তালাক শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে প্রযোজ্য, এ বিষয়টা প্রমাণের জন্য ফকিহগণ ইবনে আব্বাস রা. এর একটি মারফু হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

"অর্থাৎ মহিলার সাথে যে সহবাসের অধিকার রাখে তার পক্ষ থেকে তালাক প্রযোজ্য"

হাদিসটি ইমাম ইবনে মাজা রহ. ইবনে লাহিআর সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে লাহিআ যয়িফ ও মুখতালিত রাবি। উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে মাজা রহ. ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন, তবে প্রত্যেক সনদে অভিযুক্ত রাবি রয়েছে। এবিষয়ে কাজি শাওকানি

[৩০৬] ফাতহুল ক্বাদীর, খ.১, পৃ.২৭।
[৩০৭] ফাতহুল ক্বাদীর, খ.১, পৃ.৩১৮।

নাইলুল আওতারে সর্বশেষ যে মন্তব্য করেছেন, طرقه يقوي بعضها بعضا অর্থাৎ হাদিসের বিভিন্ন সনদ একটা আরেকটাকে শক্তিশালী করেছে। সুতরাং যারা উক্ত হাদিসকে হাসান বলেছেন, তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন। এরপরও যদি আমরা উক্ত হাদিসকে যয়িফ ধরে নেই, তবুও এই মাস-আলার ব্যাপারে সমালোচনা করা উচিত হবে না। কেননা, উক্ত হাদিসের সমর্থনে কুরআনের আয়াত রয়েছে, যা হাদিসকে শক্তিশালী করেছে। পবিত্র কুরআনে তালাক পুরুষের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, মহিলার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...

হে নবি, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন।[৩০৮]

অন্য আয়াতে রয়েছে,

و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অত:পর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভুতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়।[৩০৯]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

[৩০৮] সূরা ত্বলাক, আয়াত নং ১।
[৩০৯] সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৩১।

و المطلقات يتربصن بأنفسهن...

আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচেছ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।[৩১০]

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এই বিষয়টির উপর সতর্ক করে যাদুল মায়াদে লিখেছেন,

و حديث إبن عباس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده ، و عليه عمل الناس

"ইবনে আব্বাস রা. এর উপর্যুক্ত হাদিসের সনদটি যদিও অভিযুক্ত তবে কুরআন উক্ত হাদিসকে শক্তিশালী করেছে এবং এর উপরই সর্ব-সাধারণের আমল রয়েছে।"[৩১১]

দ্বিতীয় উদাহরণ:

ফকিহগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে মাথা ঢেকে রাখাকে মোস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। এবিষয়ে একটি হাদিস রয়েছে,

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دخل المرفق لبس حذاءه و غطي رأسه

অর্থাৎ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তাঁর জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা ঢেকে রাখতেন।

এটি ইবনে সায়াদ রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের শব্দ। জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. আল-জামিউস সগীরে[৩১২] ইবনে সায়াদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। হাদিসটি আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ হাবিব

---

[৩১০] সূরা বাকারা, আয়াত নং ২২৮।
[৩১১] যাদুল মায়াদ, খ.৫, পৃ.২৭৯।
[৩১২] আল-জামিউস সগীর, খ.৫,পৃ.১২৮।

ইবনে সালেহ থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছে। আল-জামিউস সগীর এর ব্যাখ্যাতা আলামা মুনাবী রহ. বলেন, ইমাম যাহাবি রহ. বলেছেন, আবু বকর দুর্বল রাবি... । ইমাম বাইহাকি[৩১৩] হাবীব ইবনে সালেহ থেকে উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকি রহ. এর সনদেও আবু বকর রাবি রয়েছে। সুতরাং এই বর্ণনাগুলো সহিহ নয়।

কিন্তু ইমাম বোখারি রহ. কিতাবুল মাগাযীতে আবু রাফে ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার পরিচ্ছেদে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, "তিনি অগ্রসর হয়ে কেল্লার ফটকের নিকটবর্তী হলেন, অত:পর, তিনি তার কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দিলেন, কেমন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করছেন।" এখানে কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকার যেই বর্ণনা এসেছে নীচের হাদিস দ্বারা মূলত: এটিই উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, আমি মাথা ঢেকে নিলাম যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করছি।

এই বর্ণনাগুলো দ্বারা স্পষ্ট, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার সময় মাথা ঢাকার বিষয়টি তাদের নিকট একটি পরিচিত বিষয় ছিলো।

তাদরীবুর রাবীতে রয়েছে, ইমাম আবুল হাসান ইবনুল হাসসার তাকরীবুল মাদারিক আলা মুয়াত্তায়ে মালেক-এ লিখেছেন, কখনও হাদিসের সনদে কোন মিথ্যুক বর্ণনাকারী না থাকলে কুরআনের কোন আয়াত কিংবা শরিয়তের বিশেষ উসুল বা মূলনীতির আলোকে হাদিসটির বিশুদ্ধতা নির্ণয় করে থাকেন এবং হাদিসকে গ্রহণযোগ্য ও আমল উপযোগী হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।"[৩১৪]

সুতরাং এই পদ্ধতিতে হাদিস বিশ্লেষণের দ্বারা হাদিস হুজ্জত বা দলিল হয় এবং এর বিপরীত আমল করা বৈধ থাকে না।

এবিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা রয়েছে। বিষয়টা একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

ইমাম মুসলিম রহ. এর আল-ইন্তেফা বিউহুবিস সিবা নামক একটি কিতাব রয়েছে। ইমাম বাইহাকি রহ. উক্ত কিতাব থেকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর হুকুম ও দলিল প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম মুসলিম রহ. এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকি রহ. বয়ানু খাতায়ি মান আখতায়া আলাশ শাফেয়ি গ্রন্থে লিখেছেন, "ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর কিতাবে দলিল

[৩১৩] বাইহাকী শরীফ, খ.১, পৃ.৯৬।
[৩১৪] তাদরীবুর রাবী, পৃ.২৫।

হিসেবে যে হাদিস উল্লেখ করেছেন সেগুলো মূলত: মাস-আলার মূল ভিত্তি ছিলো না। বরং অধিকাংশ মাসআলা তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতেন। এবং কিয়াসের দ্বারাও দলিল দিতেন। কেননা, তিনি ক্বিয়াসকেও শরিয়তের দলিল মনে করতেন। অত:পর, তিনি হাদিস উল্লেখ করতেন, হাদিস শক্তিশালী হোক কিংবা দুর্বল। শক্তিশালী হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি সেগুলো দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। আর দুর্বল হাদিসের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী শব্দ ব্যবহার করতেন। এসমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর মূল দলিল কুরআন-সুন্নাহ ও কিয়াস।"[৩১৫]

এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর কিতাবে দলিল প্রদানের পদ্ধতি হলো, তিনি কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে আহরিত দলিল দ্বারা মাসআলাকে শক্তিশালী করতেন এবং যে বিষয়গুলো সরাসরি কুরআন ও হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত সেগুলো দলিল হিসেবে উল্লেখ করতেন। দলিল শক্তিশালী হোক কিংবা দুর্বল। তবে দুর্বল দলিলের ক্ষেত্রে তিনি দলিলের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে থাকেন। যেই দলিলটি শক্তিশালী ও উত্তম সেটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। ইমাম মুসলিম রহ. উক্ত বক্তব্যের পরে ইমাম বাইহাকি রহ. লিখেছেন,

"মুখতাসার গ্রন্থের কিছু অধ্যায়ে ইমাম মুযানি রহ. পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন। কেননা, সেখানে এমন কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর গৃহীত পদ্ধতির বিপরীত। ইমাম শাফেয়ি রহ. সেই আঙ্গিকে দলিল পেশ করে থাকেন, যেভাবে ইমাম মুসলিম রহ. উল্লেখ করেছেন।"

দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে কতো ব্যবধান হয়েছে, উক্ত বক্তব্য থেকে তা অনুধাবন করুন। ইমাম উত্তম দলিলটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ছাত্র অভিযুক্ত দলিলটি প্রথমে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. দলিল উল্লেখের সময় দলিলের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু ইমাম মুযানি রহ. এমনটি করেননি। সুতরাং ইমাম মুযানি রহ. দু'টি বিষয়ে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পদ্ধতির বিপরীত করেছেন অর্থাৎ ১. ত্রুটিযুক্ত ও দুর্বল দলিলটি সর্বশেষ উল্লেখ করা। ২. দলিলের ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা।

ইমাম মুযানি রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। দীর্ঘ দিনের সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও দলিল প্রদানে যদি এধরণের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, তাহলে ইমাম থেকে কয়েক শতাব্দী পরের আলেমরা যদি ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত দলিল ব্যতীত অন্য দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করে তবে

[৩১৫] বয়ানু খাতায়ি মান আখতায়া আলাশ শাফেয়ী, পৃ.২৪৩

তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পরবর্তী আলেমগণ ইমামের মাজহাব অনুযায়ী কোন দলিল পেলে সেটা ইমামের দলিল হিসেবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সহিহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও শুধু যয়িফ হাদিস উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী যারা ফিকাহের কিতাব রচনা করেছেন, তাদের কেউ কেউ কোন একটি মাস-আলার দলিল হিসেবে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্পৃক্ত করে কোন একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। অত:পর, মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদিস বিশ্লেষণ করে সেটি কোন তাবেয়ি বা তাবে-তাবেয়ি এর বক্তব্য সাব্যস্ত করলেন। ফলে অনেকেই বিভ্রান্তিতে নিপতিত হোন যে, ফিকহি বিধানটি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে এবং ফকিহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতেহাদের কোন মূল্য নেই। অথচ প্রকৃত পক্ষে উক্ত মাস-আলার খুবই শক্তিশালী দলিল রয়েছে, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উক্ত বিষয়ের একটি উদাহরণ হলো, কোন কোন ফকিহ যোহর ও আসরের নামাজ অনুচ্চ শব্দে আদায়ের পক্ষে নীচের বক্তব্য দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

صلاة النهار عجماء

দিনের নামাজ নিম্নস্বর বিশিষ্ট।

এটি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস হিসেবে প্রমাণিত নয়। বরং মুজাহিদ ও আবু উবাইদা রহ. সহ কিছু তাবেয়ীগণের উক্তি।

উক্ত হাদিসটি রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস না হওয়ার কারণে মূল মাস-আলার মাঝে কোন পরিবর্তন হবে না। সুতরাং উক্ত বক্তব্যটি হাদিস না হওয়ার কারণে কারও পক্ষে এটা বলা বৈধ হবে না যে, আমরা যোহর ও আসরের নামাজে উচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ করবো। কেননা, উক্ত বিধানটি বোখারি শরীফে বর্ণিত হজরত খাব্বাব রা. এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হজরত খাব্বাব রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো,

هل كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأء في الظهر و العصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: بإضطراب لحيته

অর্থাৎ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যোহর ও আসরে কিরাত পাঠ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, আপনারা কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাঁড়ি নড়া-চড়ার দ্বারা।

মুসলিম শরীফে হজরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা অনুমাণ করেছি, রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যোহর ও আসরের নামাজের প্রথম দু'রাকাতে সূরা আলিফ লাম মিম সিজদা এর সমপরিমাণ দন্ডায়মান থাকতেন এবং পরবর্তী দু'রাকাতে এর অর্ধেক পরিমাণ দন্ডায়মান থাকতেন।

হাদিস দু'টি সহিহ বোখারি ও মুসলিম শরীফে রয়েছে এবং হাদিসের পাশাপাশি মুসলমানদের ধারাবাহিক আমল রয়েছে, যার উপর কেউ কখনও অভিযোগ করেনি। যোহর ও আসরে নিম্নস্বরে কিরাত পাঠের বিষয়টি বিশুদ্ধ ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কোন মাকতু হাদিসের উপর ভিত্তি করে এই বিধান প্রদান করা হয়নি। উক্ত বক্তব্যটি কোন কোন তাবেয়ীর উক্তি। এটি অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। সেটা দলিল হিসেবে গ্রহণ করাও আবশ্যক নয়। যারা এমন হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে যা মৌলিকভাবে দুর্বল কিন্তু অন্যান্য দলিলের আলোকে শক্তিশালী হয়েছে, এধরণের হাদিসের শব্দকে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্পৃক্ত করা আমরা বৈধ মনে করি না। তবে যারা এগুলো উল্লেখ করেছেন, তারা মূলত: উক্ত হাদিসটি এই বিধানকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করার জন্য হাদিসটি উল্লেখ করে থাকেন। এই আলোচনার সার বিষয় হলো, প্রচলিত কিছু ফিকাহের কিতাবে যেসমস্ত যয়িফ হাদিস পরিলক্ষিত হয়, যার কিছু হয়তো স্বয়ং ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত দলিল এবং অধিকাংশ উক্ত কিতাবের রচয়িতার দলিল। দলিল হিসেবে উল্লেখিত হাদিসটি দুর্বল হওয়ার কারণে মূল মাসআলাটি দুর্বল হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উক্ত হাদিসের স্বপক্ষে শক্তিশালী আয়াত ও হাদিস থাকে।

চতুর্থ পর্যালোচনা:

কখনও কোন হাদিস মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস সকলের নিকট যয়িফ হয়ে থাকে এবং হাদিসের অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য এর সমর্থনে অন্য কোন দলিলও না থাকে, তখন প্রশ্ন দেখা দেয়, এক্ষেত্রে কীভাবে দলিল পেশ করা হবে?

এর উত্তর হলো, নিজের মাজহাবের স্বপক্ষে ইমাম তখনই কেবল যয়িফ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে যখন এবিষয়ে উক্ত যয়িফ হাদিস ছাড়া অন্য কোন সহিহ হাদিস না থাকে। বিষয়টি মতানৈক্যের প্রথম কারণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। স্বভাবত একটি যয়িফ হাদিস কিয়াস থেকে উত্তম।

সার সংক্ষেপ

ভূমিকা: রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহের আলোকে ইলম শিক্ষার প্রতি ইমামগণের গুরুত্বারোপ, ইমামগণের ফিকাহ ও ইজতেহাদের মূল ভিত্তি হিসেবে সুন্নাহকে গ্রহণ, হাদিস অন্বেষণের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা সহ নিজস্ব মতামত থেকে দূরে থাকা। মূলত: রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহের ছায়াতলে উম্মতের সকল ফেতনা থেকে মুক্তি রয়েছে। সুন্নাহের ছায়াতলে সর্বপ্রকার ধ্বংস থেকে মুক্তির পথ রয়েছে।

মতানৈক্যের প্রথম কারণ: হাদিস কখন আমলযোগ্য হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবিষয়ে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছি, যা স্বরণ রাখা কর্তব্য।

ক. হাদিস সহিহ হওয়ার কিছু শর্তের মাঝে মতবিরোধ। এক্ষেত্রে হাদিস সহিহ হওয়ার কিছু শর্তের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই মতবিরোধের কারণে কিছু ফিকহি মাস-আলার ক্ষেত্রেও যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে।

খ. হাদিসের উপর আমল করার জন্য হাদিস সহিহ হওয়া কি শর্ত? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা যা আলোচনা করেছি, তার সারকথা হলো, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের বড় একটি অংশ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হাদিসের উপর আমলের জন্য সেটা সহিহ হওয়া জরুরি নয়। বরং তারা যয়িফ হাদিসের উপরও আমলের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, উক্ত বিষয়ে যয়িফ হাদিস ব্যতীত অন্য কোন হাদিস বিদ্যমান না থাকা। মুহাদ্দিসগণ ক্বিয়াসের উপর আমলের তুলনায় যয়িফ হাদিসের উপর আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসের শব্দ সংরক্ষণ। (অর্থাৎ রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হুবহু শব্দে কিংবা সমার্থক শব্দে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন)

বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য আমরা একটা উদাহরণ উল্লেখ করেছি। উক্ত উদাহরণে একই বর্ণনার একই শব্দে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ وما فاتكم فاقضوا ও وما فاتكم فأتموا

একারণে ইমাম আবু হানিফা রহ. সমার্থবোধক শব্দে হাদিস বর্ণনাকারীর জন্য আরবি ভাষার উপর দক্ষতার সাথে সাথে ফকিহ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ শুধু আরবি ভাষার উপর দক্ষতার শর্তারোপ করেছেন।

ঘ. আরবি ভাষা অনুযায়ী হাদিসের শব্দ সংরক্ষণ করা।

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী হাদিসের শব্দ সংরক্ষণের উপর আমরা একটা উদাহরণ উল্লেখ করেছি, যেখানে শব্দের তারতম্যের কারণে ফকিহগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। কোন ছাগল শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই করার পর যদি তার পেটে কোন বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে তা খাওয়া বৈধ হবে কি না, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এই মতানৈক্য ক'টি কারণে সৃষ্টি হয়েছে। ذكاة الجنين ذكاة أمه এই হাদিসের যাকাত শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে রফা হবে নাকি উভয় জায়গায় নসব হবে? কিংবা প্রথমটি রফা ও দ্বিতীয়টি নসব হবে?

প্রথম কারণ সম্পর্কে আলোচনা শেষে দু'টি সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যথা,

ক. إذا صح الحديث فهو مذهبي (হাদিস সহিহ হলে সেটিই আমার মাজহাব।)

খ. হাদিসের উপর আমলের জন্য হাদিস সহিহ হওয়া যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাদিস সহিহ হলে সেটি আমার মাজহাব এর দ্বারা ইমামগণের উদ্দেশ্য হলো, হাদিসটি যখন আমল যোগ্য হবে এবং পরস্পর বিরোধী দলিল থেকে মুক্ত হবে তখন সেটি আমার মাজহাব হবে। আর এ বক্তব্য দ্বারা ইমামগণ তাদের সম-পর্যায়ের ইমামদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। পূর্বের কিছু আলেম এই বক্তব্যের বাহ্যিকভাবে আমল করতে গিয়ে ভুলের শিকার হয়েছেন। অথবা হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য স্ববিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একইভাবে আমি হাদিস সহিহ হলে তা আমলের জন্য যথেষ্ট এই বক্তব্য প্রদানকারীর ভুল ধারণার উপর আলোচনা করেছি। এই বক্তব্যের পরিণতি ও উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিণতি এক। একারণে প্রথম বিষয়ের উত্তর দ্বিতীয়টির জন্য যথেষ্ট।

অত:পর, আমি কিছু লোকের একটি ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করেছি, যারা বলে থাকে, আমরা শুধু রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের ব্যাপারে আদিষ্ট, অন্য কারও অনুসরণ আমাদেও জন্য আবশ্যক নয়। আমি আলোচনা করে প্রমাণ করেছি, মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতেহাদের ক্ষেত্রে পুংখানুপুংখভাবে রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেছেন।

বিভিন্ন দলিলের মাঝে প্রাধান্য দানে অক্ষম ব্যক্তির জন্য দলিল স্পষ্ট হওয়ার দাবি করে এক মাজহাব ছেড়ে অন্য মাজহাবের দিকে স্থানান্তরের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ:

অত:পর, আমরা ইমামগণের মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ হাদিসের উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য। এই মতানৈক্য মূলত: দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ক. জন্মগত ও অনুশীলনমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে বুঝশক্তির তারতম্য।

এবিষয়ের উপর বিভিন্ন দলিল ও উদাহরণ উল্লেখ করেছি। যেমন, ইমাম আ'মাশের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ঘটনা, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর সঙ্গে ইসা ইবনে আবান রহ. এর ঘটনা, ইমাম আহমাদ রহ. এর সঙ্গে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর আলোচনা।

এরপর, আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করেছি। বিষয়টি হলো, ফিকহও দীনের অন্ত র্ভূক্ত। কেননা কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যাই হলো ফিকাহ। ফিকাহকে যদি দীনের বাইরের বিষয় মনে করা হয়, তবে কুরআন ও সুন্নাহের বুঝকে বাতিল সাব্যস্ত করা হবে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝশূন্য একটি পাঠ্য বিষয়ে পরিণত হবে।

সাথে সাথে আমি একটি মারাত্মক ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি। অনেকেই নিজের বুঝকে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে সম্পৃক্ত করে ফিকহুস সুন্নাহ ওয়াল কিতাব বা ফিকহুস সুন্নাহ নামে মানুষের সামনে পেশ করছে। এক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের ফিকাহকে পরিত্যাগ করে নিজেদের ফিকাহকে কুরআন ও সুন্নাহের ফিকাহ বলে প্রচার করছে। এদের নিকট উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকাহ ইমাম আবু হানিফার দিকে সম্পৃক্ত। কুরআন ও সুন্নাহের দিকে সম্পৃক্ত নয়। অথচ এদের ফিকাহ নিজেদের ফিকাহকে তারা কুরআন ও সুন্নাহের দিকে সম্পৃক্ত করেছে।

মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ: বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের মাঝে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য। পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের মাঝে সমন্বয়ের ক'টি পদ্ধতি রয়েছে।

বিরোধ নিরসন করে উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা। এটি সম্ভব না হলে যে কোন একটাকে রহিত সাব্যস্ত করা। যদি রহিত প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোন একটাকে প্রাধান্য দেয়া।

আমরা পূর্বে দেখেছি, যে কোন একটি রহিত হওয়ার দাবি করা মোটেও সহজ নয়। বরং এর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পরিচয়ক রয়েছে। সুতরাং এটি একটি কঠিন বিষয়। পূর্বে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদিসের মাঝে সমন্বয় সাধন কতো কঠিন, তা আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুঝশক্তি এবং কুরআন ও সুন্নাহের উপর অগাধ পান্ডিত্য প্রয়োজন। পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। হাফেজ ইরাকী রহ. সমন্বয় সাধরণের একশ দশটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি সমন্বয় সাধনের আরও অনেক পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ: হাদিস সম্পর্কে ব্যাপক অবগতির মাঝে তারতম্যের কারণে ইমামগণের মতানৈক্য।

প্রথম বাস্তবতা: ইমামগণ হাদিসের উপর গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ব্যাপকভাবে হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তবে তাদের কারও পক্ষে সমস্ত হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বাস্তবতা: আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর হাদিসের উপর ব্যাপক অবগতি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবিষয়ে বিভিন্ন উক্তি ও ঘটনা উল্লেখ করেছি, যা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর হাদিস শাস্ত্রে অঘাধ পান্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন, কালীলুল আদা অর্থাৎ মানুষের নিকট অল্প হাদিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি কাসীরুত তাহাম্মুল তথা ব্যাপকভাবে হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সেগুলো মুখস্থ রেখেছেন।

তৃতীয় বাস্তবতা: কিছু কিছু ইমামের নিকট হাদিস পেশ করার কারণে তাদের পূর্ববর্তী মতামত ও ফতোয়া থেকে প্রত্যাবর্তন। তারা উক্ত হাদিস সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে এমনটি হয়েছে।

অত:পর, চতুর্থ কারণটিকে সর্বশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখের ব্যাপারে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তার উত্তর প্রদান করেছি। এটি সর্বশেষ উল্লেখ করা যুক্তিসংগত ও বাস্তবসম্মত তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থ কারণ সম্পর্কে সৃষ্ট তিনটি ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবং এগুলোর উত্তর প্রদান করেছি।

ক. তাদের ধারণা হলো, ইমামগণ কিছু কিছু হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সুতরাং অন্য একটি মাস-আলার হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এই সম্ভাবনা থেকে যায়। এভাবে সকল মাস-আলার ক্ষেত্রে তাদের অবগত না থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের জন্য নিজেরাই দলিল দেখে আমল করা কর্তব্য।

আমি এ বিষয়ে উত্তর দিয়েছি, প্রত্যেক ইমামের ছাত্ররা তাদের ছুটে যাওয়া হাদিসগুলো সংকলন করেছেন এবং সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিরল দু'একটি মাস-আলার হাদিস সম্পর্কে অবগত না হওয়ার বিষয়কে সকল মাস-আলার হাদিস সম্পর্কে অবগত না হওয়ার উপর প্রয়োগ করা শরিয়তের মূলনীতি ও সাধারণ বিবেক বহির্ভূত একটি বিষয়।

খ. কেউ কেউ ধারণা করেছে, বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক হাদিসের কিতাব সহজ লভ্য। সুতরাং আমাদের পক্ষে নতুন একটি ফিকহি মাজহাব প্রতিষ্ঠা করা কিংবা সকল মাজহাবের শক্তিশালী দলিল গ্রহণ করে একটা মাজহাব তৈরি করা সম্ভব।

এর উত্তর হলো, বর্তমানে হাদিসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান হাদিসের সংখ্যা ইমামগণ যে পরিমাণ হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিংবা তাদের কিতাবে যে পরিমাণ হাদিস উল্লেখ করেছেন তার তুলনায় খুবই কম। সাথে সাথে এসমস্ত কিতাবের সনদ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। অথচ এই বিষয়ের গ্রন্থগুলো খুবই অপ্রতুল এবং এগুলো সহজ লভ্য নয়।

ইমামগণের মতানৈক্যে নিরসনে অধিক পরিমাণ হাদিস বিদ্যমান থাকাটা মূল বিষয় নয় বরং এক্ষেত্রে মতানৈক্য সৃষ্টির আরও অনেক কারণ রয়েছে। যার কিছু কিছু আমি আলোচনা করেছি এবং কিছু আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে।

একজন মুজতাহিদের জন্য শুধু হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়া-ই যথেষ্ট নয় বরং তাঁর জন্য আরও অনেক শর্ত রয়েছে। মুজতাহিদ শর্তগুলো থাকার পাশাপাশি নেক আমল, তাকওয়া ও ইবাদতে মগ্ন থাকা আবশ্যক। আমি এবিষয়ের উপর রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস থেকে প্রমাণ পেশ করেছি।

সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেউ কেউ প্রচলিত ফিকাহের কিতাবে কিছু কিছু যয়িফ ও জাল হাদিস থাকার বিষয়ে অভিযোগ করেছে। তারা ধারণা করেছে, এগুলোই মাজহাবের ইমামের দলিল। সুতরাং এজাতীয় যয়িফ ও জাল হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করলে তাঁকে কীভাবে ইমাম হিসেবে

অনুসরণ করা হবে? যখন দলিল দুর্বল তখন তার উপর ভিত্তি করে গৃহীত বিধানটিও দুর্বল সাব্যস্ত হবে।

এপ্রশ্নের উত্তর আমি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নীচের চারটি বিষয়ের উপর মূল আলোচনা পেশ করেছি।

১.ফিকাহের কিতাবে উল্লেখিত দলিলের কিছু দলিল স্বয়ং ইমামের এবং কিছু দলিল উক্ত কিতাবের লেখকের।

২. হাদিসগুলো অন্য মুহাদ্দিসের সনদ অনুযায়ী দুর্বল হতে পারে। কিন্তু স্বয়ং ইমামের সনদে হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদিসটি অন্য মুহাদ্দিসের সনদ অনুযায়ী দুর্বল কিন্তু ইমামের সনদ অনুযায়ী সহিহ। মুজতাহিদ ইমামগণের নিজস্ব হাদিসের সনদ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমি নীচের হাদিসটি উল্লেখ করেছি,

إدروا الحدود بالشبهات

৩.কখনও ফকিহ কোন একটি হাদিসের দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। হাদিসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও হাদিসকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক শাওয়াহিদ (আনুষঙ্গিক প্রমাণ) থাকে। ফকিহ উক্ত দুর্বল হাদিসটি স্পষ্ট প্রমাণ হওয়ার কারণে গ্রহণ করে থাকেন। এ বিষয়ের উপর আমি দু'টো উদাহরণ উল্লেখ করেছি।

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

صلاة النهار عجماء

৪.কখনও হাদিসটি বাস্তবেই যয়িফ হয় এবং হাদিসকে শক্তিশালী করার কোন পদ্ধতি অবশিষ্ট না থাকে, তবুও সংশিষ্ট ইমাম উক্ত যয়িফ হাদিস দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। কেননা এ বিষয়ে যয়িফ হাদিস ব্যতীত অন্য কোন হাদিস পাওয়া যায় না। ক্বিয়াসের তুলনায় যয়িফ হাদিসের উপর আমলকে অগ্রগণ্য মনে করার কারণে ইমাম এ ধরনের হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এখানেই সমাপ্ত হলো।

أسأل الله المولي عز وجل أن يجعل فيه الرشاد و السداد و يعظم لي به الأجر و الثواب بفضله و منه ، أنه ولي كل خير و نعمة و صلي الله علي سيدنا و مولانا محمد و علي آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين

মুহাম্মাদ আওয়ামা
হালাব, জমইয়্যাতুত তা'লিমিশ শরয়ী,
৮ ই রবিউল আওয়াল, ১৩৯৮ হি:

সংযুক্তি

মক্কায় অবস্থিত ও.আই.সি এর ম্যাগাজিন মাজাল্লাতুল মাজমায়িল ফিকহি এর প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যায় ও.আই.সির ফিকাহ বোর্ড স্বীকৃত একটি সনদ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সনদে ইমামগণের মাঝে ফিকহি মতানৈক্য এবং কিছু মানুষের মাঝে নিন্দনীয় গোঁড়ামীর উপর আলোচনা করা হয়েছে। সনদটি ফিকাহ বোর্ডের এমন কিছু সদস্যের দ্বারা সাক্ষরিত হয়েছে, যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। উক্ত ম্যাগাজিনের ৫৯ পৃ. ও ২১৯ পৃ. ও তৎপরবর্তী আলোচনা নিম্নরূপ:

ফিকাহ বোর্ড এর ১০ম বৈঠক ১৪০৮ হি: অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ফিকহি মাজহাব সমূহের মাঝে মতানৈক্য এবং কিছু অনুসারীদের গোঁড়ামীর উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনার মূল পাঠ নিম্নরূপ,

الحمد لله وحده و الصلوة والسلام علي من لا نبي بعده، سيدنا و نبينا محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه وسلم

ইসলামি ফিকাহ বোর্ড এর দশম বৈঠক ২৪ শে সফর ১৪০৮ হি: শনিবার থেকে ২৮ শে সফর ১৪০৮ হি: বুধবার মোতাবেক ১৭ অক্টোবর ১৯৮৭ ইং থেকে ২১ শে অক্টোবর ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত মক্কায় অনুষ্ঠি হয়। এই বৈঠকে ফিকহি মাজহাব সমূহের মতানৈক্য এবং মাজহাবের কিছু অনুসারীদের সীমাতিরিক্ত গোঁড়ামীর উপর আলোচনা করা হয়। অনেক গোঁড়া অনুসারী অনেক ক্ষেত্রে অন্যের মাজহাব ও উলামায়ে কেরামের অন্যায় সমালোচনা করে থাকে।

বিভিন্ন ফিকহি মাজহাবের উৎস ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে নতুন প্রজন্মের মাঝে যেসমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে উক্ত বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে

কিছু পথভ্রষ্টকারী লোক এই কথা বলে বিভ্রান্ত করছে যে, ইসলাম একটি মাত্র ধর্মের নাম। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত মূলনীতিগুলোও এক। সুতরাং ফিকহি মতবিরোধ কেন থাকবে? কেন মুসলমানরা একই মাজহাব ও শরিয়ত বোঝার ক্ষেত্রে একটি মাত্র মতাদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয় না?

সাথে সাথে কিছু কিছু মাজহাবি গোঁড়ামী ও তা থেকে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে বর্তমানে নতুন নতুন মতাদর্শের অনুসারীদের মাঝে বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, এরা মানুষকে একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতি আহ্বান করছে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে সর্বযুগে গ্রহণযোগ্য ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহের গৃহীত মাযহাবসমূহের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। মাজহাবের ইমামগণকে অন্যায় আক্রমণ করছে। এমনকি কোন কোন ইমামকে ভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করছে। ফলে এরা সাধারণ মানুষের মাঝে মারাত্মক ফেতনা সৃষ্টি করছে।

ফেতনা সৃষ্টিকারীদের অবস্থা, কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে ইসলামি ফিকাহ বোর্ড ফেতনা সৃষ্টিকারী ও গোঁড়ামীতে লিপ্তদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নিম্বের সনদটি সাক্ষর করেছে।

إن اختلاف المذاهب الفكرية، القائم في البلاد الإسلامية نوعان :

أ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية .

ب) واختلاف في المذاهب الفقهية .

فأما الأول، وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة، جَرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة، الذي يمثل الفكر الإسلامي، النقي السليم في عهد الرسول ?وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ.«

এক. মুসলিম উম্মাহের মাঝে প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক মতপার্থক্য দু' ধরনের-

১. আক্বীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবিরোধ।
২. বিধি-বিধান তথা শাখাগত মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত মতবিরোধ।

প্রথমোক্ত বিষয় তথা আক্বীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবিরোধ মুসলিম উম্মাহের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি মহাবিপদ, যা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এটি মুসলিম উম্মাহের ঐক্য, সংহতি ও

সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে এবং মুসলিম উম্মাহকে বহুধাবিভক্ত করেছে। এটি একটি দুঃখজনক এবং যার পরনাই অনাকাঙ্খিত বিষয়। এ বিষয়ে মতবিরোধ না হওয়া আবশ্যক। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকবে, যা নববি যুগ এবং খেরাফতে-রাশেদা যুগের নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইমলামী চিন্তার প্রতিচ্ছবি। খেলাফতে রাশেদার সুন্নাহ মূলত: রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ। এ ব্যাপারে স্বয়ং রসুল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা-

"তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরার মত তা আঁকড়ে ধরো।

وأما الثاني، وهو اختلاف المذاهب الفقهية، في بعض المسائل، فله أسباب علمية، اقتضته، ولله – سبحانه – في ذلك حكمة بالغة: ومنها الرحمة بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة، وثروة فقهية تشريعية، تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما، أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شئون العبادة، أم في المعاملات، وشئون الأسرة، والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية .

দুই. দ্বিতীয় বিষয় হল, শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে ফিকহি মাজহাব সমূহের মাঝে মতপার্থক্য, যার অনেক যুক্তিগ্রাহ্য ও শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এবিষয়ে মতপার্থক্যের মাঝে আল্লাহর নিগূঢ় তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত আছে। যেমন বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং শরিয়তের উৎস থেকে বিধি-বিধান সমূহ আহরণ করার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাছাড়া এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত এবং প্রয়োগিক ফিকাহ ও আইন শাস্ত্রের মূল্যবান সম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দীন ও শরিয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রদান করেছে। ফলে সেটি নির্ধারিত একটি শরয়ী হুকুমের আওতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোন অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই বরং যে কোন সময়ে কোন ইমামের কোন মাজহাব যদি সংকীর্ণতার কারণ হয়, তবে দলিলের আলোকে অন্য ইমামের মাজহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে; তা হতে পারে, ইবাদত, মুয়ামালা, পরিবার, বিচার কিংবা অপরাধ সংক্রান্ত ।

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة، ولا تناقضاً في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي فالواقع أن هذا الاختلاف، لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية، كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء – رحمهم الله تعالى– فلا بد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأحكام، وغرض الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الوقائع، والنوازل المستجدة. وفي هذا تختلف فهوم العلماء، وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج .فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي، الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة، ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته، ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية.

অতএব, আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মাজহাবি মতপার্থক্য আমাদের দীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধীতাও নয়। এ ধরনের মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। এমন কোন জাতি পাওয়া যাবে না, যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরনের ইজতেহাদী মতপার্থক্য নেই। অতএব, বাস্তব সত্য হল, এধরণের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন শরিয়তের উৎস সমূহ (নুসুস) বিবিধ অর্থের সম্ভাবনা রাখে, অন্যদিকে সকল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা (নস) পাওয়া যায় না। কেননা শরিয়তের নির্দেশনা (নস) সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিত্য-নতুন সমস্যার কোন সীমা-রেখা নেই। অতএব, কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে হুকুমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যের আলোকে সেগুলোর সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে প্রয়াসী হতে হবে। এক্ষেত্রেই মূলত: উলামায়ে কেরামের বুঝ ও চিন্তার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং সম্ভাব্য বিষয় সমূহের কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সমাধান আসে; অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য থাকে হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। অতএব, এক্ষেত্রে যার ইজতিহাদ সঠিক হবে সে দু'টি সওয়াবের অধিকারী হবে এবং যার ইজতিহাদ ভুল হবে, সে একটি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এভাবেই শরিয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের মাধ্যম, সেটি দোষের কারণ হবে কেন? বরং এটি তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ; যা মুসলিম উম্মাহের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

ولكن المضللين من الأجانب، الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا، ليوحوا إليهم ثانيا: وأما تلك .ظلما وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما الفئة الأخرى، التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس، ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفرِّقة التي لا حاجة إليها .وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলমান তরুণ, বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামি জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু 'গুমরাহকারী' লোক তাদের সামনে ফিকহি মাস-আলার এ জাতীয় মতপার্থক্যকে আক্বীদার মতভেদের মত করে তুলে ধরে; অথচ এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দ্বিতীয়ত যে শ্রেণির লোকেরা মানুষকে মাজহাব বর্জন করার আহক্ষান করে এবং ফিকাহের মাজহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে মানুষকে নতুন ইজতিহাদ ও মাজহাবের মাঝে আনতে চায়, তাদের কর্তব্য হল, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। এর মাধ্যমে মূলত: তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে এবং মুসলিম উম্মাহের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন এজাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও গোমরাহীর পথ পরিহার করে ইসলামের শত্রুদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় ও অটুট করা।[৩১৬]

রেজুলেশনটিতে সাক্ষর করেছেন

(১) আবদুল আযিয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায, রঈস

(২) ড. আবদুল্লাহ উমর নাসিফ, নায়েবে রঈস

[৩১৬] http://www.al-fath.net/artical.php?request=411

(৩) আবুল হাসান আলী নদভী, সদস্য

(৪) সালেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান, সদস্য

(৫) মুহান্মদ আশশাযিলী আননাইফার, সদস্য

(৬) মুহাম্মদ আলহাবীব ইবনুল খোজা, সদস্য

(৭) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবায়্যিল, সদস্য

(৮) আবু বকর জুমী, সদস্য

(৯) মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর, সদস্য

(১০) মুহাম্মদ মাহমুদ আসসাওয়াফ, সদস্য

(১১) আবদুলাহ আবদুর রহমান আলবাসসাম, সদস্য

(১২) মুস্তফা আহমদ আযযারকা, সদস্য

(১৩) মুহাম্মদ রশীদ রাগেব কাবানী, সদস্য

(১৪) ড. আহমাদ ফাহমী আবু সুন্নাহ, সদস্য

(১৫) মুহাম্মদ সালেম ইবনে আবদুল ওয়াদূদ, সদস্যসূরা বাকারা, আয়াত নং ২৩১

তথ্যসূত্রঃ

১. আল-আসার। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.। তাহকীকঃ আবুল ওয়াফা আফগানী। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

২. আল-আসার। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী। ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া। করাচী, পাকিস্তান। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.।

৩. ইতহাফুল খাইরাতিল মাহারা বিযাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারা। আহমাদ ইবনে আবু বকর আল-বুসিরী। দারুর রুশদ, রিয়াদ। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ

৪. আল-আজইবাতুল মুরজিয়্যা আন আসইলাতিল মাক্কিয়্যা। হাফেজ ওলিউদ্দীন আল-ইরাকী রহ.। তা'লীক, মুহাম্মাদ সামের। মাকতাবাতুত তাওইয়্যা আল-ইসলামিয়্যা, কায়রো। প্রথম প্রকাশ, ১৪১১।

৫. আল-ইহসান ফি তাকরীবি সহীহি ইবনে হিব্বান। ইবনে বালবান ফারসী রহ.। তাহকীক, শুয়াইব আরনাউত। মুয়াস সাসাতুর রিসালাহ। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ।

৬. আহসানুল কালাম ফিমা ইয়াতাআলাক্কু বিস-সুন্নাতি ওয়াল বিদআতি মিনাল আহকাম। মুহাম্মাদ বাখীত আল-মুতীয়ী।

৭. আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহি। আল্লামা সাইমারি রহ.। তাসহীহ, আবুল ওফা আফগানী। দাইরাতুল মায়ারিফিল উসমানিয়্যা। হায়দারাবাদ, আদ-দাক্কান।

৮. ইখতেলাফুল হাদিস। ইমাম শাফেয়ি রহ.। আত-ত্ববাআতুল ফন্নিয়্যা, ১৩৮১ হিঃ।

৯. আদাবুল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতী, আলামা ইবনুস সালাহ রহ.। তাহকীক, মুয়াফফাক আব্দুলাহ আব্দুল কাদের। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭ হিঃ।

১০. আল-আযকার। ইমাম নববি রহ.।

১১. ইরশাদুল ফুহুল। কাজি শাওকানি। মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৫৬ হিঃ।

১২. আস-ইলাতুল হাকেম লিদ-দারে কুতনী। তাহকীক, মুয়াফফাক আব্দুল্লাহ আব্দুল কাদের। প্রথম প্রকাশ,১৪০৪ হিঃ

১৩. আল-ইস্তেযকার। ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ.। তাহকীক, আলী আন-নজদী নাসেফ। আল-মাজলিসুল আ'লা, মিশর,১৩৯১ হিঃ।

১৪. উসুলুস সারাখসি। তাহকীক, শায়খ আবুল ওফা আফগানী।

১৫. আল-ই'তেবার ফিন-নাসিখি ওয়াল মানসুখি মিনাল আসার, আল্লামা হযেমী রহ.। হালাবের সংস্করণ, ১৩৪৬ হিঃ

১৬. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন-রাব্বিল আ'লামিন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। তাহকীক, মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামিদ। দারুস সায়াদা।

১৭. ইকমালুল মু'লিম বিফাওয়াদি মুসলিম। কাজি ইয়াজ রহ.। তাহকীক, ইয়াহইয়া ইসমাইল। মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ

১৮. আল-ইলমা, কাজি ইয়াজ রহ.। তাহকীক, সাইয়্যেদ আহমাদ সাকর। দারুত তুরাস ও আল-মাকতাবাতুল আতিকা, ১৩৮৯ হিঃ।

১৯. ইম্বাউল গুমার বি আবনাইল উমার ফিত-তারিখ, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ.। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হিঃ

২০. আল-ইন্তেকা ফি-ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.। তাহকীক, আলামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬ হিঃ

২১. ইনজাউল ওয়াতান আনিল ইযদিরা বিইমামিয যামান। আলামা যফর আহমাদ উসমানি রহ.। করাচী, ১৩৭১ হিঃ, নতুন সংস্করণ, আবু হানিফা ও আসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন।

২২. আল-আনসাব। ইমাম সামআনী রহ.। লিদান এর প্রকাশনা, ১৯১২ সাল ও হায়দারাবদ, আদ-দাক্কান এর প্রকাশনা।

২৩. আওযাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক। শায়খ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.। আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যা, ১৪০০ হিঃ

২৪. আল-বাহরুর রায়েক, শরহু কানযিন দাকাইক। আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ.। আল-মাতবায়াতুল ইলমিয়্যা, ১৩১১ হিঃ

২৫. বাদাইউল ফাওয়াইদ। ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। আত-তবআতুল মুনিরিয়্যা।

২৬. বুগয়াতুল উয়াত, জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ.। মুহাম্মাদ আবুল ফজল ইব্রাহীম এর প্রকাশনা।

২৭. বুলুগুল মারাম। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ.। আমীর সানআনী রহ. এর শরাহ সুবুলুস সালাম সহ। দারুল জিল।

২৮. আল-বয়ানু ওয়াত তাবায়্যূন। জাহেজ। তাহকীক, আব্দুস সালাম হারুন। মাকতাবাতুল খানজী, পঞ্চম প্রকাশনা, ১৪০৫ হিঃ

২৯. তাজুল উরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস। আল্লামা যাবিদি রহ.। ওযারাতুস সাকাফা ওয়াল ই'লাম, কুয়েত।

৩০. তারিখু আবি যুরয়া দিমাশকী। তাহকীক, শুকরুল্লাহ কাওজানী। প্রথম প্রকাশ, মানশুরাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়্যা, দামেশক।

৩১. তারিখে বাগদাদ। খতিব বাগদাদি রহ.। মাতবাউস সায়াদা, ১৩৪৯ হিঃ।

৩২. তারিখে ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল-ফাসাভী। তাহকীক, আকরাম যিয়া আল-উমুরী। মাকতাবাতুত দার। প্রথম প্রকাশ, ১৪১০ হিঃ

৩৩. তা'নীবুল খতিব, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি রহ. আল-আনওয়ার। ১৩৬১ হিঃ।

৩৪. তা'বীলু মুশকিলিল কুরআন। ইবনে কুতাইবা রহ.। তাহকীক, সাইয়্যেদ আহমাদ সাকর। দারুত তুরাস। কায়রো। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৩ হিঃ।

৩৫. তাহরীমুন নারদি ওয়াশ শাতরঞ্জি ওয়াল মালাহি। ইমাম আজুররী রহ.। তাহকীক, মুহাম্মাদ সাইদ ইদরীস। প্রথম প্রকাশ, ১৪০২ হিঃ

৩৬. তুহফাতুল মউদুদ বিআহকামিল মউলুদ, ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। মোম্বাই, ইন্ডিয়া, ১৩৮০ হিঃ।

৩৭. তাখরীজু আহাদিসি বিদায়াতিল মুজতাহিদ।

৩৮. তাযকিরাতুল হুফফায। ইমাম যাহাবি রহ.।

৩৯. তাদরীবুর রাবি। ইমাম সুয়ূতী রহ.। তাহকীক, আব্দুল ওহাব আব্দুল লতীফ।

৪০. আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা, মুহাম্মাদ আব্দুল হাই কাত্তানী।

৪১. তারতিবুল মাদারিক। কাজি ইয়াজ রহ.। মাকতাবাতুল হায়াত, ১৯৮৫ইং। ত্বআতুল মাগরিব, তাহকীক, ইবনে তাবিত ত্বনজী, ১৩৮৩ হিঃ।

৪২. আত-তাসহীল, ইবনে জুযাই কালবী। প্রথম সংস্করণ।

৪৩. আত-তা'রীফ বিল কাজি ইয়াজ। কাজি ইয়াজ রহ. এর ছেলে আবু আব্দুলাহ মুহাম্মাদ। তাহকীক, মুহাম্মাদ ইবনে শরীফা। দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০২ হিঃ।

৪৪. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.। তাহকীক, ইব্রাহীম আল-বান্না। দারুল ক্বিবলা লিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যা, জেদ্দা। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ

৪৫. তাফসীরুল কাশশাফ। আল্লামা যামাখশারী রহ.। দারুল মা'রিফা, বইরুত।

৪৬. তাকাদ্দুমাতল জারহি ওয়াত তা'দিল, ইবনে আবি হাতেম রহ.।

৪৭. তাকাদ্দুমাতু নাসবির রায়া, আলামা কাউসারি রহ.। দারুল মা'মুন, ১৩৭৫ হিঃ। এটি পরবর্তীতে ফিকহু আহলিল ইরাক নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৮. আত-তাকয়ীদ ওয়াল ইযাহ, হাশিয়াতুল ইরাকী আলা ইবনিস সালাহ। হালাব, ১৩৫০ হিঃ

৪৯. আত-তালখীসুল হাবির, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ.। আব্দুল্লাহ হাশেম ইয়ামানী এর প্রকাশনা।

৫০. আত-তামহীদ, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.।

৫১. তানসীকুন নিজাম ফি মুসনাদিল ইমাম। আলামা সান্ডলী রহ.। করাচী থেকে প্রকাশিত।

৫২. তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইমাম নববি রহ.। আত-ত্ববয়াতুল মুনিরিয়্যা।

৫৩. তাহযীবু তারিখে ইবনে আসাকির। আব্দুল কাদের বদরান। দারুল মুসায়্যারাহ, ১৩৯৯ হিঃ।

৫৪. তাহযীবুত তাহযীব, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ.। দারু সাদির।

৫৫. তাহযিবুল কামাল। ইমাম মিযযী রহ.। তাহকীক,বাশশার আওয়াদ মা'রুফ। দারুল মা'মুন লিতু-তুরাস।

৫৬. আল-জামে। ইবনে আবি যায়েদ আল-কাইরওয়ানী রহ.। তাহকীক, আবুল আজফান ও উসমান বিততীখ। প্রথম প্রকাশ, ১৪০২ হি

৫৭. জামিউ বয়ানিল ইলম, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার। আত-ত্ববয়াতুল মুনীরিয়্যা।

৫৮. আল-জামে লি-আখলাকির রাবি ও আদাবিস সামে। খতিব বাগদাদি রহ.। তাহকীক, মাহমুদ ত্বহহান। মাকতাবাতুল মায়ারিফ, রিয়াদ। ১৪০৩ হি

৫৯. জামেউল উলুমি ওয়াল হিকাম। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রহ.। তাহকীক, ইব্রাহীম বাজিস আব্দুল হামিদ। মুয়াস সাসাতুর রিসালাহ।

৬০. জামিউল মাসানিদ। আলামা খাওয়ারিজমী রহ.। আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, লাহোর।

৬১. আল-জারহু ওয়াত তা'দিল, ইবনে আবি হাতিম। বয়রুত।

৬২. আল-জা'দিয়াত, আবুল কাসেম বাগাভী রহ.। তাহকীক, আব্দুল মাহদি আব্দুল হাদি। মাকতাবাতুল ফালাহ, কুয়েত, ১৪০৫ হিঃ।

৬৩. আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা ফি ত্ববাকাতিল হানাফিয়্যা। আল্লামা কারাশী রহ.। হায়াদারাবাদ, ১৩৩২ হিঃ।

৬৪. হাশিয়াতুত দাসুকী আলা শরহিল কাবীর। আল্লামা দারদীর। দারুল ফিকর, বয়রুত।

৬৫. হাশিয়াতুস সিন্দী আলান নাসায়ী।

৬৬. আল-হাবী লিল ফাতাওয়া। জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ.। তাহকীক মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামিদ। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৮ হিঃ

৬৭. আল-হুজ্জা ফি বয়ানিল মাহাজ্জা। আবুল কাসেম তাইমী আল-ইস্পাহানী। তাহকীক, মুহাম্মাদ রবী আল-মাদখালী। দারুর রায়া, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ হিঃ।

৬৮. আল-হিসবা ফিল ইসলাম, ইবনে তাইমিয়া রহ.। মুহিব্বুদ্দিন আল-খাতীব এর প্রকাশনা।

৬৯. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুয়াইম। ত্বয়াতুল খানজী, ১৩৫১ হিঃ।

৭০. খাতাউ মান আখতায়া আলাশ শাফেয়ি। ইমাম বাইহাকি রহ.। তাহকীক, খলীল মুল্লা খাতের। রিয়াদ, ১৪০০ হিঃ

৭১. খুতবাতুল কিতাবিল মুয়াম্মাল। মাকতাবাতু আযওয়াইস সালাম, রিয়াদ। প্রথম প্রকাশ, ১৪২৪ হিঃ।

৭২. খোলাসাতুল আহকাম। ইমাম নববি রহ.। তাহকীক, হুসাইন ইসমাইল জামাল। মুয়াস সাসাতুর রিসালা। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ

৭৩. আল-খাইরাতুল হিসান, ফি মানাকি আবি হানিফাতান নু'মান, আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী। দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৩২৬ হিঃ।

৭৪. আদ-দিরায়া তালখীসু নাসবির রায়া, ইবনে হাজার আসাকালানী রহ.।

৭৫. আদ-দুররাতুল মুজিয়্যা, ত্বকিউদ্দীন সুবকি রহ.।

৭৬. আদ-দুরারুল কামিনা ফি আয়ানিল মিয়াতিস সামিনা, ইবনে হাজার আসকালানি রহ.। দারুল জিল, বয়রুত, ১৪১৪ হিঃ

৭৭. দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল ক্বিরাতি খালফাল ইমাম, আব্দুল গফফার উয়ূনুস সুদ। হিমসের প্রকাশনা, ১৯২৭ ইং। তাহকীক, সায়েদ বাগদাশ।

৭৮. দালাইলুন নুবুয়্যা, ইমাম বাইহাকি রহ.। আব্দুল মু'তী ক্বালয়াজি, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫ হিঃ।

৭৯. রদ্দুল মুহতার, আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ.। ত্ববয়াতু মুস্তফা আল-বাবী, ১৩৮৬ হিঃ।

৮০. আর-রদ্দুল মুহকামুল মাতীন, আব্দুলাহ সিদ্দিক আল-গুমারী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৫ হিঃ।

৮১. আর-রিসালা, ইমাম শাফেয়ি রহ.। তাহকীক, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের। ত্ববউ মুস্তফা আল-বাবী, ১৩৫৮হিঃ।

৮২. ওফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম, ইবনে তাইমিয়া রহ.। আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, মদীনা মুনাওয়্যারা, ১৩৯৬ হিঃ।

৮৩. আর-রুহ, ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। মুহাম্মাদ আলী সবীহ, ১৩৬৯ হিঃ।

৮৪. রিয়াজুন নুফুস ফি তারাজিমি উলামায়ি কাইরওয়ান। আবু বকর আল-মালেকি। ত্ববয়াতু হুসাইন মু'নুস, ১৯৫১ ইং। এবং ত্ববয়াতু দারুল গরব আল-ইসলামি, তাহকীক, বাশীর আল-বাক্কুশ, ১৪০৩ হিঃ।

৮৫. যাদুল মায়াদ, ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। তাহকীক, শুয়াইব আরনাউত ও আব্দুল কাদের আরনাউত। মুয়াস সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৭ হিঃ।

৮৬. আয-যাহের ফি গারিবিল আল-ফাযিশ শাফেয়ি, আযহারী রহ.। ওযারাতুল আওকাফ, কুয়েত, ১৩৯৯ হিঃ।

৮৭. সিল-সিলাতুল আহাদিসিজ জয়ীফা, আলবানী রহ.। মাকতাবাতুল মায়ারিফ, রিয়াদ। নতুন প্রকাশনা, ১৪১২ হি।

৮৮. সুলামুল উসুল ইলা নিহায়াতিস সুল। মুহাম্মাদ বাখীত আল-মুতীয়ী রহ.। আলামুল কুতুব, ১৯৮২ ইং।

৮৯. সুনানু ইবনে মাজা, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী।

৯০. সুনানুল বাইহাকি আল-কুবরা, দারুল মায়ারিফ।

৯১. সুনানে তিরমিযি, হিমস থেকে প্রকাশিত, ১৩৮৫ হিঃ।

৯২. সুনানে দারিমী, তাহকীক, আহমাদ মুহাম্মাদ দুহমান, মাতবায়াতুল ই'তেদাল, দামেশক, ১৩৪৯ হিঃ।

৯৩. সুনানে নাসায়ী, আল-মাতবায়াতুল মিসরিয়্যা, ১৩৪৮ হিঃ।

৯৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবি রহ.। তাহকীক, শুয়াইব আরনাউত, মুয়াস সাসাতুর রিসালা, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ।

৯৫. শরহু জাময়িল জাওয়ামে। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬ হিঃ।

৯৬. শরহু রসমিল মুফতি, আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ.।

৯৭. শরহু ইললিত তিরমিযি, আল্লামা ইবনে রজব রহ। তাহকীক, নুরুদ্দিন ইতর, ত্বরউল মাল্লাহ, দামেশক, ১৩৯৮ হিঃ।

৯৮. শরহুল কাওকাবিল মুনীর,আলামা ইবনুন নাজ্জার হাম্বলি। তাহকীক, নাজীহ হাম্মাদ ও মুহাম্মাদ যুহাইলী। মারকাযুল বাহসুল ইলম, জামিয়া উম্মুল কুরা, প্রথম প্রকাশ, ১৪০০ হি.।

৯৯. শরহু মুসনাদি আবি হানিফা, মোল্লা আলী ক্বারী রহ.। হিন্দুস্তান থেকে প্রকাশিত, ১৩১৩ হিঃ

১০০. শরহু মুন্তাহাল ইরাদাত, আল্লামা বুহুতী রহ.। তাসহীহ, মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফকী।

১০১. শরহুল মুয়াত্তা, আল্লামা যারকানী রহ.। মাতবায়াতুল ইস্তেকামা, ১৩৭৯ হিঃ।

১০২. শরহু নুখবাতিল ফিকার, ইবনে হাজার আসকালানি রহ.। ত্বহউ মুস্তফা আলব-বাবী, ১৩৫৬ হিঃ।

১০৩. শাওহিদুদ তাওজীহ ওয়াত তাসহীহ, ইবনে মালেক নাহবী, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। আলামুল কুতুব, ১৪০৩ হিঃ।

১০৪. সহিহ ইবনে খোজাইমা, তাহকীক ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আজমী। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০১ হিঃ

১০৫. সহিহ ইবনে আওয়ানা, হায়দারাবদ আদ-দাক্কান থেকে প্রকাশিত।

১০৬. সহিহ বোখারি। ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

১০৭. সহিহ মুসলিম। আল-মিনহাজ দ্রষ্টব্য।

১০৮. আস-সিলা, ইবনে বাশকুয়াল রহ.। মিশর থেকে প্রকাশিত, ১৯৬৬ ইং।

১০৯. ত্বাকাতুল হুফফায, ইমাম সুয়ূতী রহ.।

১১০. ত্বাকাতুশ শাফিয়্যা আল-কুবরা, ইমাম তাজুদ্দিনী সুবকি। তাহকীক, মুহাম্মাদ আত-ত্বানাহী। ত্বহউ ঈসা আল-বাবী, ১৩৮৩ হিঃ।

১১১. উকুদুল জুমান ফি মানাকিবি আবি হানিফা আন-নু'মান, ইমাম সালিহী। তাসহীহ, আবুল ওফা আফগানী।

১১২. উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা, ইমাম যাবিদী রহ.। তা'লীক, ওয়াহবী সুলাইমান গাওজী। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬ হিঃ

১১৩. আল-ইলাল ও মা'রেফাতুর রিজাল, ইমাম আহমাদ রহ.। তুর্কী থেকে প্রকাশিত, ১৯৬৩ ও ১৯৮৭ ইং, আল-মাকতাবুল ইসলামি থেকে প্রকাশিত, ১৪০৮ হিঃ।

১১৪. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া, আলামা ইবনুল জাওযী রহ.। তাহকীক, ইরশাদুল হক্ব আল-আসারী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০১ হিঃ।

১১৫. উলুমুল হাদিস, আল্লামা ইবনুস সালাহ। তাহকীক, নুরুদ্দীন ইত্র। হালব থেকে প্রকাশিত, ১৩৮৬ হি।

১১৬. আল-গুনইয়াহ, কাজি ইয়াজ রহ.। তাহকীক, ড.মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম। তিউনোশিয়া, ১৩৯৮ হি।

১১৭. আল-ফাতাওয়াল হাদিসিয়্যা, ইবনে হাজার হাইতামী রহ.। ত্বউল বাবী আল-হালাবী।

১১৮. ফাতহুল বারী। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ.।

১১৯. ফাতহুল বাকী বিশরহি আলফিয়াতিল ইরাকী, যাকারিয়া আল-আনাসারী রহ.।

১২০. ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক, দারুল হাদিস, কায়রো।

১২১. ফাতহুল কাদীর। আলামা ইবনুল হুমাম রহ.।

১২২. ফাতহুল মুগীছ, ইমাম সাখাভী রহ। মাতবায়াতুল আসিমা, ১৩৮৮ হি।

১২৩. ফাজলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ। ইবনে রজব হাম্বলি রহ।

১২৪. ফিকহু আহলিল ইরাক ও হাদীসুহুম, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারি। তাহকীক, আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ। বয়রুত, ১৩৯০ হি।

১২৫. আল-ফাওয়াকিহুদ দিওয়ানী শরহু রিসালাতি ইবনে আবি যায়েদ কাইরওয়ানী, ইমাম নাফরাবী, দারুল ফিকর, বয়রুত।

১২৬. আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতিব বাগদাদি রহ। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৩৯৫হি।

১২৭. ক্বাওয়াইদুন ফি উলুমিল হাদিস, যফর আহমাদ উসমানী রহ। তাহকীক, আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ। বয়রুত, ১৩৯২ হি।

১২৮. ক্বাওয়াইদুন ফি উলুমিল ফিকাহ। হাবীব আহমাদ কিরানভী রহ। ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, পাকিস্তান।

১২৯. আল-কামেল ফি জুয়াফাইর রিজাল, ইবনে আদী । দারুল ফিকর, বয়রুত, ১৪০৫ হি ।

১৩০. কাশফুল আসরার । ইমাম বাযদাবি রহ । ইস্তাম্বুল ।

১৩১. কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন, হাজী খলিফা । ইস্তাম্বুল, ১৩৬০ হি ।

১৩২. আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়াহ, খতিব বাগদাদি । হাইদ্রাবাদ, ১৩৪৭ হি ।

১৩৩. কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফয়াল । আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকি ইবনে হিসাম আল-হিন্দী । মুয়াস সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৯ হি ।

১৩৪. লাতাইফুল ইশারাত, ইমাম ক্বাসতাল্লানী । তাহকীক, আমেয আস-সাইয়্যেদ উসমান । আল-মাজলিসুল আ'লা, মিশর ।

১৩৫. আল-লাফজুল মুকাররম বিখাসাইসিন নাবীয়্যি স । মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-খাজীরি । তাহকীক, মুহাম্মাদ আল-আমিন আল-জাকানী, ১৪১৫ হি ।

১৩৬. আল-মাবসুত । ইমাম সারাখসি রহ । দারুল মা'রিফা ।

১৩৭. আল-মাজরুহুন, ইবনে হিব্বান রহ । দারুল ওয়া', হালাব, ১৩৯৬ হি ।

১৩৮. মাজমাউল বাহরাইন, ইমাম হাইসামী রহ । তাহকীক, আব্দুল কাদের মুহাম্মাদ নাজীর । মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ । প্রথম প্রকাশ, ১৪১৩ হি ।

১৩৯. মাজমাউয যাওয়াইদ ও মাম্বাউল ফাওয়াইদ, আলামা হাইসামী রহ । ত্বউল কুদসী, ১৩৫২ হি ।

১৪০. আল-মাজমু । ইমাম নববি রহ ।যাকারিয়া আলী ইউসুফ এর প্রকাশনা ।

১৪১. আল-মুহাদ্দিসুল ফাজিল, ইমাম রামাহুরমুযি রহ । তাহকীক, মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল-খতিব । দারুল ফিকর, দামেশক, ১৩৯১ হি ।

১৪২. আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযাম রহ । আত-তবয়াতুল মুনীরিয়্যা, ১৩৪৭ হি ।

১৪৩. মাদারিকুশ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যা, মুহাম্মাদ আল-খিজির হুসাইন । তিউনোশিয়া ।

১৪৪. আল-মাদখাল ইলা দালাইলিন নববীয়্যাহ, ইমাম বাইহাকি রহ ।

১৪৫. আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, ইমাম বাইহাকি রহ । তাহকীক, যিয়াউর রহমান আল-আজমী । দারুল খুলাফা, কুয়েত ।

১৪৬. আল-মাদখাল ফি উসুলিল হাদিস । ইমাম হাকেম রহ ।প্রথম প্রকাশ, হালাব ।

১৪৭. মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতিল মাসাবিহ, মোল্লা আলী কারী রহ । মোম্বাই ।

১৪৮. মাসাইলু আবি দাউদ লি আহমাদ । তাহকীক, মুহাম্মাদ রশীদ রেজা । দারুল মা'রিফা, বয়রুত ।

১৪৯. আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ইমাম হাকেম রহ । হাইদ্রাবাদ, আদ-দাক্কান ।

১৫০. আল-মাসলাকুল ওসাত আদ-দানী, ইমাম ইব্রাহীম আল-কুরানী রহ । মাখতুতা, মাকতাবাতুশ শায়খ আরিফ হেকমত ।

১৫১. মুসনাদুল ইমাম আবু হানিফা রহ । শিরকাতুল মাতবুয়াতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩২৭ হি ।

১৫২. মুসনাদুল ইমাম আবু হানিফা । আবু নুয়াইম আল-ইস্পাহানী, নজর মুহাম্মাদ আল-ফারইয়াবী, ১৪১৫ হি ।

১৫৩. মুসনাদু আবি ইয়ালা আল-মু'সীলি, তাহকীক, হুসাইন আসাদ । দারুল মা'মুন । প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪-১৪০৯ হি ।

১৫৪. মুসনাদে আহমাদ । ১৩৮৯ হি ।

১৫৫. মুসনাদুল হুমাইদি, তাহকীক, শায়খ হাবীবুর রহমান আল-আ'জমী রহ ।

১৫৬. মুসনাদুশ শামিয়্যীন, ইমাম ত্বরানী রহ । হামদী আব্দুল মাজিদ, ১৪০৯ হি ।

১৫৭. মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালিসী । হাইদ্রাবাদ, আদ-দাক্কান ।

১৫৮. আল-মুসাওয়াদা ফি উসুলিল ফিকাহ। তাহকীক, মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন আব্দুল হামীদ। মাতাবায়াতুল মাদানী।

১৫৯. মাসাদিরুত তাশরী ফিমা লা নাসসা ফিহি, আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, দারুল ইলম, কুয়েত।

১৬০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা। তাহকীক, মুহাম্মাদ আওয়ামাহ। দারুল ক্বিবলা। প্রথম প্রকাশ, ১৪২৭ হি।

১৬১. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক। তাহকীক, হাবীবুর রহমান আল-আজমী। আল-মাজলিসুল ইলম ফিল হিন্দ, ১৩৯০ হি।

১৬২. আল-মাসুন ফিল আদাব। আবু আহমাদ আল-আসকারী। তাহকীক, আব্দুস সালাম হারুন। কুয়েত, ১৯৬০ ইং।

১৬৩. মায়ালিমুল ইমান ফি মা'রিফাতি আহলিল কাইরওয়ান, আবু যায়েদ আদ-দাব্বাগ ও ইবনে নাজী। তাহকীক, ইব্রাহীম শাব্বুখ।১৩৮৮হি, দ্বিতীয় মুদ্রণ।

১৬৪. মায়ালিমুস সুনান, ইমাম খাত্তাবি রহ। হালাব, ১৩৫১ হি।

১৬৫. মায়ারিফুস সুনান, মুহাম্মাদ ইউসুফ বানন্নূরী রহ। দ্বিতীয় সংস্করণ। করাচী।

১৬৬. মু'জামু আসহাবি আবি আলী আস-সাদাফী। আলামা ইবনুল আবার। মিশর।

১৬৭. আল-মু'জামুল আওসাত। ইমাম তবরানী রহ। তাহকীক, মাহমুদ তহহান। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫ হি।

১৬৮. মা'রেফাতু উলুমিল হাদিস, ইমাম হাকেম রহ। আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ মদীনা।

১৬৯. মা'না কওলীল ইমামিল মুত্তালাবি, ইমাম তাজুদ্দীন সুবকি রহ। তাহকীক, আলী নায়েফ আল-বিকায়ী।

১৭০. আল-মিয়ার, ইমাম আরদুবাইলী। কায়রো।

১৭১. আল-মুগনী। ইবনে কুদামা রহ।

১৭২. মিফতাহুল জুন্নাহ ফিল ই'তেজাজ বিস সুন্নাহ। জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ। আর-রাসাইলুল মুনীরিয়্যাহ, ১৯৭০ ইং।

১৭৩. আল-মাকাসিদুল হাসানা, ইমাম সাখাবি রহ ।দারুল আদাবিল আরাবী, ১৩৭৫ হি।

১৭৪. মাকালাতুল কাউসারি, ত্বউল আনওয়ার, ১৩৭৩ হি।

১৭৩. আল-মুকাদ্দামাতুল মুমাহহিদাত, ইবনে রুশদ আল-জাদ ।তাহকীক, মুহাম্মাদ হাজী। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৮ হি।

১৭৪. আল-মুলাখখাস, আবুল হাসান কাবিসী। তাহকীক, আস-সায়্যেদ মুহাম্মাদ আলাবী আল-মালিকী। দারুশ শুরুক, ১৪০৫ হি।

১৭৫. মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা, মোল্লা আলী কারী রহ।

১৭৬. মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা লিল কারদারী, দারুল কিতাবিল আরাবী, বয়রুত, ১৪০১ হি।

১৭৭. মানাকিবু আবি হানিফা ও সাহিবাইহি, ইমাম যাহাবি রহ। লাজনাতু ইহইয়াইল মা'য়ারিফিন নু'মানিয়্যা। তাহকীক, শায়খ আবুল ওফা আফগানী ও আলামা কাউসারি রহ।

১৭৮. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ। ইবনুল জাওযী রহ। তবয়াতুল খানজী।

১৭৯. মানাকিবুল ইমাম আশ-শাফেয়ি, ইমাম বাইহাকি রহ। তাহকীক, আস-সায়্যেদ সকর। দারুত তুরাস, ১৩৯১ হি।

১৮০. আল-মানখুল মিন তা'লিকাতি ইলমিল উসুল। ইমাম গাজালী রহ। তাহকীক, মুহাম্মাদ হাসান হিতু।

১৮১. আল-মিনহাজ বিশরহি সহিহ মুসলিম, ইমাম নববি রহ। মিশর, তৃতীয় মুদ্রণ।

১৮২. মুনইয়াতুল আলমায়ী, ইমাম ক্বাসেম ইবনে কুতলুবাগা। তাহকীক, মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাউসারি রহ ।ত্বয়াতুল খানজী, প্রথম প্রকাশ,১৩৬৯ হি।

১৮৩. আল-মাউযুয়াত মিনাল আহাদিসিল মারফুয়াত, ইবনুল জাওযী রহ। তাহকীক, নুরুদ্দীন। আজওয়াউস সালাফ, রিয়াদ। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮ হি।

১৮৪. আল-মুয়াত্তা, ইমাম মালেক রহ। মাতবায়াতুল মাশহাদিল হুসাইনী।

১৮৫. আল-মিযান ফি নকদির রিজাল, ইমাম যাহাবি রহ। তাহকীক, আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাবী ।কায়রো, ১৩৮২ হি।

১৮৬. আল-মিযানুল কুবরা, ইমাম শা'রানী রহ। আল-মাতবায়াতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৬ হি।

১৮৭.নশরুল বুনুদ আলা মারাকিস সুউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রাহীম আল-আলাভী আশ-শানকিতী। মরক্কো।

১৮৮. নসবুর রায়া লিআহাদিসিল হিদায়াহ, জামালুদ্দীন আয-যাইলায়ী। প্রথম প্রকাশ,১৩৫৭ হি, মিশর।

১৮৯. নজমুল ইকইয়ান, জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ।

১৯০. আন-নুকাতুত তরীফা, আলামা কাউসারি রহ। ত্বরউল আনওয়ার, ১৩৬৫ হি।

১৯১. আন-নুকাতু আলা ইবনিস সালাহ, বদরুদ্দিন আয-যারকাশী।

১৯২. আন-নুকাতুল ওফিয়্যা আল শরহিল আলফিয়্যা। ইমাম বিকায়ী রহ।

১৯৩. আন-নিহায়া ফি গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার, আলামা ইবনুল আসির। তাহকীক, তাহের আয-যাবী ও মাহমুদ তনাহী ।ত্বরউ ইসা আল-বাবী, ১৩৮৩ হি।

১৯৪. নাইলুল আওতার, কাজি শাওকানি। মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী,১৩৮১ হি।

১৯৫. আল-হিদায়া। আলামা মারগিনানী রহ।

১৯৬. আল-হিদায়া ইলা তাখরীজি আহাদিসিল বিদায়া। আহমাদ সিদ্দিক আল-গুমারী। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭ হি।

১৯৭.আল-ওরা, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ। তাহকীক, যয়নব আল-কারুত। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বয়রুত। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৩ হি।

১৯৮. ওফায়াতুল আ'য়ান, ইবনে খাল্লিকান রহ। তাহকীক, ইহসান আব্বাস। দারু সাদির।

*****